শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যের পালিত সেবক ও শিষ্য
শ্রী ঈশান নাগর
বিরচিত

শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ



।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ

প্রকাশক :— শ্রী কিশোরী দাস বাবাজী

।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ ।। শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের আবাল্য সেবক ও শিষ্য

শ্রীল ঈশান নাগর

বিরচিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

ফোন : ২৫৮৫০৭৭৫, মোঃ-৯৬৮১৭০৪৮০১

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

ফোন : ২৫৮৫-০৭৭৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৪২১ বঙ্গাব্দ, (ইং ২০১৪)।

: প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী,
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫
মোবাইল : ৯৬৮১৭০৪৮০১,

২। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ তমলুক,
পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬।
ফোন—(০৩৩)২২৪১-১২০৮

ভিক্ষা : একশত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

সম্পাদকীয়

পরম করুণাময় শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী করুণায় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ আনয়নকারী শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের জীবন চরিতমূলক গ্রন্থ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল আলোচ্য গ্রন্থখানি শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর প্রকাশ অর্থাৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মকাল হইতে অন্তর্দ্ধানকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী সুচারুরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। অদ্বৈত প্রভুর জীবন চরিত জানিতে হইলে এই গ্রন্থের বিকল্প হয় না। গ্রন্থখানির লেখক ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রভুর আবাল্য সেবক ও শিষ্য ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর জীবন চরিত জানিবার আগে তিনি কে? কেন তিনি পৃথিবীতে প্রকট হলেন? এবং প্রকট হইয়া এমন কি কার্য্য করিলেন যে তিনি সমস্ত ভক্তহৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন এবং থাকিবেন তাহা সম্যকভাবে অবগত না লইলে অদ্বৈত প্রভুর জীবন আলেখ্য অধ্যয়নের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে না। অদ্বৈতের তত্ত্ব জানার আগে তাহার কৃপার দানটি অগ্রে স্মরণ করা প্রয়োজন। গৌরাঙ্গের প্রেম লীলা প্রকাশের পূর্ব্বভাগে যিনি আবির্ভূত হইয়া প্রেমলীলা বিলাস করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বজন বিদিত শান্তিপুর নাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য। তিনি স্বশক্তি প্রভাবে আকর্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবকে সপার্ষদ ধরনীতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন এবং ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত চির অনর্পিত ব্রজ প্রেম সম্পদ আচণ্ডালে বিতরণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অপার মহিমত্বে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে অদ্বৈত আচার্য্য অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্বৈত প্রভু যেভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গসুন্দরকে ধরাধামে প্রকট করিয়াছিলেন। সেই ভাবের রসবিন্যাস ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর স্বরচিত পদের মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছেন।

জয় জয় অদ্বৈত, সো পহুঁ অদ্বৈত, সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে, বসন তিতিল ঘামে॥

নিজ পঁহু মনে, ঘন গরজনে, উঠে জোরে জোরে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি, দেহে বিপরীত কম্প ॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনী তীরে, আইলা নাগর রাজ।
তাহার পীরিতে, আইলা তুরিতে, উদয় নদীয়া মাঝ ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত, নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈত চরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি ॥

এইভাবে সীতানাথের হুঙ্কারে নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিন বাঞ্ছা পূর্ণের উপলক্ষ্যে শ্রীরাধার ভাবকান্তি স্বরূপ গৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইয়া নামে প্রেমে জগত ধন্য করিলেন। তৎসঙ্গে জীবজগত ব্রহ্মাদির আকাঙ্খিত চির অনর্পিত ব্রজপ্রেম রস মাধুর্য্য আস্বাদনে গৌরপ্রেমের অমিয় পরশে কৃত-কৃত্য হইলেন এবং কলিপাপাহত জীব ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত প্রেমসেবা লাভের পথ নির্দ্দেশ লাভ করিলেন। ইহাই শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত আচার্য্যের মহিমত্বের পূর্ণ নিদর্শন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানকালে সীতানাথের ভূমিকায় তাহার যে মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা মহাপ্রভুর বচনের উদ্ধৃতির মধ্যে প্রতিভাত রহিয়াছে। অদ্বৈত প্রভু তরজা লিখিয়া জগদানন্দ পণ্ডিতের মাধ্যমে নীলাচলে মহাপ্রভুর সমীপে পাঠাইলেন। সেই তরজা শুনিয়া প্রভু মৌন হইলে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু সমীপে এই তরজার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রভু বলিলেন--

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড ১৯ পরিচ্ছেদ -

"প্রভু কহে, আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন ॥
পূজা নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন ॥

মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ।

অদ্বৈত আচার্য্য ব্রজপ্রেম রস মাধুর্য্য জীবজগতে বিতরণ করিবার জন্য গোলোক হইতে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গকে অহ্বান করতঃ প্রকট করাইলেন; নাম প্রেম প্রচার করাইয়া নিত্যলোকে গমনের নির্দ্দেশ করিলেন। যেন দেব আরাধনার জন্য প্রতিমা আনয়ন করতঃ যথাযোগ্য অর্চ্চনাদি করতঃ বিসর্জ্জন করিলেন। ইহাই অদ্বৈত আচার্য্যের চরম বৈশিষ্ট। এবার অদ্বৈত তত্ত্ব বিষয়ে কিছু অনুধাবন করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজানুগত্য তথা গোপী অনুগত মঞ্জুরী ভাবানুরূপ ভজনের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই লীলায় ব্রজ পরিকরগণ অনুগত ক্রমে পুরুষদেহ ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় বিহার করিয়াছেন। ব্রজলীলায় গৌরলীলায় সেবানুক্রমের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কবি কর্ণপুর 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পরিকরগণের চরিত্র অনুশীলনে পূর্ব্ব অবতার বিচারে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্ব অবতার সম্পর্কে আলোচনায় শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত ও শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা নামক পুঁথিদ্বয়, শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থ এবং তন্মধ্যে শ্রীকামদেব মণ্ডল কৃত অদ্বৈতাষ্টক, শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য কৃত শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপ নির্ণয় ও শ্রীশ্যামদাস আচার্য্য কৃত অষ্টক প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর গুপ্ত অবতার রহস্য বিদিত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপন নাম গ্রন্থ প্রনীত হইয়াছে। অতি গূঢ় এই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে পূর্ব্বলীলার দুই তিন পার্ষদ একত্রে মিলিত হইয়া লীলারস রসাস্বাদন করিয়াছেন। আবার এক এক-জন বহুরূপ ধারণে আস্বাদন করিয়াছেন শ্রীমদদ্বৈত প্রভু বিষয়ে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপকার বচন যথা — ৭৬-৮০ শ্লোক।

ব্রজে আবেশরূপত্বাদ্ব্যুহো যোঽপি সদাশিবঃ।
স এবাদ্বৈত গোস্বামী চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ।

যশ্চগোপালদেহঃ সন্ ব্রজে কৃষ্ণস্যসন্নিধৌ।
ননর্ত্ত, শ্রীশিবাতন্ত্রে ভৈরবস্য বচো যথা॥
একদা কার্ত্তিকে মাসি দীপযাত্রা মহোৎসবে।
স রামঃ সহগোপালঃ কৃষ্ণো নৃত্যাতি যত্নবান্॥
নিরীক্ষ্য মদগুরুর্দেবো গোপভাবাভিলাষবান।
প্রিয়েনর্ত্তিতুমারব্ধশ্চক্রভ্রমণ লীলয়া॥
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেনদ্বিবিধোঽভূত্ত সদাশিবঃ।
একস্তত্র শিবঃ সাক্ষাদন্যো গোপাল বিগ্রহঃ॥

ব্রজের আবরণ রূপত্ব প্রযুক্ত যে সদাশিব ব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ তিনিই শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী চৈতন্যের অভিন্ন শরীর। ৭৬। ইনি গোপালরূপী হইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে নৃত্য করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে শিবাতন্ত্রে ভৈরবের বাক্য যথা। ৭৭॥ একদা কার্ত্তিক মাসে দীপযাত্রা মহোৎসবে রাম ও গোপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যত্নবান হইয়া নৃত্য করিতে ছিলেন। ৭৮ তদ্দর্শনে আমার গুরুদেব শঙ্কর গোপভাবাভিলাষী হইয়া চক্রভ্রমণ লীলায় প্রিয় কৃষ্ণের নিকট নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭৯। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে সদাশিবও দুই প্রকার ছিলেন এক মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শিব ও অপর মূর্ত্তি গোপাল বিগ্রহ॥ ৮০॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উল্লেখিত বচন—

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াঃ শ্লোকদ্বয়ম্—

মহাবিষ্ণুর্জগৎ মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ। তস্যাবতার এবায়মদ্বৈচার্য্য ঈশ্বরঃ।

অদ্বৈতঃ হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ
ভক্তাবতারমীশন্তদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য।

যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়।
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশে। এক এক মূর্ত্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে
সেই পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা উৎসবে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের ঐশ্বর্য্য প্রভাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীগৌরচন্দ্রের উক্তি যথা—

"প্রভু বলে, এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয় আচার্য্য মহেশ হেন মোর চিত্তে লয়।
মনুষ্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে। এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে।
বুঝিলাম আচার্য্য 'মহেশ অবতার। এইমত হাসি প্রভু বলে বার বার।"

'শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থের প্রারম্ভে ঈশান নাগর লিখিয়াছেন যে, "কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি শঙ্কর কলিজীব উদ্ধারের জন্য যোগমায়ার সহিত পরামর্শ করিয়া কারণ সমুদ্রের তীরে উপনীত হইলেন। তথায় সপ্তশত বৎসর তপস্যায় অতীত হইলে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু পঞ্চাননকে দর্শন প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"মহাবিষ্ণু কহে তুহুঁ নহ আর কেহ।
তোর মোর এক আত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ।
এত কহি পঞ্চাননে কৈলা আলিঙ্গন।
দুই দেহ এক হৈল কে জানে তার মন।
অত্যাশ্চর্য্য হৈল এক শুন সর্ব্বজন। শুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ অঙ্গ উজ্জ্বল বরণ।

* * * * * *

শুন মহাবিষ্ণু তুমি এ হেন মূর্ত্তিতে. অবতীর্ণ হও আগে লাভার গর্ভেতে।"
শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের বর্ণন যথা –
"পূরব বৃত্তান্ত এক করহ স্মরণে। শ্রীবিশাখা রূপ যাহা কৈলা নিরমানে।"

এইরূপে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকাদি গ্রন্থের অভিপ্রায় উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে শ্রীলাদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য শ্রীহরিচরণ দাসের লিখিত

শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল, শ্রীদেবকীনন্দন দাসের লিখিত শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা ও শ্রীকানুদেব গোস্বামীকৃত শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত গ্রন্থের বর্ণন প্রকাশ করিব। উক্ত গ্রন্থত্রয়ের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের পুত্রদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীবলরাম মিশ্রের সিদ্ধান্তযুক্ত শ্লোকের অবতারণা করিয়া উভয়ে শ্রীসীতাদ্বৈত তত্ত্বকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নামকরণ প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিদ উক্তি বাক্যং—১ম অঃ ৪র্থ সংখ্যা—

"কমলে জন্মিলা লক্ষ্মী তান ভর্ত্তা ইনি।
কমলাকান্ত নাম এবে রাখিবা আপনি।
ভগবানের অদ্বিতীয় সর্বশাস্ত্র কহে। অদ্বৈত নাম তাহে বিখ্যাত যে হএ।
পূর্বজন্ম বাসুদেব বসুদেব ঘরে। এতে ত কলমাকান্ত জানিহ তাহারে।"

তথাহি—৪র্থ অবস্থা—১ম সংখ্যা—

"তাহাতে রাধিকার সখী স্বরূপ আমার।
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম আছে সর্বাকার।
সখারূপে হই আমি উজ্জ্বল নাম ধরি। কৃষ্ণের সহিতে সখা ব্যবহার করি।
উজ্জ্বল রস মূর্ত্তিমান আমি যে হইয়া। রাধাকৃষ্ণ বিহার সহায় লাগিয়া।"

ইত্যাদি বচনের মাধ্যমে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, সম্পূর্ণা মঞ্জরী ও উজ্জ্বল সখারূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে শ্রীদেবকীনন্দন দাসের বর্ণন যথা—

তথাহি—শ্রীবলরাম গোস্বামীনোক্তং—

"অংশরূপে উজ্জ্বলশ্চ কৃষ্ণ প্রাণপ্রিয়ঃ সখা।
অদ্বৈতং শিবনামাব কৃষ্ণস্যাবতারো ভবেৎ।"

অস্যার্থঃ—

পূর্ণতর সেই কৃষ্ণ বাসুদেব রূপ। উজ্জ্বল রূপ নাম ধরে অদ্বৈত স্বরূপ।
সদাশিব নাম সেই অভেদ শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রিয়তম সখা জানাগি সতৃষ্ণ।
প্রেয়সী প্রধান লাগি উজ্জ্বল স্বরূপ উজ্জ্বল রসোমূর্ত্তি হয়ে একরূপ।

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণমিশ্র গোস্বামীনোক্তং—

পূর্ণতর গুনৈরেক শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমূর্ত্তয়ঃ।
যবয়ো বহু সেবাস্তু সম্পূর্ণাতোর্য্যকারিণী।"
কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং কুবেরালয় বিগ্রহে।

অস্যার্থ—

পূর্ণতর গুণ করি কৃষ্ণ বলি যারে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তিন জানিহ তাঁহারে।
ইৎসা শক্তি দ্বারায় সেই সম্পূর্ণ মঞ্জরী।
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে একান্ত বিহারী।
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম ধরে কুঞ্জবনে। রাধিকা স্বারূপ্য হয় কনিষ্ঠা বিধানে।
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে বিরলে বসিয়া। বিহার সময়ে সেই সেবা করে যাঞা।
কলির প্রথমে সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী। অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈল অবতরী।
কুবের আচার্য্য পুত্র হইলা বিদিত। সেই কৃষ্ণ পূর্ণতর হইলা নিশ্চিন্ত।"

শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত গ্রন্থে সম্পূর্ণা মঞ্জরীর পরিচিতি যথা—

"গুরু পরম্পরা সম্পূর্ণ মঞ্জরী খ্যাতা। বৃষভানু পিতা জয়কীর্ত্তি মাতা।
* সুকণ্ঠ নাম পতি স্তন্তঃ। প্রেম সরোবর নিবাসিনী সঙ্কেত স্থান॥
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম অদ্বৈত আখ্যানে।
রাধিকার প্রাণসখী জানিহ বিধানে।

তস্যা বয়সঃ—১৩/৯—

সার্দ্ধ নয় মাসাবিধ ত্রয়োদশ বর্ষায়া।
মাঘ মাস শুক্লা সপ্তমী ব্রজে প্রকটাবতার।
দুগ্ধ হেমবর্ণা যা নীলবস্ত্রা তাম্বুল সেবা।
অদ্বৈত নাম প্রভু শুস্মিন দিবসে প্রকটাবতার।"

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী শ্রী ও সীতাদেবীর তত্ত্ব যথা—

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—৮৬ শ্লোকঃ—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্না তৎ প্রকাশতঃ।

(যোগমায়া ভগবতী অদ্বৈতের গৃহিনীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রকাশ নাম শ্রী ছিল)

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল—

"ব্রজলক্ষ্মী হয় এহো পৌর্ণমাসী নামে। কনক সুন্দরী নাম কুঞ্জবন ধামে॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা—

"এক সময়ে কৃষ্ণ বিহার করিয়া। বিশ্রাম করিলা কুঞ্জে শান্তযুক্ত হৈয়া।"

কৃষ্ণ কহেন শুন রাই মোর প্রাণপ্রিয়া।
তোমার সেবা করি আমি বিরল পাইয়া॥
রাধিকা কহেন তবে শুন রসরাজ।
তোমার সেবা করি আমি হইয়া প্রকাশ॥
সেইকালে ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করিলা।
'কনক সুন্দরী' নাম আদ্যাশক্তি হৈলা॥

আদ্যা বলি রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী। কনক সুন্দরী হৈয়া সেবা করে দেখি॥

রাধিকা প্রকাশ মূর্ত্তি সীতা ঠাকুরাণী এবে।
কনক সুন্দরী নাম কহিলাম এবে।

* * *

কনক সুন্দরী রাধাকৃষ্ণ সেবা করে। সীতাদেবী হয়ে সেই অদ্বৈতের ঘরে॥

পৌর্ণমাসী রূপে করে রাধাকৃষ্ণ লীলা।
যোগমায়া রূপে সেই ব্রজে যত খেলা॥
যোগমায়া ভগবতী নাম আদ্যাশক্তি।
রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী পুরাণের উক্তি॥

শ্রীমৎ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেতে। অনেক প্রমাণ আছে সদাশিব সাথে॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃতে—

কুঞ্জ মধ্যে কনক সুন্দরী সীতা নাম তার।
ললিতাদি জ্যেষ্ঠ সখী মহিমা অপার॥

তস্যা বয়ঃ। ১৪/১৩ ।

সার্দ্ধ ত্রয়োমাসাধিক চতুর্দ্দশ বর্ষয়া।

"ভাদ্র শুক্লা চতুর্থী দিবসে কলি প্রথম সন্ধ্যায়াং সীতা নাম্নি প্রকটাভূতা।"

এইভাবে শ্রীলাদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু, গুণাবতার শঙ্কর, ব্রজের উজ্জল সখা, পূর্ণতর কৃষ্ণ (বসুদেব নন্দন বাসুদেব), বিশাখা সখী ও সম্পূর্ণা মঞ্জরীর একত্র মিলনে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম-লীলার সহায় করিয়াছেন। আর আদ্যাশক্তি যোগমায়া ও কনক সুন্দরীর মিলনে শ্রীসীতাদেবী নামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পত্নীরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা পুষ্ট করিয়াছেন।

১৩৫৫ শকাব্দে (১৪৩৩ খৃঃ) মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীমদদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্ট জেলায় লাউড় পরগণার অন্তর্গত নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম শ্রীকুবের পণ্ডিত, মাতার নাম শ্রীলাভাদেবী। কুবের পণ্ডিতের পিতৃপুরুষগণের পরিচয় যথা—নারায়ণ ভট্ট (শাণ্ডিল্য গোত্র, চতুর্বেদী)—আদি বরাহ—বৈনেতেয়-সুবুদ্ধি—বিবুধেশ—গুহ গঙ্গাধর—সুহাস—শকুনি—আকাশবাণী (আকাই)—নারায়ণ পঞ্চতপা—অগ্নি-হোত্রী—পৃথ্বীধর কুলপতি—শরভ আচার্য্য (মাড়ড়া)—মত্ত ওঝা (মাতঙ্গ ওঝা)—জিহ্মনি—(জৈমনী)—ভাস্কর বৈদান্তিক (বারেন্দ্রশ্রেণী অ বসু) সায়ন আচার্য্য—আড়ো ওঝা (আরুনি) - যদুনাথ পণ্ডিত শ্রীপতি—কুলপতি—ঈশান—বিভাকর—প্রভাকর—নরসিংহ নাড়িয়াল (সাত পুত্র —কন্দর্প, সারঙ্গ, বিদ্যাধর, মহাদেব, নারায়ণ, পুরন্দর ও গঙ্গাধর) —বিদ্যাধর—ছকড়ির দুই পুত্র—কুবের ও নীলাম্বর। কুবের পণ্ডিতের সাতজন পুত্র—শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল দাস, কীর্ত্তিচন্দ্র ও কমলাক্ষ। প্রথম ছয় পুত্র তীর্থপর্যটনে গমন করিয়া চারিজন অন্তর্দ্ধান করেন। অবশিষ্ট দুইজন প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ গার্হস্থ্যাশ্রম অব-লম্বন করেন. কনিষ্ঠ পুত্র কমলাক্ষ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য নামে জগতে প্রসিদ্ধ হন। কুবের আচার্য্য শ্রীহট্ট জেলায় লাউড় ধামের অধিপতি দিব্য

সিংহের দ্বার পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। রাজার সহিত তাহার প্রগাঢ় সখ্য ভাব ছিল। শান্তিপুরে কুবের আচার্য্যের পিতৃ পুরুষগণের বাসভূমি ছিল। কুবের আচার্য্যের প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়াল গণেশ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজ কন্যার বিবাহে কোপের উৎপত্তি হওয়ায় শান্তিপুর হইতে লাউড়ে গমন করেন। লাউড়ের রাজরাণী নবগ্রামে কুবের আচার্য্যের ভবন ছিল কুবের আচার্য্য চারি পুত্রের অদর্শনে বিরহান্বিত হইয়া শান্তি পুরে আগমন করতঃ কিছুদিন অবস্থান করেন। সেই সময় পত্নী লাভাদেবী গর্ভবতী হন। তারপর রাজার আহ্বানে লাউড়ে গমন করেন। তথায় অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। অদ্বৈত প্রভুর বাল্য নাম কমলাক্ষ। কমলাক্ষ বাল্যে খেলাছলে প্রভৃত অলৌকিক লীলার প্রকাশ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আগমন করেন। তথায় ফুল্লবাটী গ্রামে শান্তাচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন, পিতামাতার আগমন ও দেহত্যাগ, তীর্থ ভ্রমণকালে বৃন্দাবনে মদনমোহন প্রকট, বিশাখা নির্ম্মিত চিত্রপট সহ শান্তিপুরে আগমন মাধবেন্দ্রপুরী সমীপে দীক্ষা, গৌর প্রকটের জন্য তপস্যা, গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ও নদীয়া লীলা আস্বাদন, গৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের পঁচিশ বৎসর পরে অপ্রকট, এই সকল অপ্রাকৃত লীলাকাহিনী আলোচ্য গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত বিলাস, সীতা চরিত্র, সীতা গুণ কদম্ব, অদ্বৈত স্বরূপামৃত. অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা, ভক্তি রত্নাকরাদি গ্রন্থে অদ্বৈত বিষয়ক বহু তথ্য পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য ও পদাবলীর মধ্যে এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহাতে অল্প বিস্তর অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক কোন তথ্য নাই। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম হইতে অন্তর্দ্ধান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এতাদৃশ বর্ণন অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। লেখক আশৈশব অদ্বৈতাচার্য্যের অঙ্গসঙ্গী রূপে বিরাজ করিয়া সেবা করতঃ যে সকল লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিয়লন, তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা গ্রন্থকারের অমূল্য অবদান। আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশনা বিষয়ে প্রথম প্রকাশনায় শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের বর্ণিত ভূমিকার বর্ণন—

"এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ এতদিন জীবের নিকট অপ্রকাশ ছিল। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কৃপায় জীবের মঙ্গলার্থে ঢাকা উথলী নিবাসী পরম গৌরভক্ত শ্রীল শ্রীনাথ গোস্বামী মহাশয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লাউড় হইতে হস্তলিখিত পুঁথি আনিয়া বহু যত্নে ইহা সংশোধন করিয়াছেন।"

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশ করেন। তৎপরে ১৩৩৩ সালের ১০শে ভাদ্র খুলনার দৌলতপুর কলেজ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা ঈশান নাগরের বংশ বিবরণ উল্লেখিত রহিয়াছে। উক্ত বংশ বিবরণের তথ্য সংগ্রহ বিষয় বর্ণন—

এই নাগরবংশের শিষ্য আমার একান্ত স্নেহভাজন দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান ভুবনমোহন মজুমদার এম, এ, আমাকে ঝাকপালের গোস্বামী বংশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অচ্যুতানন্দ তত্ত্বনিধি প্রকাশিত গ্রন্থখানি (ভূমিকা সহযোগে) অবলম্বনে অদ্যাবধি অনেকেই উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎমধ্যে সতীশ মিত্র মহাশয়ের প্রকাশনায় ঈশান নাগরের বংশ বিবরণ নূতনত্বের সংযোজন। উক্ত গ্রন্থগুলি দেখিয়া নিজ ভাবানুরূপ ভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশকার্য্যে সচেষ্ট হইলাম।

আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে আমার ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। গৌর প্রেমানুরাগী শ্রীঅদ্বৈতলীলা তত্ত্ব রসপিপাসু পাঠকবৃন্দ আমার সর্ব্বানু-ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া গৌর আনা ঠাকুর শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত আচার্য্যের প্রেমলীলা রসমাধুর্য্য আস্বাদনে তৃপ্ত হউন। এই মাত্র আমার একান্ত অনুরোধ।

ইতি—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর,
চব্বিশ পরগণা (উঃ) ১৪০৬ সাল।

শ্রীঈশান নাগরের জীবনী

শ্রীঈশান নাগর শান্তিপুর নাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য ও পালিত পুত্র। পঞ্চম বর্ষ বয়সে অদ্বৈতগৃহে আশ্রয় লইয়া অদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধান কাল পর্য্যন্ত অঙ্গসঙ্গী রূপে অবস্থান করতঃ সেবা করিয়াছেন। তৎসঙ্গে তাঁহার অপার্থিব লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার অদ্বৈত ভবনে আগমন বিষয়ক বর্ণন যথা—

অদ্বৈত প্রকাশ ১১ অধ্যায়—

"ক্রমে শ্রীঅচ্যুত পাঁচ বৎসরের হৈলা।
শুভক্ষণে প্রভু তার হাতে খড়ি দিলা॥
যেইদিন শ্রীঅচ্যুত বিদ্যারম্ভ কৈলা।
সেইদিন মোর মাতা শান্তিপুরে আইলা॥
শ্রীঅদ্বৈত পদে আসি লইলা শরণ। পঞ্চম বৎসর মোর বয়স তখন॥
প্রভু দয়া করি মায়ে দিলা কৃষ্ণমন্ত্র। মোরে হরিনাম দিয়া করিলা পবিত্র॥
মোরে পায়া সীতা দেবী স্নেহ প্রকাশিলা।
আপন তনয় সম পোষণ করিলা॥
শ্রীগুরুর আজ্ঞাবহা ছিলা মোর মাতা। কিছু কিছু মোর পড়ে সেই কথা॥
প্রভু কহে ঈশানের মাতা পুণ্যবতী। পরকালে হৈবে ইহার বৈকুণ্ঠে বসতি॥

শ্রীঈশান নাগর পাঁচ বৎসর বয়সে মাতাসহ অদ্বৈত প্রভুর ভবনে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার প্রথম জীবনের অবস্থা বিষয়ে শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ভূমিকার বর্ণন যথা—

"ঈশানের পিতা ছিলেন দরিদ্র, আত্মীয় বন্ধু বিহীন ব্যক্তি। ঈশানের যখন পিতৃবিয়োগ ঘটে, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র। পাঁচ বৎসরের অপোগণ্ড শিশু লইয়া দুঃখিনী ঈশানজননী ভীষণ সংসারসাগরে ভাসিলেন। ঘরে যৎসামান্য তৈজসপত্র ছিল, প্রতিবেশীগণের পরামর্শ ও আদেশে তাহা বিক্রয় করিলেন এবং তদ্দারা কোনপ্রকারে পতির ঔর্দ্ধদৈহিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইল। ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা হইল বটে, কিন্তু ঈশানের প্রাণরক্ষার উপায় থাকিল না। ঘরে থাকিলে না খাইয়া সপুত্রে মরেন,

কাজেই অনাথা বিধবা গৃহের বাহির হইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কে তাঁহার শিশুর মুখে দুটি অন্ন তুলিয়া দিবে! এ বিপদে, হে শঙ্কর! হে বিশ্বেশ্বর! তুমি ব্যতীত বিধবার আশ্রয়দাতা আর কে আছে? হঠাৎ অদ্বৈত প্রভুর কথা বিধবার মনে পড়িল; অদ্বৈত নাম ও প্রস্তাব তখন সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। জীবের প্রতি অদ্বৈতের কৃপা, অনাথ নিরাশ্রয় এর প্রতি অসীম দয়া প্রভৃতি স্মরণ হওয়ায় হৃদয়ে ভরসা হইল, মনে বল আসিল, বিধবা ক্ষণবিলম্ব না করিয়া গঙ্গাস্নানের যাত্রীর সহিত শান্তিপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এইভাবে ঈশান নাগর মাতা সহ শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈত ভবনে আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন। অদ্বৈত প্রকাশের একাদশ অধ্যায়ের বর্ণন—

"চৌদ্দশত চৌদ্দ শকের বৈশাখী পূর্ণিমায় অচ্যুতানন্দের আবির্ভাবকাল হওয়ায় ১৪১৪ শকাব্দে ঈশান নাগরের আবির্ভাবকাল প্রমাণিত হয়। ঐ সময় অদ্বৈত প্রভুর বয়স ৫৮ বৎসর। অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবকাল বিষয়ে বাল্যলীলা সূত্র গ্রন্থের বর্ণন—

শাকে রস প্রাণগুণেন্দু মানে শ্রীলাউড়ে পুণ্যতমেহথ মাঘে।
শ্রীসপ্তমী পুণ্য তিথো সিতেহভূদদ্বৈত চন্দ্রঃ কৃপয়াবিরাসীৎ।

রস—৬, প্রাণ—৫, গুণ—৩, ইন্দু—১ অর্থাৎ ১৩৫৬ শকাব্দে (১৪৩৫ খৃঃ) মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিতে অদ্বৈত আচার্য্যের জন্ম হয়। ফলে ঈশান নাগর (১৩৫—৫৮) ৬৭ বৎসর যাবৎ অদ্বৈত প্রভুর শ্রীঅঙ্গসেবক ছিলেন। অদ্বৈতের সেবা বৈচিত্রে ঈশান ক্ষেত্রধামে গৌর সেবালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। একদা ক্ষেত্রধামে গৌরাঙ্গকে একাকী ভোজন করাইবার অভিলাষ করিলে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির কারণে সঙ্গের সন্ন্যাসীবৃন্দ আসিলেন না। একাকী ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু গৌরসুন্দর অদ্বৈত ভবনে উপনীত হইলেন। দিব্যাসনে বসাইয়া ঈশান প্রভুর পদধৌত করিতে গেলে এক কৃপা প্রকাশের লীলা করিলেন।

অদ্বৈত প্রকাশের—১৮ অধ্যায়—

এত কহি দিব্যাসনে গৌরে বসাইলা।
তাঁর সেবা লাগ বহু আয়োজন কৈলা।

গৌরের পাদ ধৌত লাগি মুঞি কীট গেনু।
তিঁহ কহে রহ রহ বিপ্র বিষ্ণু তনু।
মুঞি কহি হায় হায় কি মোর দুর্ভাগ্য।
শ্রীগৌরাঙ্গ পদসেবায় হইনু অযোগ্য।

তখন ঈশান সেবাবাদী অভিমানত্বক যজ্ঞসূত্র ছিড়িয়া ফেলিলেন, অদ্বৈত প্রভু পুনরায় উপবীত দান করিয়া গৌরসেবা করাইলেন।

এত কহি প্রভু পুনঃ পৈতা দিলা মোরে।
প্রভুরে কহিনু মুঞি কাতর অন্তরে।
কিবা কাজ গৌর সেবাবাদী উপবীতে।
না বঞ্চহ বলি মুঞি লাগিনু কান্দিতে।
মোর খেদে প্রভু গৌরে কহে বারে বার।
ভক্তমনে দুঃখ দেহ এই অবিচার।
প্রভু বাক্যে মহাপ্রভুর মৌনাবলম্বনে।
তিঁহ কহে যাহ ঈশান শ্রীপাদ সেবনে॥
শুনি মুঞি ডুবিলাঙ আনন্দে সাগরে।
গুরুকৃপা গৌরসেবায় আজ্ঞা দিলা মোরে॥

এইভাবে ঈশান নাগর শ্রীগুরু কৃপা প্রভাবে শ্রীগৌর সুন্দরের সেবা লাভ করিলেন। কতকাল সেবা করার পর অদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধান করিলে লাউর ধামে গিয়া দার পরিগ্রহ করতঃ প্রেম প্রচারে ব্রতী হন। অদ্বৈত প্রভু ও সীতা ঠাকুরাণীর আদেশেই দার পরিগ্রহ করেন।

অদ্বৈত প্রকাশ—২২ অধ্যায়

আর এক কথা শুন সাবধানে। তুমি মোর প্রিয়শিষ্য আত্মজ সমানে।
মোর অগোচরে দুঃখ না ভাবিহ মনে।
গৌর নাম প্রচারিহ মোর জন্মস্থানে।
এই মোর আজ্ঞা সত্য করহ পালন। এত কহি কৈলা প্রভু মৌনাবলম্বন।
মুঞি ভাবো যদি গুরু আজ্ঞা রক্ষা হয় তবে মোর জ্ঞান কর্ম সফল নিশ্চয়॥

তবে প্রভুর অন্তর্দ্ধানে সীতা ঠাকুরাণী।
কি ভাবি এই আদেশিলা কিছু নাহি জানি॥
অরে ঈশান দাস তোরে করি বড় স্নেহ।
মোর তুষ্টি হয় তুই করিলে বিবাহ।
মুঞি কহিলাঙ মাতা বুঝি আজ্ঞা কর।
এই আজ্ঞা পালিতে নাহিক সাধ্য মোর।
সপ্ততি বৎসর প্রায় মোর বয়ঃক্রম। ইথে কোন দ্বিজ কন্যা করিবে অর্পণ॥
মাতা কহে কৃষ্ণ সদা ভক্তবাঞ্ছা পূরে।
তেঞি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু নাম ধরে॥
পূর্ব্বদেশে যাহ শ্রীজগদানন্দ সনে। বিয়া করাইবে ইহোঁ করিয়া যতনে॥
তাঁহা গৌর গৌধর্ম্ম করিবা প্রচার॥ তাহে বহু জীবগণ হইবে নিস্তার॥
তোমার সন্ততি হইব মহাভাগবত। হরিনাম দিয়া জীবে করিবেক মুক্ত॥
শিরে ধরি এই সীতা মাতার আদেশ।
জগদানন্দ রায় সঙ্গে আইনু পূর্ব্বদেশ॥
বংশরক্ষা করি প্রভুর আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইনু মুঞি শ্রীধাম লাউড়ে॥
ইহাঁ রহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন। গুরু আজ্ঞা মাত্র মুঞি করিনু রক্ষণ॥

ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রভু ও সীতা ঠাকুরাণীর আদেশ পালনের জন্য (১৪১৪+৭০) ১৪৮৪ শকাব্দে অদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধানে (১৩৫৬+১২৫) ১৪৮১ ; (১৪৮৪—১৪৮১) ৩ বৎসর পরে লাউড় ধামে গিয়া দার পরিগ্রহ করতঃ (১৪৯০ ১৪৮৪) ৬ বৎসর পরে অদ্বৈত প্রভুর জীবনকাহিনী সম্বলিত এই অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

"লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র। যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥
যে পড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস মুখে। পদ্মনাভ শ্যামদাস যে কহিলা মোকে॥
পাপচক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন
প্রভু আজ্ঞা মতে তাহা করিনু গ্রন্থন।
চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে। লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রী[illegible]॥

এই শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ লিখনকার্য্যের মূল অবলম্বন ছিল ; লাউড়িয়া কৃষ্ণ দাসের বাল্যলীলা সূত্র গ্রন্থখানি লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস অর্থাৎ শ্রীহট্টের লাউড়ের অধিপতি রাজা দিব্যসিংহ রাজত্ব ত্যাগ করতঃ অদ্বৈত প্রভুর চরণাশ্রয়ে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন। গৌর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে গমন করেন এবং বংশীবটে তাহার সমাধি বিদ্যমান। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস অর্থাৎ রাজা দিব্যসিংহ সভাসদ ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত। ফলে অদ্বৈত প্রভার জন্মাবধি বাল্যলীলা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী যশোহর বাসী লোকনাথ প্রভুর পিতা ও অদ্বৈত প্রভুর প্রবীন শিষ্য। শ্যামদাস অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য এবং যাহার মধ্যস্থতায় ফুলিয়ার ঘাটে সপ্তগ্রামবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণীর সহিত অদ্বৈত প্রভুর বিবাহ সংঘটিত হয়। ফলে তাহারা গ্রন্থকর্ত্তার অদ্বৈত ভবনে আগমনের পূর্ব্ব হইতে অদ্বৈত প্রভুর বহু লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের সমীপে যাহা শুনিলেন এবং লীলার সহায় হইয়া যে সকল লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন— তাহাই অবলম্বনে এই অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থখানি বিরচিত। আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদন গৌরাঙ্গলীলা বর্ণন বিষয়ে অদ্বৈত প্রভু ও অচ্যুতানন্দ প্রভুর নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়।

অদ্বৈত প্রকাশ ১০ অধ্যায় –

"ক্ষুদ্র মুঞি অপার গৌর লীলার কিবা জানি।
তার সূত্র লব লিখি যেই প্রভু মুখে শুনি॥"

অদ্বৈত প্রকাশ—১৩ অধ্যায়—

"শ্রীঅচ্যুত কহে মোরে এই শুভাখ্যান।
তার সূত্র লব মাত্র করিনু ব্যাখ্যান।"

এইভাবে লাউড় ধামে ১৪৯০ শকাব্দে অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের লিখনকার্য্য সমাপন করেন।

ঈশান নাগরের বংশ পরিচয় বিষয়ে খুলনা দৌলতপুর কলেজ হইতে

১৩৬৩ সালের ২০শে ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভূমিকার সারাংশ নিম্নে বর্ণিত হইল।

ঈশান নাগরের পিতৃনিবাস শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্গত লাউড় পরগণার নবগ্রামে অবস্থিত ছিল। অদ্বৈত প্রভুর পূর্ব বাসস্থান ঐ একই গ্রামে ছিল। ঈশানের পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম পদ্মমণি দেবী। ইহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শুদ্ধ শ্রোত্রিয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। সীতাদেবীর আদেশে জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে ঢাকা জেলার জগদানন্দের জন্মভূমিতে গমন করেন। তথায় উভয়ে শ্রীগোপাল মূর্ত্তির সেবা স্থাপন করায় গ্রামের নাম গোপালপুর হয়। ঐ গ্রামের বর্ত্তমান নাম বাঘঘর, ইহা তেওতার নিকটবর্ত্তী। জগদানন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি তাহার বংশধরগণ তথায় বাস করিতেছেন ইহার দেড় মাইল দূরে গান্ধাইল গ্রামের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া গোপালপুরে দশ বৎসর বাস করেন। তথায় তাঁহার তিনপুত্র পুরুষোত্তম, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভের জন্ম হয়। এখানে থাকিতেই ঈশানের ভজন মহিমা সর্বত্র ব্যাপিত হইল এবং বহু ভক্ত আসিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল একদা নদীর তীরে এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে বসিয়া ঈশান সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন। নবাব সেই যমুনা নদীপথে নৌকায় গুন টানিয়া যাইতেছিলেন। ঈশানের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তুষ্ট হন এবং তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিকের স্থান বলিয়া নিকটবর্ত্তী ঝাকপালে ১৬ খাদা ভূমি দান করেন। ঈশান নিজ নামে দানপত্র লেখাইয়া চাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাঁহার নাবালক পুত্র পুরুষোত্তমের নামে লিখিত হয় এজন্য উহার নাম 'তালুক পুরুষোত্তম'। এখনও পুরুষোত্তমের বংশধরগণ ঐ তালুক ভোগ করিতেছেন। পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র নিমানন্দ রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী জায়দরপুরের বিশ্বাস শিষ্যগণের ভূ-সম্পত্তি পাইয়া তথায় বাস করেন এবং তিনি প্রস্তরখণ্ড লইয়া যান। অদ্যাপি তথায় শ্রীবিগ্রহগণের সঙ্গে নিত্য পূজিত হইতেছেন।

পুরুষোত্তমের সাধন ভজন ও পবিত্র জীবনের কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিত হইল। পুরুষোত্তম প্রভৃতি "নাগরাদ্বৈত" পরিবার বলিয়া চিহ্নিত হন

এবং তদ্বংশীয়রা গোস্বামী আখ্যা পান। একদা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে পুরুষোত্তম নদীয়ার অন্তর্গত মোহরপুরে যান। সেখানে এক জলাশয়ে কুম্ভীরের ভয় থাকা সত্ত্বেও স্নান করেন এবং কুম্ভীরকে নরবধ করিতে নিষেধ করেন। তদবধি কুম্ভীরের ভয় হইলে ঐ অঞ্চলে লোকে নাগর প্রভুর দোহাই দিয়া থাকে। এই প্রভাবে ঐ অঞ্চলে পুরুষোত্তমের বহু শিষ্য হয়। সে সব শিষ্যবংশ এখনও আছে। গোস্বামীরা প্রতি বৎসর সেখানে যান। পুরুষোত্তম শ্রীহট্ট হইতে গোপালপুরে আসিয়া ঝাকপালে তাহার নামীয় তালুকে গৃহ নির্ম্মান করেন. যমুনার কুলে ঝাকপাল হিজল গাছে পরিপূর্ণ জলাভূমি ছিল। পুরুষোত্তম অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান বাছিয়া তথায় গৃহ নির্ম্মান করেন। কিছুদিন পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দীঘি খননকালে ভূগর্ভ হইতে জগন্নাথ, নারায়ণ শিলা ও গণেশ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। এখন সেসব বিগ্রহের নিত্যপূজা ও রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পূর্বে ভেওতার জমিদার তারিনীশঙ্কর রায় উক্ত দীঘির সুন্দর সংস্কার সাধন করিয়া কীর্ত্তি রক্ষা করেন। পুরুষোত্তমের পুত্র রামনাথ উহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র উদয়চাঁদ উচ্চ সাধক ছিলেন। এখন এই বংশীয়েরা ঝাকপালে বাস করিতেছেন।

বংশ তালিকা—পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী (পত্নী পদ্মমণি দেবী) পুত্র ঈশান নাগর পুত্র পুরুষোত্তম, হরিবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ, পুরুষোত্তম পুত্র রামনাথ ও ঘনশ্যাম। রামনাথের পুত্র কৃষ্ণশরণ ও নয়নানন্দ। (নয়নানন্দ পুত্র বিনোদ চন্দ্র পুত্র নন্দকুমার পুত্র উদয়চাঁদ পুত্র প্যারীমোহন পুত্র মনোমোহন পুত্র লোকনাথ) কৃষ্ণশরণ পুত্র আনন্দ চন্দ্র ও নিমানন্দ (নিমানন্দ পুত্র মোহনচাঁদ পুত্র গৌরমোহন পুত্র জানকীমোহন পুত্র যোগীন্দ্রমোহন)। আনন্দচন্দ্র পুত্র গোপাল ও গোবিন্দ গোবিন্দ পুত্র স্বরূপচন্দ্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পুত্র যাদব চন্দ্র ও পতিত পাবন। (পতিত পাবন পুত্র রাখালরাজ ও জগদীশ) যাদবচন্দ্র পুত্র যোগেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র যোগেশচন্দ্র পুত্র যোগীন্দ্র চন্দ্র

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রকাশিত হইয়াছে

শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য্যের লীলাকাহিনী ও পূর্ব্বাবতার তত্ত্ব বিষয়ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থদ্বয়

১। অদ্বৈত মঙ্গল

অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য হরিচরণ দাস বিরচিত

২। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ

অদ্বৈতপ্রভুর জীবনকাহিনী সহ পূর্ব্বাবতার তত্ত্ববিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

অ। অদ্বৈত স্বরূপামৃত

(শ্রীকানুদেব গোস্বামী বিরচিত)

আ। অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা

(শ্রীদেবকীনন্দন দাস বিরচিত)

নামক প্রাচীন গ্রন্থদ্বয় পুঁথী হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

শ্রীলাদ্বৈত গুরুং বন্দে হরিণাদ্বৈতমেব তৎ।
প্রকাশিতং পরং ব্রহ্ম যোঽবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ হরিং ॥ ১ ॥
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরং কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকং।
প্রেমাব্ধিং সচ্চিদানন্দং সর্ব্বশক্তিশ্রিয়ং ভজে ॥ ২ ॥
শ্রীনিত্যানন্দরামংহি দয়ালুং প্রেম দীপকং।
গদাধরঞ্চ শ্রীবাসং বন্দে রাধেশসেবিনং ॥ ৩ ॥

গ্রন্থারম্ভ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দরাম ভক্তগণ সাথ ॥
কলি ঘোর পাপময় দেখি পঞ্চানন।
কৈছে জীব নিস্তারিমু ভাবে মনে মন ॥
তবে বহু বিচারিলা যোগমায়া সহ।
হরি বিনু জীব নিস্তারিতে নাহি কেহ ॥
এত কহি সদাশিব সদানন্দ চিত।
কারণ সমুদ্রতীরে হৈলা উপনীত ॥
যোগাসনে মহাযোগী যোগ আরম্ভিল।
যোগে সপ্তশত বৎসর অতীত হইল ॥
সেই ঘোর তপস্যাতে হঞা তুষ্ট মন।
জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু দিলা দরশন ॥
সাক্ষাৎকারে পঞ্চানন দেখি নারায়ণে।
বহুবিধ স্তুতি কৈলা না যায কথনে ॥
মহাবিষ্ণু কহে তুহু নহ আর কেহ।
তোর মোর এক আত্মা ভিন্নমাত্র দেহ ॥
এত কহি পঞ্চাননে কৈলা আলিঙ্গন।
দুইদেহ এক হৈল কে জানে তার মন ॥
অত্যাশ্চর্য্য হৈল এক শুন সর্ব্বজন।
শুদ্ধ স্বর্ণ বর্ণ অঙ্গ উজ্জ্বল বরণ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু ছাড়য়ে হুঙ্কার।
দৈববাণী হৈল তখন অতি চমৎকার ॥
শুন মহাবিষ্ণু তুমি এ হেন মূর্ত্তিতে।
অবতীর্ণ হও আগে ১ লাভার গর্ভেতে ॥

১। লাভার—লাভাদেবী অদ্বৈত প্রভুর মাতা। লাভাদেবীর বংশ পরিচয় বিষয়ে প্রেমবিলাস গ্রন্থের ২৪ বিলাসের বর্ণন—

"সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয়। পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আলয় ॥
তাঁর কন্যা লাভাদেবী পরমা সুন্দরী। কুবের আচার্য্য সহ বিয়া হৈল তারি ॥
লাউড় নিবাসী মহানন্দ বিপ্রবর। জননিল লাভাদেবী আসি তাঁর ঘর।"

পাছে মুই অবতীর্ণ হইমু নদীয়ায়।
শচী জগন্নাথ ঘরে দেখিবা আমায়॥
বলরাম আদি করি যত ভক্তগণ।
জীব উদ্ধারিতে সবে লভিবে জনম॥
এত শুনি ১ মহাবিষ্ণু শিবাভিন্ন হঞা।
২ শান্তিপুরে লাভাগর্ভে প্রবেশিল
গিঞা॥
লাভাদেবী তপস্বিনী সতী ধর্ম্মযুতা।
তর্ক পঞ্চানন কুবের আচার্য্য বনিতা॥
পূর্ব্বে ধনপতি কুবের শিব পুত্র লাগি।
বহু তপ জপ কৈলা হৈঞা অনুরাগী॥
তপে তুষ্ট হইয়া শিব তথাস্তু কহিলা।
তথি লাগি ধরায় কুবের জনমিলা॥
নাম তাঁর হৈল শ্রীমান্ কুবের আচার্য্য
ধর্ম্ম বিদ্যাবলে হৈলা সকলের পূজ্য॥
তান গুণ বর্ণিতে মোহর শক্তি নাই।
নৃসিংহ সন্ততি বলি লোকে যারে গায়॥
যেই নরসিংহ ৩ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়খ্য আরুওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল
৪ রাজা॥

১। মহাবিষ্ণু শিবাভিন্ন হঞা—মহাবিষ্ণু, গুণাবতার শঙ্কর, উজ্জ্বল সখা, পূর্ণতর কৃষ্ণ (বসুদেব নন্দন বাসুদেব), বিশাখা সখী ও সম্পূর্ণা মঞ্জরীর একত্র মিলনে অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব। (বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত অদ্বৈত বিষয়ক রচনাবলী দ্রষ্টব্য)।

২। শান্তিপুর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শান্তিপুর লোকালে যাইতে হয়।

৩। নাড়িয়াল—এতদ্বিষয়ে বাল্যলীলা সূত্র গ্রন্থের বর্ণন—নাড়ুলি গ্রামবাসাচ্চ নাড়ুলি গাঞি সংজ্ঞকঃ। নাড়ুলি গাঞি ভুক্ত বলিয়া অদ্বৈত প্রভুকে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব 'নাড়া' বলিয়া ডাকিতেন।

৪। গৌড়ে হৈল রাজা—রাজা গণেশের রাজত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে বাল্যলীলা সূত্র গ্রন্থের বর্ণন— গ্রহ পক্ষাক্ষি শশ ধৃতিমিতে শকে সুবুদ্ধিমান।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়েকচ্ছত্র ধৃগভূৎ॥

গ্রহ—৯, পক্ষ—২, অক্ষি ৩, শশধর—১, অর্থাৎ ১৩২৯ শকাব্দ (১৪০৭ খৃঃ) গণেশ সুলতান ইলিয়াস শাহের বংশীয় দ্বিতীয় শামস উদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করেন

যাঁর কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি।
লাউর প্রদেশে হয় যাঁহার বসতি ॥
সেই বংশ উদ্দীপক শ্রীকুবেরাচার্য্য।
রাজধানীতে ছিল তাঁর দ্বারপণ্ডিত কার্য্য ॥
বিবাহান্তে ক্রমে তাঁর বহু পুত্র হৈল।
পুত্রগণ মৈলে তার বিবেক হইল ॥
তবে গঙ্গাতীরে রম্যে শান্তিপুরে আইলা।
লাভা সহ কিছুদিন তাঁহা গোঙাইলা ॥
একদিন শ্রীকুবের তর্ক পঞ্চানন।
আকারে জানিলা লাভার গর্ভের লক্ষণ ॥

নারায়ণ পূজা কৈল নানা উপহারে।
ব্রাহ্মণ দরিদ্র অন্ধে তুষিলা আহারে ॥
হেনকালে রাজপত্রী কুবের পাইলা।
বনিতা সহিতে নিজ দেশেরে চলিলা ॥
লাউরেতে নবগ্রামে ছিল তাঁর বাস।
দিব্যসিংহ রাজার যাঁহা রাজত্ব বিলাস ॥
তবে কুবের ভার্য্যা সহ নবগ্রামে গেলা।
সেই গ্রামের লোক তাঁরে সম্মান করিলা ॥
বহুদিন পরে রাজা দেখি আচার্য্যেরে।
প্রণমি কুশল পুছে আনন্দ অন্তরে ॥
রাজা কহে কহ কহ তর্কপঞ্চানন।
মঙ্গল কাহিনী আর বিলম্ব কারণ।

তোমার সৎসঙ্গ মোর আনন্দের খনি।
তুয়া বিনু রাজ্যপাট শূন্য করি মানি ॥
আচার্য্য কহেন ভূপ তুহু দয়ানিধি।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দয়া কর নিরবধি ॥
গঙ্গাতীর পুণ্যভূমি অতি রম্যস্থান।
তাঁহা বাস হয় স্বর্গবাসের সমান ॥
তাঁহা হৈতে আসিবারে মনে নাহি ভায়।
তবে যে আইলুঁ চলি তোমার আজ্ঞায় ॥
ঈশ্বর কৃপায় পুন হৈল গর্ভাধান।
অদৃষ্টের ফল যেই হয় মূর্ত্তিমান ॥
রাজা কহে পুণ্যস্থানে হৈল গর্ভাধান।
মঙ্গল হইবে সত্য করি অনুমান ॥

পূর্ব্ব শোক পাসরিয়া ঈশ্বরেরে ডাক।
তাঁহার কৃপায় হৈব অপূর্ব্ব বালক ॥
এই মতে বহু কথা কহে দুইজন।
হেনকালে আইলা এক গণক ব্রাহ্মণ ॥
গণক কহে শুনহ পণ্ডিত মহাশয়।
দেবরূপী পুত্র পাইবা নাহিক সংশয় ॥
চিরজীবি হব সেই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা।
শুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিতে দেখি তার সত্তা ॥
এত কহি গণক সে হৈলা অন্তর্দ্ধান।
রাজা পিছে তল্লাসিয়া না পাইলা সন্ধান ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে কহে পরস্পর।
এই জন হৈব বুঝি দেব অবতার ॥

আচার্য্য হইলা তুষ্ট দৈবজ্ঞ বচনে।
ঘরে যাঞা সব তত্ত্ব কহে লাভাস্থানে॥
লাভা কহে ঈশ্বরের মহিমা অপার।
তাঁর দয়া হৈলে নাহি রহে দুঃখভার॥
ভক্তিভাবে বিষ্ণুপূজা করে যেই জন।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় কহে সাধুগণ॥
তাহা শুনি আচার্য্য বিশুদ্ধ জ্ঞানবান।
কহে প্রিয়ে এই সত্য বেদের প্রমাণ॥
বিষ্ণুর অর্চ্চনে হয় সর্ব্ব দেবার্চ্চন।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় খণ্ডে মায়ার বন্ধন॥
তবে কুবের ভক্তিভাবে নানা উপহারে।
মহা আড়ম্বরে নারায়ণ পূজা করে।
বিষ্ণুর প্রসাদ বিপ্রগণে ভুঞ্জাইলা।
অন্ধ আতুর অকিঞ্চনে বস্ত্র দান কৈলা॥
একদিন শুন এক অপূর্ব্ব কাহিনী।
রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখে লাভা ঠাকুরাণী॥
নিজ হৃৎকমলে দেখে হরিহর মূর্ত্তি।
তাঁর অঙ্গ কান্ত্যে সর্ব্বদিগ হয় স্ফূর্ত্তি॥
হরি সংকীর্ত্তন করে সুমধুর স্বরে।
বাহু তুলি নাচে কান্দে বাহ্য নাহি স্ফুরে॥
১ হরে কৃষ্ণ বলি তেঁহ করয়ে হুঙ্কার।
তাহা শুনি আইলা তথি সূর্য্যের কুমার॥

১। হরেকৃষ্ণ—হরেকৃষ্ণ নামের ক্রম বিষয়ে সনৎকুমার সংহিতার বর্ণন—

হরেকৃষ্ণৌদ্বিরাবৃত্তৌ কৃষ্ণতাদৃক তথ্য হরে।
হরে রাম তথা রাম তথা তাদৃগ হরে মনুঃ॥

এই হরেকৃষ্ণ নামের উৎপত্তি বিষয়ে শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্য দাস বিরচিত চৈতন্য কারিকা গ্রন্থের বর্ণন—

কদাচিদ্বিরহে ক্ষিপ্তা ধ্যায়ন্তি প্রিয় সঙ্গমং।
বৃষভানু সুতাদেবী জল্পন্তীদং মুহু মুহুঃ॥

যেকালে শ্রীকৃষ্ণ গেলা মথুরা নগরে। বিচ্ছেদে কাতরা রাধা হরিনাম স্মরে॥
ষোল নাম বত্রিশাক্ষর মাধুর্য্য ভাণ্ডার। এই নাম স্মরে নেত্রে বহে জলধার॥
সেই ধারার ভাবকান্তি করিয়া ধারণ। এই নাম জপিয়া গৌরাঙ্গ উচাটন।

নাম মহিমা বর্ণনে চৈতন্য চরিতামৃতে অন্তের ৭ পরিচ্ছেদের বর্ণধ—

প্রভু কহে কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥

শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলা রস মাধুর্য্যের মূর্ত্ত প্রতীক এই 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র নাম।

যমরাজ আসি দেখে রূপের মাধুরী ।
হরিহর এক অঙ্গ যৈছে হর গৌরী ॥
কোটী সূর্য্য জিনি অঙ্গকান্তি মনোহর ।
ঐছে রূপ বর্ণিবারে কেবা শক্তিধর ॥
মুখে হরেকৃষ্ণ অঙ্গে পুলক উদ্গম ।
অশ্রুধারা বহে সদা সুরধুনী সম ॥
বিশুদ্ধ প্রেমেতে তান ডগমগ অঙ্গ ।
ক্ষণে নৃত্য করে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥
এই অলৌকিক ভাব করি দরশন ।
অষ্টাঙ্গেতে প্রণমিলা তপননন্দন ॥
বহুবিধ স্তব কৈলা না যায় কথন ।
করযোড়ে কহে তবে মধুর বচন ॥
শুন প্রভু এ তামস কলিযুগ হয় ।
ইথে তুয়া অবতার আশ্চর্য্য বিষয় ॥
তোমা দরশনে পাপী পাইবে পরিত্রাণ ।
মোর অধিকার তবে হইবে নির্ব্বাণ ॥
অতএব প্রভু তুহুঁ হও অপ্রকট ।
নিজ দাসে দয়া করি ঘুচাও সঙ্কট ॥
শুনি প্রভু ঈষৎ হাসিয়া কহে যমে ।
স্থির হও ধর্ম্মরাজ পড়িয়াছ ভ্রমে ॥
পাপীর যে ঘোর দুঃখ না কর সন্ধান ।
পর দুঃখে দুঃখী হয় সাধু জ্ঞানবান ॥
যদি কহ জীব আত্মকর্ম্ম ভোগ করে ।
কর্ম্মবন্ধ নাশিবারে কেবা শক্তি ধরে ॥
মায়াবৃত জীব নিজ হিত নাহি জানে ।
তুচ্ছ বাহ্যেন্দ্রিয় সুখে হিত করি মানে ॥
রোগী যৈছে কুপথ্য ভুঞ্জিয়া দুঃখ পায় ।
তৈছে সংসারাসক্তের কর্ম্মবন্ধ হয় ॥
বিশেষ কলিতে জীব স্বেচ্ছাচার করি ।
ঘোর দুঃখ দাবাগ্নিতে যায় গড়াগড়ি ॥
জীবের অসহ্য ক্লেশ দেখি মোর মন ।
ধৈরজ না ধরে শেষে করিলুঁ এই পণ ॥
কর্ম্মবন্ধ বিনাশক যেই মহামন্ত্র ।
শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি উৎপাদক যন্ত্র ॥
সেই চিন্ময় হরিনাম জীবে শিখাইয়া ।
পাপীগণে উদ্ধারিমু শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
তথি লাগি মুঞি এবে লভিনু জনম ।
ধন্য কলিযুগ বলি গাইব সাধুগণ ॥
আর এক সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা মোর হয় ।
স্বয়ং ভগবানে প্রকট করিমু নিশ্চয় ॥
সাঙ্গোপাঙ্গে মহাপ্রভু হৈব অবতীর্ণ ।
শুদ্ধ প্রেমবন্যায় দেশ হৈবে পরিপূর্ণ ॥
ইথেহ না ঘুচিবেক তুয়া অধিকার ।
নিন্দক পাষণ্ডিগণ না হৈবে উদ্ধার ॥
এত শুনি যমরাজ নিজঠাঞি গেলা ।
স্বপ্ন ভাঙ্গি লাভাদেবী জাগিয়া বসিলা ॥
অদ্ভুত স্বপনকথা পণ্ডিতে কহিলা ।
শুনিয়া আচার্য্য মনে বিস্ময় মানিলা ॥
তবে সাধ্বী লাভাদেবীর দশমাস গেলা ।
১ মাঘী সপ্তমীতে প্রভু প্রকট হইলা ॥
শুভদিনে স্নানদান করে হরিধ্বনি ।
হুলু হুলুধ্বনি করে যতেক রমণী ॥

সাধুর হৃদয়ে গাঢ় আনন্দ বাড়িল।
কি হেতু আনন্দ তাহা নাহি সমঝিল॥
যথাকালে কুবের জ্যোতিষী আনাইলা।
কমলাক্ষ নাম তান বাছিয়া রাখিলা॥
পঞ্চম বৎসরে প্রভুর দেখ চমৎকার।
শ্রীকৃষ্ণনৈবেদ্য বিনু না করে আহার॥
শুভক্ষণে দ্বিজরাজ হাতে খড়ি দিল।
একমাসে বর্ণজ্ঞান প্রভুর হইল॥
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দরাম ভক্তগণ সাথ।
২ শ্রীলাউড় ধাম কারণরত্নাকর হয়।
যাঁহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলোদয়॥
একদিন শুন এক অপূর্ব্ব আখ্যান।
পুত্র কোলে করি লাভা করিল শয়ান॥
রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখে অতি চমৎকার।
নিজকোলে পুত্র যেই সেই শিবাধার।
চতুর্ভূজ শঙ্খ পদ্ম চক্র গদাধর।
শুক্লবর্ণ মহাবিষ্ণু দেব অগোচর।
শরচ্চন্দ্র প্রভা সম তাঁর অঙ্গকান্তি।
দেখিলে ত্রিতাপ হরে লভ্য হয় শান্তি॥
সেই অলৌকিক মূর্ত্তি দেখি লাভাসতী।
অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া প্রণতি॥
করপুটে ভক্তিভাবে নানা স্তুতি করে।
প্রভু কহে কিবা লাগি স্তুতি কর মোরে॥
লাভা কহে দেহ তুয়া শ্রীচরণোদক।
প্রভু কহে গুরু হয় জননী জনক।
লাভা কহে তুহুঁ জগৎগুরু সদাশিব।
ঘটে ঘটে আছ নিত্য হঞা বহু জীব॥
তুমি জগতের মূল কেবা তব মাতা।
স্বয়ং মহাবিষ্ণু তুহুঁ জগতের পিতা॥

১। মাঘী পূর্ণিমা—অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব বিষয়ে বাল্যলীলা সূত্র গ্রন্থের বর্ণন-

শাকে রস প্রাণ গুণেন্দুমানে শ্রীলাউড়ে পুণ্যতমেঽথমাঘে।
শ্রীসপ্তমী পুণ্য তিথৌসিতেঽভূদদ্বৈত চন্দ্রঃ কৃপায়ারিবাসীৎ॥

রস—৬, প্রাণ ৫, গুণ—৩, ইন্দু—১, অর্থাৎ ১৩৫৬ শকাব্দে (১৪৩৫ খৃঃ) মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমী তিথিতে অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব।

২। শ্রীলাউড় ধাম—লাউড় ধাম বর্ত্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত। লাউড়ের নবগ্রাম অদ্বৈত প্রভুর প্রকটভূমি।

কোটী কোটী তীর্থ আছে তব রাঙ্গা পা'য়।
তুয়া পদামৃত পানে জীব যে মোক্ষ পায়॥
অতএব পাদোদক দেহ প্রভু মোরে।
প্রভু কহে ঐছে বাত না কহ পুনর্বারে॥
কহ যদি আনি দিব সর্ব্ব তীর্থগণ।
স্নান পান করি কর ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন॥
এ হেন অদ্ভুত স্বপ্ন করি দরশন।
জাগিয়া বসিলা লাভা স্মরি নারায়ণ॥
কহে কি আশ্চর্য্য আজি দেখিনু স্বপনে।
প্রভাতে স্বপন সত্য জ্যোতিষ প্রমাণে॥
প্রভু উঠি কহে মাতা কিবা কহ তুমি।
লাভা কহে স্বপ্ন এক দেখিয়াছি আমি॥
প্রভু কহে কি দেখিলা কহনা জননী।
লাভা কহে কিবা কাজ শুনি সে কাহিনী॥
প্রভু কহে সত্য করি বলহ স্বপন।
না কহিলে না করিমু নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
লাভা কহে বাছারে তুই অবোধ বালক।
সে কথা শুনিলে তোর কি ফলদায়ক॥
এত কহি অপরূপ স্বপ্ন বিবরণ।
আদ্যোপান্তে কহি কৈলা অশ্রু বিসর্জন॥
প্রভু কহে মাতা মুই করিলুঁ এই পণ।
সর্ব্বতীর্থ আনি হেথায় করিমু স্থাপন॥
শুনি শিহরিয়া কহে লাভা ঠাকুরাণী।
তা হইলে বাছা স্বপ্ন করি মানি॥

প্রভু কহে আজি নিশায় আসিব সর্ব্বতীর্থ।
কালি স্নান করি সিদ্ধ করিহ সর্ব্বার্থ॥
লাভা কহে এই কথা কে করে প্রত্যয়।
প্রভু কহে এই কথা সত্য সত্য হয়॥
তবে নিশাকালে প্রভু করিয়া মনন।
যোগে সর্ব্বতীর্থগণে কৈল আকর্ষণ॥
যৈছে লৌহগতি অয়স্কান্ত আকর্ষণে।
তৈছে তীর্থগণ আইলা ঈশ্বর স্মরণে॥
মূর্ত্তিমতী শ্রীযমুনা গঙ্গা আদি তীর্থ।
প্রভুরে পূজিয়া সবে হইলা কৃতার্থ॥
তেঁহো তীর্থগণে করি বিধেয় সৎকার।
শ্রীযমুনা পাদপদ্মে কৈলা নমস্কার॥
তীর্থগণ কহে প্রভু বোলাইলা কেনে।
প্রভু কহে এই শৈলে কর অবস্থানে॥
তীর্থগণ কহে ইহা যদি করি বাস।
বহুপুণ্য স্থানের মহিমা হয় নাশ॥
প্রভু কহে মোর বাক্য না হৈব অন্যথা॥
আসিবা বৎসরে একদিন সবে হেথা।
তীর্থগণ কহে প্রভু করহ নির্ণয়।
কোন দিন এ পর্ব্বতে হইব উদয়॥
প্রভু কৈল মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী যোগে।
সকলে আসিবা পণ কর মোর আগে॥
তীর্থগণ কহে মোরা সত্য কৈলুঁ পণ।
তব শ্রীমুখের আজ্ঞা না হব লঙ্ঘন॥

১ তদবধি পণাতীর্থ হৈল তার নাম।
পানাবগাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম।
প্রভু কহে তীর্থগন যাহ শৈলোপরে।
ঝরণারূপে রহ মোর বাক্য অনুসারে॥
তীর্থগণ প্রভু আজ্ঞা করিঞা স্বীকার।
পর্ব্বত উপরে যাঞা করিলা বিহার॥
প্রভাতে অদ্বৈতচন্দ্র কহে জননীরে।
সর্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হৈল শৈলোপরে।
লাভা কহে কৈছে মুঞি করিমু প্রত্যয়।
প্রভু কহে অত্যাশ্চর্য্য দেখিবা নিশ্চয়॥
এত বলি জননীরে সঙ্গে করি গেলা।
পর্ব্বতের পাশে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইলা॥
উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিবা মাত্রেতে।
ঝর ঝর তীর্থজল লাগিল ঝরিতে।
প্রভু কহে দেখ মাতা সদা জল ঝরে।
শঙ্খ আদি ধ্বনি কৈলে বহু জল পড়ে॥
ঐ দেখহ শ্রীযমুনা শ্যামরসাম্বুতে।
মেঘ সম তুয়া অঙ্গ হৈল আচ্ছাদিতে॥
উলটি ঐ দেখ গঙ্গা স্ফটিক নিন্দিয়া।
পুণ্যামৃত জলে তোহে ফেলিল ঢাকিয়া॥
পুন দেখ রক্ত পীত আদি পুণ্যজল।
তব শিরে পড়িতেছে করি কল কল॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া লাভা নমস্কার কৈলা।
ভক্তি করি স্নান দানাদিক সমর্পিলা॥
তদবধি পণ্যতীর্থ হইল বিখ্যাত।
বারুণী যোগেতে স্নান বহু ফলপ্রদ॥
তবে কমলাক্ষে শ্রীকুবের অতি রঙ্গে।
পড়িবারে দিলা রাজকুঙরের সঙ্গে॥
শ্রুতিধর প্রভু পড়ে কলাপ ব্যাকরণ।
দৃষ্টিমাত্র শিখে সূত্র অর্থ বিবরণ॥
তিন বৎসরেতে গ্রন্থ সমাপ্ত করিলা।
সবে কহে দৈববিদ্যা কমলাক্ষ পাইলা॥
এ হেন সময়ে শুন এক চমৎকার।
কমলাক্ষ সহ দিব্যসিংহের কুমার॥
শিলাময়ী কালিকার মণ্ডপেতে গেলা।
ভক্তি করি দেবীর আগে প্রনাম করিলা॥
প্রভুপাদ দেখে কালীমূর্ত্তির মাধুর্য্য।
রাজপুত্র কহে প্রণাম করহ আচার্য্য॥
প্রভু তাহা নাহি শুনে রহে দাঁড়াইয়া।
রাজপুত্র নিন্দে তাঁরে কোপ প্রকাশিয়া॥

১ পনাতীর্থ – বর্ত্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায়— অদ্বৈত প্রভুর জন্মভূমির সন্নিকটে অবস্থিত সুনামগঞ্জ সাবডিভিশনের লাউড় পরগণার একটি প্রস্রবন। অদ্বৈত কর্ত্তৃক মায়ের অভিলাষ পূর্ণের জন্য 'পণ' এবং তীর্থগণের মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী (বারুণী) তিথি আবির্ভূত হইবার 'পণ' করার কারণেই পানাতীর্থের প্রসিদ্ধি।

প্রভু রজঃ স্বীকারিয়া হুঙ্কার করিলা।
রাজসুত মূর্চ্ছা হই ভূমিতে পড়িলা॥
হায় হায় করি সব রাজদূত ধায়।
শীঘ্রগতি দিব্যসিংহ রাজারে জানায়॥
অকস্মাৎ শুনি রাজা সাংঘাতিক কথা।
মন্ত্রিবর্গ সহ গেলা পুত্র আছে যথা॥
এথা প্রভু কমলাক্ষ লোক ব্যবহারে।
পালাইয়া রহিলা উই-পোতার মাঝারে॥
মৃত সুত দেখি রাজা করে হায় হায়।
কমলাক্ষে চাহিতে কুবের উঠি ধায়॥
বহু অন্বেষিয়া তবে প্রভুকে পাইলা।
দেবীর বাটীতে আসি উপনীত হৈলা॥
রাজা কহে কমলাক্ষ তুমি দ্বিজরাজ।
কি লাগি কৈলা এই সাংঘাতিক কাজ॥
লজ্জা পাঞা প্রভু কৈল ইহ মরে নাই।
আছয়ে মূর্চ্ছিত হঞা এখনি জীয়াই॥
এত কহি নারায়ণের শ্রীচরণামৃতে।
অভিষিক্ত করি জীয়াইলা রাজসুতে॥
শ্রীহরির পদামৃতের অলৌকিক শক্তি।
মাহাত্ম্য না জানে তারা ব্রহ্মা উমাপতি॥
তীর্থস্নান দর্শনেতে যেই ফলোদয়।
বিষ্ণু পাদোদক স্মৃতিমাত্রে তাহা পায়॥
সজীব দেখিয়া পুত্রে রাজা হর্ষমনে।
তুষিলা দরিদ্রে আর দ্বিজে বহুধনে॥
সবে কহে মঙ্গল হইল ভাল ভাল।
শ্রীকুবের ভাবে গেল মহত জঞ্জাল॥
তবে কুবের তর্কপঞ্চানন জ্ঞানবান।
শুভদিনে পুত্রে কৈলা যজ্ঞসূত্র দান॥

পৌগণ্ড বয়সে হৈল দ্বিজাতি সংস্কার।
প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি হৈল অতি চমৎকার॥
শ্রীঅদ্বৈত পড়ে তবে সাহিত্যাভিধান।
অলঙ্কার জ্যোতিষাদি কৈল সমাধান॥
একদিন শুন এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত।
দীপান্বিতা দিনে হৈল উৎসব একান্ত॥
দেশের সকল লোক ভদ্র নীচ যত
দেবীর বাটীতে আসি হৈল উপনীত॥
নানা নৃত্যগীত হৈল পূর্ব্ব ব্যবহারে।
প্রভু বসিলেন আসি সভার ভিতরে॥
রাজা কহে কমলাক্ষ এ-কি ব্যবহার।
কালিকা না প্রণমিলা কিভাব তোমার॥
প্রভু কহে পরংব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান।
তিঁহো মোর সাধ্যবস্তু নহে কেহ আন॥
নানামতে যেই যায় তার বিড়ম্বনা।
বিজ্ঞজনে এক ইষ্ট করয়ে ভাবনা॥
পুত্রের কবিত্ব শুনি তর্কপঞ্চানন।
রাজপক্ষ হঞা কৈলা বিচার পত্তন॥
অহে কমলাক্ষ তুমি না পাইলা অন্ত।
এক ব্রহ্মে নানারূপ বেদের সিদ্ধান্ত॥
দেবদেবী দ্বেষ সেহি মহাপাপকর।
পূজিবে দেবতা সবে হইয়া তৎপর॥
ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সাক্ষান্নারায়ণ।
সীতা উদ্ধারিতে কৈলা দেবীর পূজন॥
জগন্মাতা ভগবতী অতি দয়াবতী।
তাঁরে ভক্তি মুক্তি পায় যত জ্ঞানীব্রতী॥
অতএব কালীমায়ে করহ প্রণাম।
না রহিবে বিপদ সিদ্ধ হবে মনস্কাম॥

প্রভু কহে শুন পিতা না করিও রোষ।
একনিষ্ঠ না হইলে হয় বহু দোষ॥
যৈছে বৃক্ষমূল জল করিলে সেচন।
শাখাপল্লবাদ্যে হয় তৃপ্তির সাধন॥
তৈছে সর্ব্ব দেবদেবীর মূল নারায়ণে।
পূজিলে সকল পূজা হয় সমাধানে॥
বিষ্ণুমায়া ভগবতী বহিরঙ্গা বলে।
যাঁহার মায়াতে জীব তত্ত্বজ্ঞান ভুলে॥
প্রাণিহিংসা যজ্ঞে যেই হয় উল্লাসিত।
সে দেবীর উপাসনা না হয় উচিত॥
তেঁহো যদি জগন্মাতা জগৎ তাঁর পুত্র।
সন্তান বধিতে কিবা আছে যুক্তিশাস্ত্র॥
কুবের কহে কুতর্ক বাদেতে কিবা ফল।
দেবীর নিন্দনে ফল হয় অমঙ্গল।
যৈছে রাজা বিচারিয়া পাপীর শাস্তি করে।
সাধুগণে সুখ দেয় ধর্ম্ম অনুসারে।
তৈছে দেবী সাধকেরে মুক্তি দান করে।
সাধারণ জীবে ডুবায় মায়া রত্নাকরে।
যজ্ঞার্থে পশুর বধ সেহ নহে হিংসা।
মুক্ত হঞা স্বর্গে যায় পাইয়া প্রশংসা॥
প্রভু কৈল অনায়াস সিদ্ধোপায় সত্ত্বে।
কেনে কষ্ট পায় পিতৃ মাতৃ উদ্ধারিতে॥

হেনমতে পিতাপুত্রে বহু তর্ক কৈল।
সভাসহ সমস্ত লোক বিস্ময় মানিল॥
সর্ব্বারাধ্য মহাগুরু পিতৃদেব হন।
তাঁর সম্মান লাগি প্রভু হৈলা নির্বাচন।
প্রভু কহে পিতা মম অপরাধ ক্ষম।
এখনি দেবীরে মুঞি করিমু প্রণাম॥
এত কহি দেবীর আগে কৈলা নমস্কার।
হেনকালে হৈল এক অতি চমৎকার।
দেবী অন্তর্দ্ধানে সেই প্রতিমা ফাটিল।
তাহা দেখি লোক সব বিস্মিত হইল॥
ইহার কারণ সেই প্রতিমা চেতনা।
নিজ প্রভু দেখি ঐছে করিলা ঘটনা॥
রাজা আর মন্ত্রীবর্গ কুবের আচার্য্য।
স্তব্ধ হৈলা হঠাৎ দেখি পরম আশ্চর্য্য॥
তবে প্রভু কমলাক্ষ হরি হররূপী।
অন্তর্হিত হইলেন গৌরলীলা জপি।
দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম শান্তিপুরে গেলা।
ষড়দর্শন শাস্ত্র ক্রমে পড়িতে লাগিলা॥
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ। ৭॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে দ্বিতীয়োধ্যায়॥

তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ।
একদিন প্রভু এক পত্রিকা লিখিয়া।
শ্রীলাউড় ধামে লোক দিলা পাঠাইয়া॥

এথা শ্রীকুবেরাচার্য্য অতি দুঃখ মনে।
পুত্র অদর্শনে বহু কৈলা অন্বেষণে॥
খুঁজিয়া না পাঞা চক্ষে বহে অশ্রুধার।

হা গোপাল কি করিলা কহে বার বার ॥
তবে কৃষ্ণ কৃপায় তিহোঁ কিছু সুস্থ হৈলা।
দুঃখিত হইয়া নিজ গৃহে গেলা ॥
পুত্র অদর্শনে লাভা হাহাকার করি।
ইতি উতি ধায় ক্ষণেক যায় গড়াগড়ি ॥
অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহে দুনয়নে।
উন্মাদিনী সম অসম্বন্ধ প্রশ্ন ভণে ॥
জড়ভাব হঞা ক্ষণে হয় মৃতাকার।
আচার্য্য সান্ত্বনা কৈলা বিবিধ প্রকার ॥
কুবের কহে ভগবানে নাহি অবিচার ॥
যাঁর সত্ত্বের বস্তু তারে দেয় পনর্ব্বার ॥
হরি পাদপদ্মে মতি সেই সর্ব্বোত্তম।
মায়িক দেহে আত্মবুদ্ধি সেই নরাধম ॥
সাংসারিক সুখ আছে দুঃখের ভাণ্ডার।
যৈছে সুখস্পর্শ সর্প কালকূট ধার।
শ্রীহরিভজন ক্লেশে নিত্যানন্দের খনি।
মহৌষধির শক্তি যৈছে আনন্দদায়িনী ॥
হেনমতে বহু উপদেশ বাক্য শুনি।
কিঞ্চিৎ সুস্থির হৈলা লাভাঠাকুরাণী ॥
তবে দুঃখে নিশাকালে বিষ্ণুগৃহে গিয়া।
অনাহারে শ্রীকুবের রহিলা শুতিয়া।
প্রত্যুষে গোপাল তাঁরে স্বপনে কহিলা।
কুশল তোমার পুত্র গঙ্গাতীরে গেলা ॥
কমলাক্ষ নর নহে ভক্ত অবতার।
দিন কত পর তার আসিবে কিঙ্কর ॥

লাভারে কহিলা দ্বিজ স্বপ্ন বিবরণ।
প্রভুর ভবিষ্যৎ বাক্যে সুস্থ কৈলা মন ॥
একদিন কমলাক্ষের পত্রিকা পাইলা।
আচার্য্য আর লাভা দোঁহে আনন্দিত হৈলা ॥
কুবের কহে হেথা থাকি কিবা আর ফল ॥
গঙ্গাতীরে যাও যাঁহা পাও মোক্ষফল ॥
লাভা কহে মোহর মনের ঐছে সে ভাব।
তাঁহাশ্রি করিমু বাস যাবৎ মোরা জীব ॥
দম্পতি চলিলা তবে তরী আরোহিয়া
শান্তিপুর গ্রামে আইলা আনন্দিত হৈয়া ॥
পিতামাতা দেখি প্রভু ধাঞা চলি আইলা।
ভক্তি করি দোঁহার চরণে প্রণমিলা ॥
প্রভারে ধরিয়া দোঁহে কৈলা আলিঙ্গন।
মস্তক চুম্বিয়া কৈল আশীষ বচন ॥
লাভা কহে বাছারে তো বিনু মোর প্রাণ।
জীবন্মৃত জলহীন মীনের সমান।
কুবের কহে বাছা কিবা করিলা পঠন।
প্রভু কহে ষড়দর্শন সমাপ্তোপক্রম।
কুবের কহে পড় এবে বেদ চারিখান।
অবশ্য পাইবা তাতে ব্রহ্মানুসন্ধান।

প্রভু কহে পড়িতে যাইব ১ পূর্ব্ববাটী।
বেদান্ত বাগীশ শান্ত দ্বিজবরের বাটী॥
শ্রমানুসারিণী বিদ্যা সংযুক্তি সঙ্গত॥
ত্বরিতে তাহাঞি যাহ লিখিও কুশল।
অবাধে করিহ পাঠ হইব মঙ্গল॥
তবে প্রভু পিতামাতার পদে প্রণমিয়া।
চলিলা শ্রীহরি স্মরি পুঁথি সঙ্গে লৈয়া॥
পূর্ণবাটি গ্রামে শীঘ্রগতি উত্তরিলা।
২ শান্তমূর্ত্তি শান্ত দ্বিজবরে প্রণমিলা॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি দ্বিজের বিস্ময়।
আশীর্ব্বাদ করি তবে কৈল পরিচয়॥
তাঁর সহ দ্বিজবর শাস্ত্র আলাপিয়া।
প্রশংসা করিলা বহু হরষিত হৈয়া॥
দ্বিজ কহে পড় বাছা যাহা লয় মনে।
তাঁর ঠাঁঞি প্রভু দেব কৈলা অধ্যয়নে।
মনুষ্য লীলাতে প্রভু শ্রুতিধর হয়।
বর্ষ দ্বয়ে বেদশাস্ত্র পড়ে সমুদয়॥
একদিন শুন এক অদ্ভুত কথন।
স্নানে গেলা শান্তদ্বিজ লঞা ছাত্রগণ॥
গঙ্গাসহ লগ্ন আছে বড় এক বিল।
কণ্টকাদি হয় তঁহি অগাধ সলিল॥
তার মাঝে এক পদ্ম দেখিতে সুন্দর।
তার সদ্গন্ধে পূর্ণ দিগ দিগন্তর।
কালসর্পগণ তাঁহা করয়ে বিহার।
সেই পদ্ম আনিবারে শকতি কাহার॥

১—পূর্ণবাটী—পূর্ণবাটীই (ফুল্লবাটী) হইতে ফুলিয়া নামে পরিচিত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। এতদ্বিষয়ে অদ্বৈত মঙ্গলের বর্ণন—

ফুল্লবাটী গ্রাম হয় শান্তিপুর সমীপে। শান্ত নামে বিপ্র রহে বিদ্যার প্রতাপে॥

তথাহি—প্রেমবিলাসে—

শান্তিপুর নিকট ফুল্লবাটি গ্রাম। শান্তাচার্য্য নামে এক পণ্ডিত মহোত্তম॥

লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ রাজত্ব ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করতঃ অদ্বৈত সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গঙ্গার সমীপে পুষ্পোদ্যান করিয়া তথায় তপস্যা করায় ফুল্লবাটি নাম সৃষ্টি হয়। অদ্বৈত প্রভু ঐ পুষ্পোদ্যানের পুষ্প লইয়া গঙ্গা জলে গৌর আবির্ভাব কারণে পূজা করিতেন। এতদ্বিষয়ে অদ্বৈত মঙ্গলের বর্ণন—

ফুল্লবাটি গ্রাম হয় প্রভুর পুষ্পোদ্যান। স্থলকমল নিত্য আইসে হইয়ে যেন জ্ঞান॥
কৃষ্ণদাস আনি ধরে প্রভুর দক্ষিণে। একে একে ধরি প্রভু দেন গঙ্গাজলে॥

এই প্রমাণে ফুল্লবাটি ও পূর্ণবাটিকে এক বলিয়া অনুমান করা যায়।

২—শান্তদ্বিজ—শান্তদ্বিজের পরিচিতি বিষয়ক অন্য কোন তথ্য জানা যায় না।

বেদান্তবাগীশ হাসি কহে ছাত্রগণে।
কেবা শক্তি ধরে এই কমল চয়নে॥
পড়ুয়াগণে কহে আনিবারে সাধ্য
নাঞি।
প্রভু কহে আজ্ঞা পাইলে মুই না
ডরাঞি॥
দ্বিজ কহে কণ্টক ইবে আর আছে সর্প।
এত সুদুর্গমে যাইতে না করিহ দর্প॥
এত শুনি প্রভু মনে ঈষদ হাসিয়া।
পদ্মে পদ্মে পদ দিয়া চলিলা ধাঞিয়া॥
সেই প্রফুল্লিত পদ্ম করিয়া চয়ন।
ভক্তি করি গুরুদেবে করিলা অর্পণ॥
ভোজবিদ্যা কহে দেখিয়া আশ্চর্য্য।
দ্বিজ ভাবে ধন্য মুঞি ইহার আচার্য্য॥
নির্জ্জনে প্রভুরে কহে শান্ত দ্বিজরাজ।
কৈছে বাপু কৈল এই অলৌকিক কাজ।
বিদ্যার প্রভাবে কিবা কৈলা দৈববলে।
কিবা তুহু কোন দেব আইলা ভূতলে॥
নিত্য করি কহ মুঞি হঙ গুরুজন।
প্রভু কহে হরির অংশ এ তিন ভুবন॥
শুদ্ধ চিত্তে যেইজন কৃষ্ণগত হয়।
অষ্টসিদ্ধি আসি তার লয় পদাশ্রয়॥
তবে শান্ত বেদান্তবাগীশ দ্বিজমণি।
প্রভু মুখে সুসিদ্ধান্ত গুহ্যতত্ত্ব শুনি॥
জীবশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে সে ব্যাখ্যান।
প্রভুরে ঈশ্বর বলি কৈলা অনুমান॥
একদিন কমলাক্ষ কহে আচার্য্যেরে।
তুষ্ট হঞা আজ্ঞা কর যাঙ নিজঘরে॥
শম্ভু কহে তাঁহার নাম বেদ পঞ্চানন।
তোরে বিদায় দিতে হয় চিত্ত উচাটন॥
একান্তই যদি যাইবে এই ভিক্ষা চাঙ।
ইচ্ছামাত্র তোরে যেন দেখিবারে পাঙ॥
প্রভু তবে আচার্য্যেরে দণ্ডবৎ কৈলা।
আচার্য্য তাহাকে ধরি কাঁদিতে
লাগিলা॥
ছাত্রগণ কান্দে আর কান্দে আচার্য্যাণী।
প্রভু সভে প্রবোধিয়া কহে মিষ্টবাণী॥
মোহর কারণে সবে খেদ না করিহ।
ফিরি ফিরি দেখাইবে ভুলিও না স্নেহ॥
এত কহি প্রভু হইলেন অন্তর্দ্ধান।
সবে ইতি উতি ধাঞা না পাইল
সন্ধান॥
প্রভু আসি জননী জনকে প্রণমিঞা।
বহুস্তুতি কৈলা গাঢ়ভক্তি প্রকাশিঞা॥
পুত্র দেখি দোঁহে মহা আনন্দিত হৈলা।
শিরে চুম্ব দিয়া বহু আশীর্বাদ কৈলা॥
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥

পিতৃ মাতৃ সেবায় প্রভু নিযুক্ত হইলা
আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিতে
লাগিলা।
হেনমতে এক বৎসর হইল অতীত।
প্রভুর সেবাতে দোঁহে হৈলা আনন্দিত।
একদিন কমলাক্ষে কুবের কহিল।
পিতৃমাতৃ সেবা তুহুঁ যথেষ্ট করিলা॥
আয়ুর্বৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি যশোবৃদ্ধি হয়
যেই জন মাতাপিতায় ভক্তিতে সেবয়॥
এর এক শুন বাছা নিগূঢ় বৃত্তান্ত।
নব্বই বরষ মোর হৈল অতিক্রান্ত।
তুয়া জননীর বয়ঃ এই পরিমাণ।
তুরিতে আসিবে এক পুষ্পক বিমান॥
এ সংসারে মো দোঁহার হৈলে অদর্শন
গদাধরে পদে পিণ্ড করিহ অর্পণ॥
কহিতেই আইল দিব্যরথ শূন্যচর।
জ্ঞানচক্ষের দৃশ্য চর্ম্মচক্ষের অগোচর॥
তাহে চড়ি গেলা দোঁহে বৈকুণ্ঠভুবনে।
হরিধ্বনি করে প্রভু গভীর গর্জ্জনে।
লোকাচারে শ্রীঅদ্বৈত খেদ প্রকাশিলা।
যথাবিধি ক্রিয়াকলাপ সমাপ্ত করিলা।
তবে পিতৃবাক্য সঙরিয়া লাভাপুত্র।
গয়াধামে গেলা যাহা হয় বিষ্ণুক্ষেত্র॥
গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান কৈলা।
দিনকত পিতৃকার্য্যে তাঁহা গোঙাইলা।
তবে প্রভু ভাবে এবে যামু নাভিগয়া।
যদি শ্রীপুরুষোত্তম মোরে করে দয়া।

তবে শ্রীপুরুষোত্তমে প্রভুর গমন।
রেমুনাথে গোপীনাথে কৈলা দরশন।
শ্রীমূর্ত্তির মাধুর্য্য দেখি প্রেমে হৈলা
ভোর।
ক্ষণে হাসে কান্দে নাচে কভু দেয়
লোড়।
বহুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈলা।
গোপীনাথে প্রণমিয়া স্তবন করিলা॥
তবে চলি নাভিগয়াতে আইলা।
পিতৃপিণ্ড দিয়া প্রভু কৃতার্থ মানিলা॥
তবে চলি গেলা শ্রীপুরীর অভ্যন্তরে।
যঁহা জগন্নাথ রাম সুভদ্রা বিহরে॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি বহু করিলা স্তবন।
জগন্নাথে কৃষ্ণমূর্ত্তি হইল স্ফুরণ॥
দেখিতে দেখিতে প্রভুর প্রেম উথলিল।
হা হা প্রাণনাথ বলি মূর্চ্ছিত রইল।
কতক্ষণে শ্রীচৈতন্য চেতন পাইলা।
কৃষ্ণধন পাইলু বলি হুহুঙ্কার কৈলা।
উদ্দণ্ড করয়ে নৃত্য না কথন।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে উচ্চ করয়ে ক্রন্দন।
মহাভাবাবেশে প্রভুর দিবারাত্র গেল।
অরুণোদয়েতে তাঁর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল॥
তবে প্রভু তীর্থরাজে করি স্নান কেলি।
মহাপ্রসাদান্ন পাঞা হৈলা কুতূহলী।
ক্ষেত্রধামে যাঁহা যাঁহা তীর্থ দেবালয়।
তাঁহা তাঁহা বুলে প্রভু প্রেম পূর্ণকায়॥

হেনমতে দিন কত তাঁহাহি রহিলা।
তবু প্রভু সেতুবন্ধ তীর্থেরে চলিলা॥
পথে বহু তীর্থক্ষেত্র করিয়া ভ্রমণ।
গোদাবরী স্নান করি করিলা গমন॥
কভু বা দক্ষিণে চলে কভু চলে বামে।
প্রেমে মাতোয়ারা হার নাহি কোনক্রমে॥
কত তীর্থ ভ্রমে প্রভু না যায় কথন।
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী কৈলা দরশন॥
কাবেরীতে স্নান পাপনাশনে গমন।
দক্ষিণ মথুরা আদি করিলা ভ্রমণ॥
তবে প্রভু গেলা মহাতীর্থ সেতুবন্ধ।
ধনুতীর্থে স্নান করি পাইলা আনন্দ॥
রামেশ্বর শিব দেখি করিয়া প্রণতি।
ভক্তিভরে পুজি কৈলা বহুবিধ স্তুতি॥
রাম ইহার ঈশ্বর ইহ রামদাস।
কহিতেই হৈল মহা প্রেমের উল্লাস॥
উর্দ্ধবাহু হঞা প্রভু করয়ে নর্ত্তন।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে অচেতন॥
ক্ষণে কহে কাঁহা রাম মোর প্রাণধন।
গালবাদ্য করবাদ্য করে মনে মন॥
কতক্ষণ পরে প্রভু প্রেম সম্বরিলা।
রামায়ণ পাঠে সেই নিশি গোঙাইলা॥
ক্রমে বহু তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করিলা।
তবে মাধ্বাচার্য্য স্থানে প্রভু উত্তরিলা॥
১ মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী বহু সাধুগণ।
তাঁহা রহি করে ভক্তিরস আস্বাদন॥

১—মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রণালী যথা—নারায়ণ ব্রহ্মা—নারদ—ব্যাস—পদ্মনাভ—নরহরি—মাধব—অক্ষোভ—জয়তীর্থ—জ্ঞানসিন্ধু—মহানিধি বিদ্যানিধি—রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম্ম—পুরুষোত্তম—ব্যাসতীর্থ লক্ষ্মীপতি—মাধবেন্দ্রপুরী—ঈশ্বরপুরী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

তুলব দেশের অন্তঃবর্ত্তী পজাকা ভূভাগে বেলিগ্রামে 'মধ্যগেহ' নামক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেলিগ্রাম উদীপি হইতে ছয় মাইল দক্ষিন-পূর্ব্বে অবস্থিত। মধ্যভাগের বেদবেদাঙ্গ বেত্তা পণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁহার পদবী ছিল ভট্ট, পত্নীর নাম বেদবতী, দুই পুত্র ও এককন্যা, দুই পুত্র অকালে দেহত্যাগ করিলে উদীপির নারায়ণের শরণাপন্ন হন। তাতেই ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে দশহরার পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ নবমী দিনে মাধ্বাচার্য্যের জন্ম হয়। বাল্যনাম বাসুদেব, অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়া সংসার বৈরাগ্য লাভ করতঃ পঁচিশ বৎসর বয়সে অচ্যুত প্রকাশ নামক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হন। এবং পূর্ণপ্রাজ্ঞ নাম ধারণ করেন। তিনি বেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইলে গুরুদেব তাহাকে আনন্দতীর্থ নাম প্রদান করিয়া মঠাধিপত্যে নিয়োজিত করিলেন। মাধব পরে অনন্তেশ্বরের মঠে আধিপত্য লাভ

শাণ্ডিল্য সূত্রে আর শ্রীনারদ সূত্রে।
ভক্তির ব্যাখ্যান করে প্রেমপূর্ণ চিত্তে॥
তাহা শুনি প্রভুর হৈল প্রেম উদ্দীপন।
ভক্তি-দেবী দয়া কর বলে ঘনে ঘন॥
অদ্ভুত করয়ে নৃত্য উর্দ্ধবাহু হঞা।
ক্ষণে ইতি উতি ধায় ক্রন্দন করিয়া॥
প্রেমসিন্ধুর ঢেউ ক্রমে বাড়িয়া চলিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল॥
তাহা দেখি মহোপাধ্যায় ২ মাধবেন্দ্র পুরী।
কহে ইঁহ ভক্তিবর্ত্মের উত্তমাধিকারী॥

করিয়া সাধন-ভজনে ব্রতী হন। ১১২৮ খৃষ্টাব্দের পরে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে বাহির হন। ১২৬০ খৃষ্টাব্দের পরে উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বাহির হন। ভ্রমণ করিতে করিতে হদ্বার হইতে বদরী নারায়ণে গমন করিলে ব্যাসের সাক্ষাৎ পান এবং ব্যাসের আদেশে হরিদ্বারে আসিয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষা প্রকাশ করতঃ বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। মাধব চালুক্য রাজ্যের রাজধানী কল্যাণে আসিলে শোভন ভট্ট দীক্ষিত হইয়া পদ্মনাভতীর্থ নাম ধারণ করেন। সম্ভবতঃ ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে পিতা পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুতীর্থ নাম ধারণ করেন। মাধ্ব শেষ জীবনে সরিদন্তর নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থানেই দেহত্যাগ করেন। মাধ্বচার্য্য গীতার ভাষ্যও ব্যাখ্যা দশোপনিষদের ভাষ্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করেন।

২ মাধবেন্দ্রপুরী—মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মের সর্ব্বাদি সূত্রধার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম গুরু। মাধবেন্দ্রপুরীর পূর্ব্বাবতার বিষয়ে গৌর গণোদ্দেশ দীপিকার ২২ শ্লোকের বর্ণন

কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামান তিষ্ঠতঃ। প্রীত-প্রেয়ো-বৎসলতোজ্জ্বলাখ্য ফলধারিনঃ।

প্রীত-প্রেয়ো-বৎসল উজ্জ্বল অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর নামক রসাল ফলধারী ব্রজস্থিত কল্পবৃক্ষের সহিত মন্ত্র স্বরূপ পৌর্ণমাসী ও মহামুনি সনক লিতমি হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী নাম ধারণ করেন। শ্রীহট্ট জেলার পূর্ণিপাট গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে সর্ব্বশাস্ত্রে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বৈরাগ্য উদয়ে পিতা বিবাহ দেন। পুত্র সন্তান

সামান্য জীবেতে না হয় শুদ্ধ প্রেমভক্তি।
চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তার স্থিতি॥
শুদ্ধ প্রেমাসব ইহোঁ করিয়াছে পান।
অন্তনিত্যানন্দ ইহার নাহি বাহ্যজ্ঞান॥
ইহার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ।
জগতে তারিতে বুঝোঁ হৈলা প্রকটন।
তবে সেই সাধুগণ প্রভুরে বেঢ়িয়া।
হরি হরি ধ্বনি করে আনন্দিত হঞা॥
হরিনাম মহৌষধি কর্ণদ্বারে গিয়া।
ভক্তি দেহ বলি প্রভু বলেন গর্জ্জিয়া॥
প্রেমবন্যায় সাধু সব ভাসিতে লাগিলা।
প্রেমোল্লাসে কত ভাব প্রভু প্রকাশিলা॥
তবে কতক্ষণে তিহোঁ মনস্থির কৈলা।
ভক্তি কল্পবৃক্ষ পুরীরাজে প্রণমিলা॥
মাধবেন্দ্র প্রেমাবিষ্টে তাঁরে আলিঙ্গিয়া।
কহে কিবা নাম ধাম কহ বিবরিয়া॥
তুহুঁ নিত্য সিদ্ধ শুদ্ধপ্রেমের ভাণ্ডার।
তব দরশনে বহু ভাগ্য মো সবার॥
প্রভু কহে কমলাক্ষাচার্য্য মোর নাম।
ভাগীরথীতীরে শান্তিপুর গ্রামে ধাম॥
তুহুঁ ভক্তি শাস্ত্রাচার্য্য পরম উদাস।
ভক্তিতত্ত্ব কহি মোরে কর নিজ দাস॥
শুনি পুরীরাজ মহা আনন্দিত হৈলা।
প্রভুকে আগ্রহ করি তাহাঞি রাখিলা॥
শ্রীমদ্ভাগবত মাধবাচার্য্য ভাষ্য আর।
প্রভুকে শুনায় পুরী করিয়া বিস্তার॥
শুনিমাত্র প্রভু সব কণ্ঠস্থ করিলা।
তাহা দেখি সাধুগণ বিস্ময় মানিলা॥
একদিন প্রভু কহে পুরীরাজ স্থানে।
কলিকাল শক্ত্যে জীব ধর্ম্ম নাহি মানে॥
যাঁহা যাঁহা যাঙ তাঁহা দেখো ম্লেচ্ছাচার।
হরেকৃষ্ণ নাম নাহি শুন একবার॥

জন্মিলে পত্নী বিয়োগ ঘটিলে শিশুপুত্র বিষ্ণুদাসকে সঙ্গে লইয়া চাকদহের সন্নিকট বর্ত্তী বিষ্ণুপুর গ্রামে চতুষ্পাটি খুলিলেন। কতদিন পরে পুত্র বিষ্ণুদাসকে অদ্বৈত সমীপে রাখিয়া উড়ুপতীর্থে লক্ষ্মীপতি পুরী সমীপে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তৎপরে বৃন্দাবনে গোপাল প্রকট করতঃ চন্দনোদ্দেশ্যে শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈত ও শ্রীবাস পণ্ডিতে দীক্ষা প্রদান করেন। ক্ষেত্র হইতে চন্দন আনয়ণ করতঃ রেমুনায় গোপীনাথ অঙ্গে অর্পণ করিয়া ঝাবিখণ্ডের হ্রদতীরে গৌর আরাধনায় ব্রতী হন। গৌর দর্শন প্রদান করিয়া প্রেমশক্তি আরোপ করিলে পরমানন্দাদি শিষ্যবর্গকে বিষ্ণুমন্ত্রে পুরশ্চরণ করতঃ নবভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর একচাক্রায় নিত্যানন্দ দর্শন; পরে তীর্থ ভ্রমণে নিত্যানন্দ মিলন করতঃ ১৪১১ শকাব্দের ৭ই ফাল্গুন গৌরাঙ্গের জন্মতিথি পূজনে নবদ্বীপে আগমন করেন তাহার কতদিন পরে রেমুনায় অপ্রকট হন।

কৈছে জীবোদ্ধার হৈব না পাঙ সন্ধান।
সদুপায় কহি জীবের করহ কল্যাণ।
পুরী কহে কমলাক্ষ তুমি দয়ানিধি।
জগতের হিত লাগি ভাব নিরবধি॥
হেন বুদ্ধি সাধারণ জীবে না হয় স্ফূর্ত্তি।
তাহে প্রকটিত হয় যাহে ঐশী শক্তি॥
এবে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের আবির্ভাব বিনে।
অন্যদ্বারে জীবোদ্ধার নাহিক সুগমে॥
ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু এই কলিযুগে।
স্বয়ং ভগবান প্রকট হইবেন অগ্রে॥
অনন্ত সংহিতা তার সাক্ষী শ্রেষ্ঠতম।
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত ভারত আগম॥
প্রভু কহে অনন্তসংহিতা কাহা রয়।
তাহা দেখিবারে মোর গাঢ় ইচ্ছা হয়॥
শুনি পুরী অনন্তসংহিতা দেখাইলা।
তাহা পড়ি প্রভু মহা আনন্দিত হৈলা॥
প্রভু কহে নন্দসুত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ।
গৌররূপে নবদ্বীপে হৈব অবতীর্ণ॥
হরিনাম প্রেম দিয়া জগত তারিবে।
মো অধমের বাঞ্ছা তবে অবশ্য পূরিবে॥
কহিতেই হৈল প্রভুর প্রেম উদ্দীপন।
প্রহরেক গৌরনামে করে সংকীর্ত্তন।
"গৌর মোর প্রাণপতি যাঁহা তাঁরে পাঙ।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি মুঞি তাহা চলি যাঙ।"
এই পদ গাঞা প্রভু করয়ে নর্ত্তন।
তাঁর সঙ্গে নাচে গায় যত সাধুগণ॥

ক্রমে শুদ্ধপ্রেম গঙ্গার তরঙ্গ বাড়িল।
হা গৌরাঙ্গ বলি বহু ক্রন্দন করিল॥
গৌর পাইনু বলি প্রভু ইতি উতি ধায়।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হঞা ধুলায় লোটায়॥
কতক্ষণ পরে প্রভু প্রেম সম্বরিলা।
অনন্তসংহিতা গ্রন্থ লিখিয়া লইলা॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া প্রভাতে।
পুরীরাজে প্রণমিয়া চলিলা ত্বরিতে।
পথে কত শত তীর্থ করিয়া ভ্রমণে।
দণ্ডকারণ্যেতে প্রভু গেলা কতদিনে॥
নাসিকাদি তীর্থক্ষেত্র করি দরশন।
শ্রীদ্বারকা ধামে তবে করিলা গমন॥
লক্ষ্মী আদি বাসুদেবে প্রণাম করিয়া।
বহুবিধ স্তুতি কৈলা প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
তবে গেলা প্রভাস পুষ্কর আদি তীর্থে।
ক্রমে চলি চলি প্রভু আইলা কুরুক্ষেত্রে
তবে হরিদ্বারে প্রভু করিলা গমন
গঙ্গাস্নান করি কৈলা তীর্থপরিক্রম।
তবে গেলা তর্থোত্তম শ্রীবদ্রিকাশ্রমে।
নরনারায়ণ ব্যাস কৈলা দরশনে॥
প্রেমাবিষ্ট হৈঞা বহু করিয়া নর্ত্তন।
তাঁহা নমস্করি প্রভু করিলা গমন॥
কত দিনে আইলা পুণ্য গো-মুখী পর্ব্বতে।
তবে গেলা শ্রীগণ্ডকী শালগ্রাম ক্ষেত্রে।
তঁহি স্নান করি প্রভু করিলা বিশ্রাম।
হরি নারায়ণ নাম জপে অবিশ্রাম॥

দেখি এক শিলাচক্র সর্ব্ব সুলক্ষণ।
ভক্তি করি তাহা লৈয়া করিলা গমন॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আইলা মিথিলায়।
সীতার জন্মস্থান দেখি ধূলায় লোটায়॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা করে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
হেনকালে শুন এক অপূর্ব কথন॥
সুমধুর সুললিত কৃষ্ণগুণ গান
শুনি প্রভু সেইদিকে করিলা পয়ান॥
বটবৃক্ষতলে দেখে এক দ্বিজরায়॥
গন্ধর্ব্বের সম কৃষ্ণগুণামৃত গায়॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া কৃষ্ণরূপের বর্ণন।
প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
আলিঙ্গন ছলে প্রভু দয়া প্রকাশিয়া।
প্রেমদান কৈলা দ্বিজে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
স্পর্শমণির স্পর্শে যৈছে লৌহ হয় স্বর্ণ।
তৈছে প্রভুর স্পর্শে দ্বিজ হৈলা প্রেমে পূর্ণ॥
প্রভুরে ঈশ্বর জ্ঞানে দ্বিজ প্রণমিলা।
শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়া প্রভু তাঁহারে পুছিলা॥
দ্বিজ তব কিবা নাম শুনিতে মন হয়।
কাহার রচিত এই গীত সুধাময়॥
রচনার মাধুর্য্য ঐছে নাহি শুনো আর।
তাহে তব স্বরালাপ অতি চমৎকার॥
এ হেন সঙ্গীত সুধা মোরে পিয়াইয়া।
মত্ত করি এস্থানে আনিলা আকর্ষিয়া॥
বিপ্র কহে মোর নাম ১ দ্বিজ বিদ্যাপতি॥
রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি॥

১—দ্বিজ বিদ্যাপতি—পদাবলী সাহিত্যের প্রবর্ত্তা হিসাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সর্ব্বজন বিদিত। বিদ্যাপতি মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। বিদ্যাপতির ষষ্ঠ স্থানীয় পূর্ব্বপুরুষ কর্ম্মাদিত্য হইতে সকলেই রাজমন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেবসিংহ, শিবসিংহ, রাণী লছিমা, রাণী বিশ্বাস দেবী, ভৈরবসিংহ প্রভৃতির রাজত্বকালে মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র সিংহাসনে বসিবার কিছুদিন পরে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে একশত ছয় বৎসর বয়সে বিদ্যাপতি দেহত্যাগ করেন। বিদ্যাপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী কন্যা—দুল্লহা, পুত্র—হরিপতি। বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। বিদ্যাপতির বংশ পরিচয়—বিষ্ণুঠাকুর-হরাদিত্য ঠাকুর-কর্ম্মাদিত্য ঠাকুর (দেবাদিত্য ঠাকুর ও রাদিত্যভ ঠাকুর)—দেবাদিত্য ঠাকুর (বীরেশ্বর, ধীরেশ্বর, গণেশ্বর, জটেশ্বর, হরদত্ত, লক্ষ্মী দত্ত, শুভদত্ত)—ধীরেশ্বর (জয়দত্ত, কীর্ত্তিদত্ত, রামদত্ত)—জয়দত্ত (গৌরীপতি, গণপতি) গণপতি—কবি বিদ্যাপতি (বাচস্পতি, হরিপতি, নরপতি)। বিদ্যাপতি

বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ গীত।
স রগ্রাহী সাধু তুহুঁ তেই ইথে প্রীত॥
তোমা আকর্ষিতে শক্তি ধরে কোনজনে।
নিজগুণে কৈলা মোর উদ্ধার সাধনে॥
প্রভু কহে তোমার রচিত গীতামৃত।
জীব কোন ছার কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত॥
ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল।
তেঁই পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির সঙ্গ হৈল॥
এত কহি প্রভু তারে আলিঙ্গন করি।
শ্রীঅযোধ্যাধামে চলে স্মরিয়া শ্রীহরি॥
তাঁহা গিয়া দেখি শ্রীরামের জন্মস্থান।
পুলকিত হঞা প্রভু করিলা প্রণাম॥
অদ্ভুত রামের লীলা করিয়া স্মরণ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা বহু করয়ে ক্রন্দন॥
ক্রমে প্রেম সুধাসিন্ধুর তরঙ্গ বাঢ়িল।
রাবণে বধহ করি হুহুঙ্কার কৈল॥
ভাবাবেশে কৈলা রামের লীলানুকরণ।
কতক্ষণ পরে প্রভু সুস্থ কৈলা মন॥
তবে প্রভু সরযু গঙ্গায় করি স্নান।
রামলীলা স্থান দেখি করিলা পয়ান॥

চলি চলি আইলা প্রভু বারানসী ধাম।
মণিকর্ণিকার ঘাটে কৈলা গঙ্গাস্নান।
আদিকেশব দেখি করে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈলা তাঁরে বহুবিধ স্তুতি॥
তবে প্রভু করি বিন্দুমাধব দর্শন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা করে নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
প্রেমের উল্লাস ক্রমে বাঢ়িয়া চলিল।
পুন পুন প্রণমিয়া স্তবন করিল॥
করযোড়ে কহে শুন শ্রীমাধব হরি।
তোঁহার দয়ার মুঞি যাই বলিহারি॥
ভক্তবাঞ্ছা কল্পবৃক্ষ তব দিব্যমূর্ত্তি।
ইহা মৃতজীব মাত্রে দেহ নিত্যমুক্তি॥
তোমার মহিমা বিধি ভব নাহি জানে।
মো ছারের সাধ্য কিবা আছয়ে বর্ণনে॥
তবে ভাবাবেশে গেলা বিশ্বেশ্বর স্থানে।
লোক শিক্ষাইতে প্রভু করিলা পূজনে॥
ভক্তি দেহ বুলি বহু করয়ে স্তবন।
উর্দ্ধবাহু হঞা করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
তাঁহা প্রণমিয়া অন্নপূর্ণা গৃহে গেলা।
অন্নপূর্ণা দেখি বহু স্তবন করিলা॥

রাজানুগ্রহে উৎসাহিত ও পরিস্ফুট হইয়া লিখনাবলী, গঙ্গাবক্যাবলী, কীর্ত্তিলতা, দুর্গাভক্তি, তরঙ্গিনী, বিভাগসার, পুরুষ পরীক্ষা, দানবাক্যাবলী, বিবাদতার, গয়া পত্তন, শৈব সর্ব্বস্বসার প্রভৃতি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতি পদ রচনায় কবশেখর, দশাবধান, কবি-কণ্ঠহার, পঞ্চানন ও অভিনব জপাধি লাভ করেন। বিদ্যাপতি বিষয়ক বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত "পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তাঁরে নমস্করি প্রভু করয়ে ভ্রমণ।
বহুতীর্থ শিব আদি কৈলা দরশন॥
যোগী ন্যাসী অযাচক সাধুগণ স্থানে।
ভক্তির প্রাধান্য তিঁহো করেন ব্যাখ্যানে॥
১ শ্রীবিজয়পুর মহাভাগবতোত্তম।
রাত্রে প্রভুসহ তাঁর হইল মিলন॥
কৃষ্ণকথালাপে দোঁহার হৈল প্রেমানন্দ।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বলিয়া গোবিন্দ॥
ক্ষণে গড়াগড়ি যায় ক্ষণে অচেতন।
ক্ষণে ভাবাবেশে দোঁহে করে আলিঙ্গন॥
হেনমতে সকল রজনী হৈল ভোর।
অন্যোন্য বিচ্ছেদে দোঁহার দুঃখের নাহি ওর॥
তবে চলি চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা।
কেশ মুণ্ডাইয়া ত্রিবেণীতে স্নান কৈলা॥
ভক্তিভাবে তাঁহা করি পিতৃপিণ্ড দান।
বিধিমতে কার্য্য সব কৈলা সমাধান॥
বেণীমাধব দেখি করে স্তুতি নমস্কার।
ভীমের গদা দেখি প্রশংসয়ে বারে বার॥
তবে চলি গেলা প্রভু মথুরামণ্ডল।
যাঁহা স্বয়ং ভগবানের নিত্যলীলাস্থল।
নিত্যসিদ্ধধাম প্রাপ্তে হৈল প্রেমোদ্গার।
হা কৃষ্ণ বলিয়া প্রভু ছাড়য়ে হুঙ্কার॥
উছলিল প্রেমবন্যা মথুরা ভাসিল।
আবাল বৃদ্ধ যুবাগণে তাহে ডুবাইল॥
ভাবাবেশে শ্রীযমুনা করি দরশন।
বহুস্তুতি নতি কৈলা না যায় কথন॥
পূর্ব্বে হরিভক্তি এক ছিলা ধ্রুব নামে।
কৃষ্ণ আরাধনা তিঁহো কৈলা যেই স্থানে॥
সেই স্থল ধ্রুবঘাট বলিয়া বিখ্যাত।
তাঁহা পিণ্ডদানে শত গয়া ফল প্রাপ্ত॥
শ্রীযমুনায় স্নান করি আচার্য্য গোসাঞি।
ভক্তিভাবে পিতৃপিণ্ড দিলা সেই ঠাঁঞি॥
তবে কৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ করি দরশন।
শুদ্ধ প্রেমরসে তেঁহো হইলা মগন॥
কৃষ্ণলীলা স্থান সব করি পরিক্রমা।
কি আনন্দ পাইলা প্রভু নাহি তার সীমা॥
তবে চলি গেলা প্রভু শ্রীমদ ব্রজধামে।
চিন্ময়ভূমি স্পর্শমাত্র মোহ হৈলা প্রেমে॥
যদ্যপি চিন্ময় ভূমি মথুরাদি হয়।
প্রেমাধিক্য ব্রজে হয় গোপী ভাবোদয়॥

১। বিজয়পুরী—অদ্বৈত প্রভুর মাতামহ মহানন্দের পুরোহিতের পুত্র। মহানন্দ বিপ্র অদ্বৈতের শান্তিপুর ত্যাগের পর বিরহে লাউড় ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীপতিপুরী সমীপে কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীমদনগোপালের স্বপ্নাদেশে শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর সমীপে আগমন করেন

কতক্ষণে শ্রীঅদ্বৈত পাইলা চেতন।
কাঁহা প্রাণনাথ বলি করয়ে ক্রন্দন॥
মহাভাব বেশে ক্ষণে ইতি উতি ধায়।
এই চিন্ময় রজঃ বলি ধূলায় লোটায়॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে করে উদ্দণ্ড নর্ত্তন।
কভু কৃষ্ণ বলি করে গভীর গর্জ্জন॥
স্বেদ কম্প স্তম্ভ আদি ধরে ক্ষণে ক্ষণে।
সেইভাবে গেলা প্রভু গিরি গোবর্দ্ধনে॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রেমতরঙ্গ বাড়িল।
উর্দ্ধবাহু হঞা প্রভু নাচিতে লাগিল॥
রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা স্থানাদি দেখিয়া।
এক বটবৃক্ষতলে রহিল শুতিয়া॥
শেষরাত্রে নিদ্রাবেশে দেখয়ে স্বপন।
শ্রীনন্দ নন্দন আসি দিলা দরশন॥
নবীন নী দ কান্তি ভুবন মোহন
শিখিপুচ্ছ মৌলী নট সবংশী বদন॥
পীতাম্বরধারী পদে সোনার নূপুর।
নবনীত কলেবর রসামৃত পুর॥
অপরূপ রূপ দেখি মহানন্দ পাঞা।
মহানৃত্য করে প্রভু উর্দ্ধবাহু হঞা॥
স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র কহে তুমি মোর অঙ্গ।
তোমার সঙ্গ পাইলে বাঢ়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
গোপেশ্বর শিব তুহুঁ বড় দয়াময়।
জীবের মঙ্গল লাগি তোমার উদয়॥
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর ভক্তি পরাজয়।
কৃষ্ণনাম দিয়া কর জীবের নিস্তার॥
মোর এক দিব্যমূর্ত্তি মহামণিময়।
১ মদনমোহন নাম কুঞ্জমধ্যে রয়॥
দ্বাদশ আদিত্যতীর্থে যমুনা তীরে।
অল্প মৃত্তিকাতে আচ্ছাদিত কলেবরে॥
পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি কুব্জা কৈলা সুসেবন।
দস্যু ভয়ে শেষে মুই হৈনু সংগোপন॥
গ্রাম হৈতে লোক আন কাঢ় ভালমতে।
সেবা প্রকাশিয়া কর জগতের হিতে॥

১। মদনমোহন—শ্রীমদন মোহন শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী কুব্জাদেবী কর্ত্তৃক সেবিত শ্রীকৃষ্ণ কংস বধ করিয়া কুব্জার ভবনে আসেন এবং বিদায়কালে এক লীলা করেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদে প্রেমদাসের বর্ণন—

"কৃষ্ণের বচনে কুব্জা নয়ন মুদিলা
অন্তর্দ্ধান করি কৃষ্ণ তথা হইতে গেলা॥
আপন দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রতিমার ছলে।
কুব্জা ঘরে রাখি গেলা মদনগোপালে॥"

কুব্জার অপ্রকটে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন। যবন অত্যাচারে কুঞ্জে রাখিয়া পূজারী পলায়ন করেন। কতদিনে অদ্বৈত কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়া চৌবের ঘরে গমন করতঃ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন। বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা অন্তর্হিত।
প্রভু জাগি শুদ্ধপ্রেমে হইলা পূর্ণিত॥
তবে উচ্চ হরিনাম গাইতে গাইতে।
ঊর্দ্ধবাহু হঞা নাচিতে নাচিতে॥
গ্রামের ভিতরে প্রভু কৈলা আগমনে।
সাধু দেখি লোকসব আইলা সেইস্থানে॥
প্রভু কহে তুমি সব চলহ সত্বরে
১ দ্বাদশ আদিত্যতীর্থে যমুনার তীরে॥
ছোট বড় যেবা আছে চল মোর সঙ্গে।
উঠাইমু কৃষ্ণমূর্ত্তি ললিত ত্রিভঙ্গে॥
তাহা শুনি লোকসব অতি হরষিতে।
কুঠারী কোদালী লঞা চলিলা তুরিতে॥
বহু পরিশ্রমে সবে কাটিল বিগ্রহ।
অত্যাশ্চর্য্যরূপে ব্রজবাসী হৈলা মোহ॥
তবে বটবৃক্ষতলে ঝুপার বান্ধিলা।
অভিষেক করি তঁহি ঠাকুর স্থাপিলা॥
একজন সদাচারী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণে।
নিযুক্ত করিয়া প্রভু বিগ্রহ সেবনে॥
বৃন্দাবন পরিক্রমায় করিলা গমন।
হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন॥
দুষ্ট যবনেরা পাঞা ঠাকুরের তত্ত্ব।
ভাবে ঠাকুর ভাঙ্গি হিন্দুর নাশিমু মহত্ত্ব।
যুক্তি করি ম্লেচ্ছগণ হইয়া একত্র।
২ অদ্বৈত বটেতে আইলা লঞা অস্ত্রশস্ত্র॥
মদনমোহনে দুষ্ট ম্লেচ্ছভয় পাঞা।
পুষ্পতলে লুকাইলা গোপাল হইয়া॥
ম্লেচ্ছগণ প্রবেশিয়া শ্রীমন্দির দ্বারে।
ঠাকুর না দেখি গেলা দুঃখিত অন্তরে॥
সেবাইত দ্বিজ আইলা পূজিবার তরে।
ঠাকুর না দেখি ঘরে হাহাকার করে॥
তবে এক শিশুমুখে দ্বিজ পাইলা তত্ত্ব।
ম্লেচ্ছগণ দেবগৃহে করিলা দৌরাত্ম্য।
মনে ভাবে ঠাকুর লঞা ম্লেচ্ছগণ গেলা।
মোর প্রতি ভগবান নির্দ্দয় হইলা।
দুঃখিত হইয়া তিঁহো আহার না কৈলা।
সন্ধ্যাকালে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহা আইলা॥

১। দ্বাদশ আদিত্যতীর্থ—শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন করিয়া শীত নিবারণের জন্য দ্বাদশ আদিত্যকে আকর্ষণ করতঃ শীত নিবারণ করেন।

২। অদ্বৈত বট—অদ্বৈত প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিয়া যে বটবৃক্ষ তলে অবস্থান করতঃ কুব্জার সেবিত মদনমোহনদেবকে প্রকট করেন এবং যাহার তলায় ঝুপড়ি বাঁধিয়া মদনমোহনের সেবা স্থাপন করেন। সেই বটবৃক্ষই অদ্বৈতবট নামে প্রসিদ্ধ।

দ্বিজবর মুখে প্রভু শুনি বিবরণ।
শূন্যগৃহ দেখি বহু করিলা রোদন॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ স্বয়ং দয়া করি আইলা।
অপরাধ পাঞা বুঝি পুন লুকাইলা॥
মহাদুঃখী হঞা প্রভু জল না খাইলা।
রাত্রিতে সেই বৃক্ষমূলে শুতিয়া রহিলা॥
স্বপ্নে দেখা দিয়া স্বয়ং মদনমোহন
হাসিঞা আচার্য্যে কহে মধুর বচন॥
উঠহ অদ্বৈত মুঞি ম্লেচ্ছগণ ডরে।
গোপাল হইয়া লুকাইল পুষ্পান্তরে॥
ব্রহ্মাণ্ডের নাহি এ-রূপ দর্শনের শক্তি।
তব ভক্তিচক্ষে মাত্র পাইবেক স্ফূর্ত্তি॥
ফিরি পূর্ব্ব সিদ্ধরূপে হইমু প্রকাশ
লোকসব দেখি পাইব অনন্ত উল্লাস॥
স্বপ্ন দেখি প্রভু ঝাট শ্রীমন্দিরে গেলা।
পুষ্পতলে বিরাজিত গোপালে দেখিলা।
নিখিল মাধুর্য্য পূর্ণ রসামৃত মুর্ত্তি।
দেখি শুদ্ধপ্রেমে কান্দে বাহ্য নাহি স্ফূর্ত্তি॥
ক্ষণে স্তম্ভ ক্ষণে কম্প রোমাঞ্চিত কায়।
ক্ষণে হরি বুলি নাচে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়॥
কতক্ষণে শ্রীঅদ্বৈত বাহ্য প্রকাশিলা।
ফল জল শ্রীগোপালে ভোগ লাগাইলা॥
শ্রীমহাপ্রসাদ প্রভু করিয়া গ্রহণ
অতুল্য কৃষ্ণের দয়া করিল চিন্তন॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু প্রাতঃস্নানে গেলা।
শ্রীযমুনার তীরে সেই বিপ্রে দেখা পাইলা॥
প্রভু কহে বিপ্র ঝাট যাহ শ্রীমন্দিরে।
ঠাকুর উঠাইয়া পূজা করহ সত্বরে॥
মদনগোপাল নামে করিবা পূজন।
নিগূঢ় রহস্য শুনি নাহি প্রয়োজন॥
দ্বিজ কহে শ্রীবিগ্রহ নাহি মন্দিরে।
প্রভু কহে ভক্তে কৃষ্ণ ছাড়িতে না পারে॥
আশ্চর্য্য মানিয়া বিপ্র করিলা গমন।
ঠাকুর দেখিলা দ্বার করি উদ্‌ঘাটন॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা দ্বিজ বহু স্তুতি করে।
মদনগোপাল নামে পূজিলা ঠাকুরে॥
তদবধি শ্রী বিগ্রহ মদনমোহন।
মদনগোপাল নামে হৈলা প্রকটন॥
একদিন রাত্রে প্রভুর স্বপ্নাবেশে।
মদনগোপাল কহে সুমধুর ভাষে॥
অহে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শুন এক কথা।
মথুরার চৌবে এক আসিবেক হেথা॥
ইহা দুষ্ট ম্লেচ্ছগণের অত্যাচার হয়।
চৌবে মোরে সমর্পিয়া হও নিঃসংশয়॥
শ্রীঅদ্বৈত কহে শুন মদনগোপাল।
তুহুঁ মোর প্রাণধন আত্মারাম বল॥
তোমা বিনু কৈছে মুঞি ধরিব জীবন।
জীবন বিহনে যৈছে মনের পতন॥
তাহা শুনি হাসি কহে মদনগোপাল।
তোর বশীভূত মুঞি হঙ চিরকাল॥
তো বিনা না হয় মোর লীলার পুষ্টিতা।
যাঁহা তুমি তাঁহা মোর হয় নিত্যসত্তা॥

মোর এই সিদ্ধমূর্ত্তি করি সমর্পণ।
দয়া করি কর ভক্তের অভীষ্ট পূরণ॥
পূরব বৃত্তান্ত এক করয়ে স্মরণে।
শ্রীবিশাখারূপে যাহা কৈলা নিরমাণে॥
সেই চিত্রপটে মোর অভিন্ন বিগ্রহ।
সেই রূপ দেখি শ্রীরাধিকা হৈল মোহ॥
নিত্যসিদ্ধ বস্তু সে নিকুঞ্জবনে রয়।
তাঁহা চল অনায়াসে পাইয়া নিশ্চয়॥
সেই চিত্রপট লঞা যাহ নিজ দেশে।
জীব নিস্তারহ সেবা করিয়া প্রকাশে॥
স্বপ্ন দেখি প্রভু হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল।
ঊর্দ্ধবাহু হঞা নাচে বলি হরিবোল॥
প্রহরেক পরে প্রভু সুস্থির হইলা।
হেনকালে মথুরায় চৌবে তাঁহা আইলা॥
প্রভুরে দেখিয়া চৌবে দন্তে তৃণ ধরি।
প্রণমিয়া কহে তাঁরে করযোড় করি॥
সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তুহুঁ দেব অবতার।
কুব্জা সেবিত মূর্ত্তি করিলা উদ্ধার॥
মদনগোপাল স্বপ্নে আদেশিলা মোরে।
মথুরাতে আনি মোরে স্থাপহ সত্বরে॥
তেঁই মুঞি আইনু প্রভু তোমার গোচরে।
শ্রীবিগ্রহ সমর্পিয়া ধন্য কর মোরে॥
হা হা শুনি চৌবে প্রভু ঠাকুর অর্পিয়া।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল হঞা বেড়ায় কান্দিয়া॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রীনিকুঞ্জবনে গেলা।
চিত্রপট পাঞা প্রেমসিন্ধুতে ডুবিলা॥
নিত্যসিদ্ধ চিত্রপট লইয়া যতনে।
শান্তিপুরে আইলা প্রভু নিজ নিকেতনে॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে চতুর্থোধ্যায়ঃ॥

পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
একদিন পুরীরাজ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র।
শান্তিপুরে উদয় হইলা ভক্তি চন্দ্র॥
মুখে কৃষ্ণ রব দেহে প্রেমে মহাভাব।
তিঁহ স্বয়ং ব্রজ কল্পতরুর আবির্ভাব॥
পরম বৈরাগ্য পুরীর বাহ্যাপেক্ষা নাঞি।
তথাপি প্রভু স্নেহে আইলা তাঁর ঠাঁই॥
পুরীর দর্শনে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গলে বস্ত্র বান্ধি তাঁরে দণ্ডবৎ কৈলা॥
পুরী তাঁরে আলিঙ্গিয়া কুশল পুছিলা।
প্রভু কহে মদনগোপাল দয়া কৈলা॥
পুরী কহে কৃষ্ণসেবার অলৌকিক শক্তি।
তাহে জীব পায় নিত্য ভাগবতী গতি॥
দরশন করি হৈলা মহা প্রেমাবিষ্ট।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে করে নৃত্য।
মহাভাগবত পুরীর কেবা জানে তত্ত্ব।

কতক্ষণে পুরীরাজের বাহ্যস্ফুর্ত্তি হৈলা।
তবে কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের সহজ উপায়
কহিলা॥
পুরী কহে বাছা তুহুঁ শুদ্ধ প্রেমবান।
শ্রীরাধিকার চিত্রপট করহ নির্ম্মাণ॥
রাধাকৃষ্ণ দর্শনে হয় গোপীভাবোদয়।
অতএব যুগলসেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥
আর এক কথা কহি শুন মন দিয়া।
কৃষ্ণার্থ সংসার কর বিবাহ করিয়া॥
কৃষ্ণকৃপায় হৈবে তোমার বহুত সন্তান।
জীব নিস্তারিবে সভে দিয়া কৃষ্ণনাম॥
প্রভু কহে শ্রীবিগ্রহসেবাতে মঙ্গল।
অপরাধ হৈলে বংশ যায় রসাতল॥
পুরী কহে দয়াসিন্ধু কৃষ্ণ তোর বশ।
অপরাধ না লৈব পুরুষ চতুর্দ্দশ॥
গুরু আজ্ঞায় মোর প্রভু প্রেমাবিষ্ট
মনে।
শ্রীরাধিকার চিত্রপট করিলা নির্ম্মাণে॥
এই দুই সিদ্ধমূর্ত্তি দরশন কৈলে।
অনায়াসে রাধাকৃষ্ণের প্রেমধন মিলে॥
তবে শ্রীরাধিকা শ্রীমদনগোপালে।
অভিষেক কৈলা পুরী মহা কুতূহলে॥
নানাবিধ মিষ্ট অন্ন ভোগ লাগাইলা।
আচমনী দিয়া কর্পূর তাম্বুল অর্পিলা॥
অপূর্ব্ব যুগলমূর্ত্তি দেখি লোক সব।
দণ্ডবত করি কৈল নানাবিধ স্তব॥
মহাপ্রসাদের দিব্য সৌরভাকর্ষণে।
ভক্তিভাবে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট পাইলা
সর্ব্বজনে॥

তবে লোকশিক্ষাইতে প্রভু সযতনে।
কৃষ্ণমন্ত্র রাজ লৈল পুরীরাজ স্থানে॥
দিন কত পরে পুরী বিদায় মাগিলা।
বহুত আগ্রহ করি প্রভু নিষেধিলা॥
পুরী কহে যাঙ মুঞি শ্রীপুরুষোত্তমে।
গোপাল আদেশ কৈলা চন্দনাহরণে॥
প্রভু কহে কেনে গোপাল মাগয়ে
চন্দন।
তাহা শুনিবারে মোর উৎকণ্ঠিত মন॥
পুরী মোর শ্রীগোপাল স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
মো অধমে দয়া করি হইলা গোচর॥
তবে শ্রীগোপাল মোরে স্বপনে কহিল।
পুরী মোর অঙ্গে বড় তাপ উপজিল॥
মলয়জ চন্দন আন যাই নীলাচলে।
জুড়াবাঙ সেই গন্ধ অঙ্গে বিলেপিলে॥
গোপালের দৃঢ় আজ্ঞা লঙ্ঘে কোনজনে।
তেঁই এই দেশে আইলু চন্দন সাধনে॥
কৃষ্ণভক্তি সূর্য্য তোর সর্ব্বাঙ্গাকর্ষণে।
শান্তিপুর শান্তিপুরে আইনু ভবস্থানে॥
পুরীমুখে শুনি কৃষ্ণের দয়ার তাৎপর্য্য।
প্রেমাবিষ্ট হঞা হুঙ্কার করেন আচার্য্য॥
প্রভু কহে কৃষ্ণচন্দ্র বড় দয়াময়।
ভক্তবৎসলতা মহাশক্তির আশ্রয়॥
ভক্তের সদ্গুণগণ বাড়ায় নিরন্তর।
ভক্তার্থ প্রকটে নাহি কালের বিচার॥
এত কহি প্রভুবর স্তম্ভিত হইলা।
পুরী তারে আলিঙ্গিয়া আশীর্বাদ
কৈলা॥

তবে মাধবেন্দ্র চলে মহা প্রেমাবেশে।
১ রেমুনাতে গোপীনাথ যাঁহা
পরকাশে॥
তথি যাই গোপীনাথে করি দরশন।
উর্দ্ধবাহু হঞা করে নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
কতক্ষণে পুরীরাজের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল।
তবে অষ্ট অঙ্গে গোপীনাথে প্রণমিল॥
নাম করে পুরী জগমোহনে বসিয়া।
হেনকালে পুছে এক দ্বিজেরে দেখিয়া॥
অহে বৃদ্ধ দ্বিজবর এই শ্রীবিগ্রহ।
নির্ম্মাইলা কোন ভাগ্যবানে তাহা কহ॥
দ্বিজ কহে শুন সাধু পূর্ব্বে বিজ্ঞজনে।
মোরে যে কহিলা তাহা কহি তব স্থান॥
ত্রেতাযুগে পূর্ণব্রহ্ম রাম যোগীবেশে।
পিতৃসত্যে সীতাসহ গেলা বনবাসে॥
একদিন চমরী গোবৎসগণ লঞা।
পালে পালে বনমধ্যে বেড়ায় চড়িয়া॥
তাহা দেখি রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিলা।
সীতাদেবী সেই হাস্যের কারণ পুছিলা।
রাম কহে তাহা শুনি নাহি প্রয়োজনে।
সীতা বলে কহ প্রভু ধরো শ্রীচরণে॥
ভক্তবৎসল ভগবান্ নিত্য ভক্তাধীন।
ভক্তে প্রেমানন্দ দান করে চিরদিন॥
শ্রীসীতাহ্লাদিনী শক্তি ভক্তি
শিরোমণি।
তাঁহার পীরিতি লাগি কহে রঘুমণি॥
শুনহ জানকী ভাবী দ্বাপরের শেষে।
ব্রজে কৃষ্ণরূপে লীলা করিবাঙ
প্রকাশে॥
তাঁহা শ্রীগোপাল নাম গো-পালন ধর্ম্ম।
গোপ গোপীসহ মোর হয় নিত্যকর্ম্ম॥
শ্রীজানকী কহে কৈছে সেইরূপ হয়।
অবশ্য দেখাও মোরে তুহুঁ দয়াময়॥
তবে সাক্ষাৎ ভগবান জগতের পতি।
দিব্য মণি দিয়া নির্ম্মিলা শ্রীমূর্ত্তি॥

১। রেমুনাতে গোপীনাথ—রেমুনায় বিরাজিত শ্রীগোপাল দেবের প্রকট রহস্য সম্পর্কে মুরারী গুপ্তের কড়চার ৩য় প্রক্রম ৬ষ্ঠ সর্গের ৪ শ্লোকঃ—

রেমুনায়ং মহাসুর্য্যাং দ্রষ্টুং গোপালদেবকম্।
বারণস্যামুদ্ধবেন স্থাপিতং পূজিতং পুরী।
ব্রাহ্মণানুগ্রহায় তত্র গত্বা স্থিতং হরিঃ॥

শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের—মধ্যখণ্ডে

মহাপুরী রেমুনাতে আছয়ে গোপাল।
দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার॥
পূর্ব্বে বারানসী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিল।
ব্রাহ্মণে কৃপাছলে এথা আচম্বিত॥

সে কৃষ্ণ বিগ্রহ দেখি সীতার আশ্চর্য্য।
কহে ঐছে নাহি দেখি রূপের মাধুর্য্য॥
জগচ্চিত্তাকর্ষী এই সর্ব্বরস কূপ।
নব জলধর কান্তি অলৌকিক রূপ॥
তবে মহা ভক্তিভাবে সীতা ধর্ম্মশীলা।
নানা ফলফুলে সেহি বিগ্রহ পূজিলা॥
গোপীনাথ নাম ইহার সর্ব্বলোকে খ্যাতি।
ইহারে দেখিলে পায় শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি॥
সংক্ষেপে কহিনু এই পূর্ব্ব বিবরণ।
যেই শুনে তার হয় অভীষ্ট পূরণ॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব গোপীনাথ বিবরণ।
প্রেমাবেশে পুরীরাজ করয়ে অর্চ্চন॥
গোপীনাথ দয়া কর বলে বারে বার।
তান প্রেম দেখি সবে হৈলা চমৎকার॥
তবে আরাত্রিক দেখি করিলা প্রস্থান।
বৃক্ষতলে বসি পুরী জপে হরিনাম॥
দ্বিতীয় প্রহর যবে হইল শর্বরী
ক্ষীরভাণ্ড হাতে করি আইলা পূজারী॥
কাঁহা মাধবেন্দ্র ডাকয়ে সঘনে।
পুরী কহে মুঞি ছার আছো এইস্থানে॥
দ্বিজ কহে তব ভাগ্যসিন্ধু উথলিলা।
তুয়া লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
স্বপ্নে গোপীনাথ মোরে করিলা আদেশে।
তেঁই ক্ষীর লঞা মুঞি আইনু তোমা পাশে॥

এত বলি পুরীরাজে ক্ষীর সমর্পিলা।
নমস্কার করি দ্বিজ নিজগৃহে গেলা॥
আশ্চর্য্য অচিন্ত্য কৃপা কৃষ্ণ কৈলা মোরে।
এত কহি প্রেমে পুরীর বাহ্য নাহি স্ফুরে॥
বহু অশ্রুপাত করি মনঃস্থির কৈলা।
তবে ভক্তি করি সেই ক্ষীরপ্রসাদ পাইলা॥
মহাপ্রসাদ পাঞা পুন প্রেম উপজিল।
উর্দ্ধবাহু হঞা বহু নর্ত্তন করিল।
সেই পুরীপদে মোর কোটি প্রণাম।
যার ভক্ত্যে গোপীনাথের ক্ষীরচোরা নাম॥
তবে চলি চলি আইলা নীলাচলে।
জগন্নাথ দেখি নাচে কুতূহলে।
দণ্ডবৎ করি কৈলা বহুত স্তবন।
প্রেমাবেশে করে উচ্চ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
দিনকত তাঁহা পুরী করিয়া বিশ্রাম।
উত্তম চন্দন লঞা করিল প্রস্থান॥
পুন রেমুনাতে তিঁহো উদয় হইলা।
গোপীনাথে প্রণমিয়া স্তবপাঠ কৈলা॥
রাত্রে স্বপ্নাবেশে তাঁরে শ্রীগোপাল কহে।
শুন শুন পুরীরাজ না করহ সন্দেহে॥
গোপীনাথে গন্ধ লেপ করিয়া বিশ্বাস।
তাহে মোর অঙ্গতাপ খণ্ডিবে নির্য্যাস॥
স্বপ্ন দেখি পুরী প্রেমে হইয়া বিহ্বল।
কহে কে আশ্চর্য্য আজ্ঞা কৈলা শ্রীগোপাল॥

অচিন্ত্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কে জানে তার
ঐশ্বর্য্য।
যেই তার আজ্ঞা হয় সেই হয় মোর
ধার্য্য॥
তবে গোপীনাথে সব চন্দন অর্পিলা।
দিন কত পুরী তাহা বিশ্রাম করিলা॥
তবে পুরী প্রেমে কভু নীলাচলে যায়।
প্রেমাকৃষ্ট হঞা কভু আইসে রেমুনায়॥
ঐছন শ্রীপুরী বহু কৈলা যাতায়াত।
শেষে গোপীনাথ পদে হৈলা সিদ্ধিপ্রাপ্ত॥
পুরীরাজের গুণলীলা সাগরের সম।
শ্রীমুখে অদ্বৈত প্রভু করিলা বর্ণন॥
মুঞি ছার তার এক বিন্দু নাই ছুঁইনু।
প্রভুর আজ্ঞায় সূত্রমাত্র সে লিখিনু॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দরাম ভক্তগণ সাথ॥
এবে কহি শুনহ অপূর্ব্ব বিবরণ।
শ্রীঅদ্বৈত নাম প্রভুর হৈল যে কারণ॥
এক দ্বিজ দিগ্বিজয়ী বহু দেশ জিনি।
শান্তিপুরে উপনীত হইলা আপনি॥
বেদ পঞ্চানন আখ্যা প্রভুর শুনিয়া।
তাঁহার নিকটে গেলা অতি হর্ষ হঞা॥
প্রভুপাদ শ্রীতুলসী বেদির সমীপে।
যোগাসনে বসি শ্রীগোপালমন্ত্র জপে॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী প্রভুর আগে
যাঞা।
তুলসী মহিমা বর্ণে কবিত্ব করিঞা॥
পুষ্কর প্রভাস কুরুক্ষেত্র আদি তীর্থ।
শ্রীযমুনা গঙ্গা আদি পুণ্যতমা যত॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব আদি দেবতা সকলে।
বসতি করয়ে সদা তুলসীর দলে॥
দর্শিতা তুলসীদেবী পাপসংঘ মর্দ্দিনী।
স্পর্শিতা তুলসীদেবী রোগবন্ধনাশিনী॥
স্নাপিত তুলসীকৃষ্ণ শক্তিকালদংশিনী॥
রোপিতা তুলসীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ অর্পিণী।
অর্পিতা তুলসী কৃষ্ণে জীবন্মুক্তিদায়িনী॥
এই শ্রীতুলসী পদে মোর নমস্কার।
তুলসী বিহীন দ্রব্য বিষ্ণু না করে
আহার॥
হেনমতে নানা শাস্ত্রের মত উঠাইয়া।
তুলসী মহিমা দ্বিজ বর্নি শুনাইলা॥
ভাগীরথী মহিমা কহিতে আরম্ভিলা।
শুনি প্রভু নয়নাব্জ উন্মীলন কৈলা॥
দিগ্বিজয়ী কহে গঙ্গার মহিমা অপার।
বিষ্ণুপদে জন্মি বিষ্ণুপদী নাম তাঁর॥
মহাদেবের জটায় যাঁর সর্ব্বদা বিহার।
ব্রহ্মা যাঁরে পূজে দিয়া নানা উপহার॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে করিয়া নিস্তার।
মন্দাকিনী হৈলা ধরার কণ্ঠমণিহার॥

জহ্নুমুনি ধ্যানে জানি গঙ্গাতত্ত্বসার।
আচমন ছলে গঙ্গায় করিলা আহার॥
জীবের হিত লাগি পরে করিয়া বিচার।
গঙ্গা দিলা নিজ জানু করিয়া বিদার॥
গঙ্গা বিষ্ণুভক্তসমা ধরি জলাকার।
জীব উদ্ধারিতে কৈলা শক্তির সঞ্চার॥
শ্রীজাহ্নবী মাতা দয়াগুণের আধার।
স্নাতজন মাত্রের করে ত্রিতাপ সংহার॥
জীবে যদি পান করে গঙ্গা এক ধার।
নিশ্চয় দেহ অন্তে দিব্যগতি হয় তার॥
হেন গঙ্গাপদে মোর শত নমস্কার।
আসিলোঁ তোহারসহ করিতে বিচার॥
তাহা শুনি কমলাক্ষ বেদপঞ্চানন।
ঈষৎ হাসিয়া কহে মধুর বচন
অহে কবিচূড়ামনি তুহুঁ বহুদর্শী
তব যশ তরু চুড়া হৈল স্বর্গস্পর্শী।
শ্রীতুলসী গঙ্গার দিব্য মহিমা শুনিয়া।
প্রীতিরসে আবর্ত্তিত হৈল মোর হিয়া॥
কিন্তু গঙ্গার বস্তুতত্ত্বে হৈল তুয়া ভ্রম।
দ্রবব্রহ্মে কহ তুমি বিষ্ণুভক্ত সম।
স্বয়ং ভগবান জীব উদ্ধার কারণে।
দ্রব হঞা গঙ্গা নাম করিলা ধারণে॥
একদিন নারায়ণ পঞ্চাননের গানে।
দ্রব হঞা ছিলা তাহা পুরাণে বাখানে।
সুর তরঙ্গিণী গঙ্গা সাক্ষৎ দ্রবব্রহ্ম।
যার নাম স্মৃতিমাত্রে জীবের নাহি জন্ম॥
ভগবৎ স্বরূপা শক্তি গঙ্গারূপ ধরে।
শিব মৃত্যুঞ্জয় হৈলা গঙ্গা ধরি শিরে॥
গঙ্গা বিনু কোন কার্য্য না হয় সফল।
ব্রহ্মা যারে পূজি পায় নিজাভীষ্ট ফল॥
সর্ব্বজলে গঙ্গাজ্ঞান করি আরোপণ।
আপো নারায়ণ স্বয়ং কহে শ্রুতিগণ॥
একবর্ষ পরে গঙ্গাজল জীর্ণ পায়।
তাহে মৈলে জীবমাত্র শ্রীবৈকুণ্ঠে যায়॥
গঙ্গায় তুলসীর দল দেয় কৃষ্ণোদ্দেশে।
শ্রীকৃষ্ণ বিক্রীত হয় সে জনের পাশে॥
প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনি ভাবে ১ শ্যামদাস।
দিগ্বিজয়ী নাম মোর হইল বিনাশ॥
যে হউ পুছিয়ে ব্রহ্মেশ্বর নিরূপণ।
কিবা শাস্ত্র যুক্তো করে সাকার স্থাপন॥
এত চিন্তি কহে শুন বেদপঞ্চানন।
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম ইহা বেদের লিখন॥
অতীন্দ্রিয় বস্তু সেই নির্গুণ নিরাকার।
নিষ্ক্রিয় পরমব্রহ্মে নাহিক বিকার॥
তারে তুহুঁ সাকার কল্পনা কৈছে কর।
সাকার পদার্থ হয় ইন্দ্রিয় গোচর।
প্রভু কহে পরংব্রহ্ম নহে নিরাকার।
শ্রীসচ্চিদানন্দময় অনাদি সাকার॥

১। শ্যামদাস - শ্যামদাসের পরিচয় বিষয়ে অদ্বৈত মঙ্গলের ৪ অবস্থা ৩ সংখ্যার বর্ণন—শ্যামদাস আচার্য্য হয়েন রাঢ়দেশবাসী। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সেহি সর্ব্বত্র পূজ্যসি।

সর্ব্বশক্তিমান তিঁহ পরিপূর্ণতম।
সৃষ্ট্যাদির সেই সর্ব্বকারণ কারণ॥
অপ্রাকৃত দেহ তাঁর অপ্রাকৃত মন।
অপ্রাকৃত নেত্র তাঁর অপ্রাকৃত গুন॥
প্রাকৃতিক গুণের তাহে নাহিক সম্বন্ধ।
তেঁঞি তারে নির্গুণ কহয়ে শাস্ত্রবৃন্দ॥
অতীন্দ্রিয় বস্তু সেই নাহিক সংশয়।
অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় বেদ্য কভু তিঁহো নয়॥
যৈছে ফল সাকার তার রস নিরাকার।
তৈছে ব্রহ্মের অঙ্গকান্তিক নাহিক আকার॥
অপ্রাকৃত ব্রহ্ম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান
নিত্য বৃন্দাবনে সদা তাঁর অবস্থান॥
নব কৈশোর নিত্য সর্ব রসামৃত মূর্ত্তি।
মহাভাব অন্তরঙ্গাশক্তির বশবর্ত্তী॥
ভক্তিনেত্রে ঐছে রূপ করয়ে দর্শন।
পরম দয়ালু হরি ভক্ত তান প্রাণ।
তেঁই ভক্তজনে করে শুদ্ধ ভক্তিদান॥
শুষ্ক জ্ঞানপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুদুর্লভ।
ভক্তিপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অতীব সুলভ॥
ঐছে বহু সুসিদ্ধান্ত করিলা আচার্য্য।
তাহা শুনি দিগ্বিজয়ী মানিলা আশ্চর্য্য॥
এই শ্যামদাস পূর্ব্বে কাশীধামে গেলা।
বিদ্যার্থী হইয়া শিবের আরাধনা কৈলা॥
বহুদিন তপস্যাতে শিব তুষ্ট হঞা।
রাত্রিশেষে শ্যামদাসে কহিলা হাসিয়া॥
দ্বিজ তোর তপোবৃক্ষ হৈল ফলবান।
তব জিহ্বায় সরস্বতী কৈলা অধিষ্ঠান॥
আমা বিনে সুধীগণে হঞা সত্যজয়ী।
ভূ-ভারতে নাম তোর হৈবে দিগ্বিজয়ী॥
তবে দ্বিজ সর্ব্বদেশ জিনি শিবের বরে।
অবশেষে আইলা শ্রীপাট শান্তিপুরে॥
মোর প্রভু সুসিদ্ধান্তে পরাস্ত মানিয়া।
মনে ভাবে শিবের বর গেল পণ্ড হঞা॥
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী।
অহে দ্বিজ শুনহ বিচার ক্ষান্ত মানি॥
সাক্ষাৎ হরি হর এই কমলাক্ষাচার্য্য।
তেঞি ইঁহার শ্রীঅদ্বৈত নাম হৈল ধার্য্য॥
দিগ্বিজয়ী শুনি দিব্যবাক্য অপরূপ।
উর্দ্ধদিগে দৃষ্টি করি নাহি দেখে রূপ॥
দ্বিজ ভাবে ইঁহো সত্য স্বয়ং হরিহর।
ইঁহার সংহতি তর্ক মহাপাপ কর॥
এতভাবে দ্বিজ কহে সভক্তি অন্তরে।
অহে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দয়া কর মোরে॥
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের হৈল দয়ার সঞ্চার।
সিদ্ধমূর্ত্তি দেখাইলা অতি চমৎকার॥
দেখি শ্যামদাস হৈল প্রেমে কম্পবান।
কান্দে হাসে নাচে গায় হরেকৃষ্ণ নাম॥
হাসে শ্রীঅদ্বৈত দেখি দ্বিজের বৈরাগ্য।
কহে তুচ্ছ ধন্য তোর পরম সৌভাগ্য॥
যেহেতু অনন্ত শক্তিযুক্ত হরিনাম।
কহিতে গাহিতে তোর নাহিক বিশ্রাম॥

আজি মোর সুপ্রভাত শুভ প্রতিক্ষণ।
হরিনাম শুনি জুড়াইলোঁ প্রাণমন॥
কহিতেই হৈলা প্রভু প্রেমেতে বিহ্বল।
কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ বোল॥
কথোক্ষণে তাঁর বাহ্যেন্দ্রিয় স্ফুর্ত্তি হৈল।
প্রভুর মনের ভাব প্রভুই বুঝিল॥
অলৌকিক বস্তু প্রভু তাঁর দিব্যকার্য্য।
অলৌকিক বিদ্যা অলৌকিক যশোবীর্য্য॥
এই সব দেখি শুনি কবি চূড়ামণি।
যত্নে প্রভুস্থানে মন্ত্র লইয়া আপনি॥
কৃষ্ণমন্ত্র পাঞা তিঁহো প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
প্রভু পদে দণ্ডবৎ করি স্তুতি কৈলা॥
অহে প্রভু তোঁহার মহতী কৃপাবলে।
কর্ম্মবন্ধ হৈতে মুক্ত হৈনু অবহেলে॥
তবে দ্বিজ কৃষ্ণার্চ্চনের প্রণালী শুনিলা।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়ি প্রেমে মগ্ন হৈলা॥
প্রভু কহে তোর নাম ভাগবতাচার্য্য।
শ্যামদাস কহে তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য॥
দিন কত পরে প্রভু আদেশ লইয়া।
দেশে গেলা দ্বিজ প্রভুপদে প্রণমিয়া॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত ভক্ত অবতার
মনে ভাবে কৈছে জীব হইবে উদ্ধার॥
অদ্যাপি না হৈলা প্রকট স্বয়ং ভগবান।
কেবা জীবে প্রেমভক্তি করিবে প্রদান॥
ভাবিতে আছেন প্রভু এ হেন কালেতে।
দিব্যসিংহ রাজা আইলা শ্রীলাউড় হৈতে॥
পূর্ব্বে প্রভুর হিল্লোলে তার ভ্রম দূরে গেল।
বৈষ্ণব হঞা সেই রাজা প্রভুস্থানে আইল॥
তানে দেখি শ্রীঅদ্বৈত কৈলা গাত্রোত্থান।
রাজা কহে প্রভু মোরে কর ভৃত্যজ্ঞান॥
এত কহি প্রভুপদে দণ্ডবৎ হঞা।
দৈন্যস্তুতি কৈলা প্রভুর তত্ত্ব উঘারিয়া॥
প্রভু কহে উঠ উঠ তুহু কৃষ্ণদাস।
সেই হৈতে রাজার নাম হৈল ১ কৃষ্ণদাস॥
দশ বৎসর ভক্তিশাস্ত্র পড়ি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর বলি হৈল সুবিশ্বাস॥
শক্তিমন্ত্র ছাড়ি গ্রহণ কৈলা বিষ্ণুমন্ত্র।
প্রভু কহে আজি তোর হৈল বিষ্ণুতন্ত্র॥
কৃষ্ণদাস কহে তুহুঁ দয়ার সাগর।
মো পাষণ্ডে উদ্ধারিলা বড় চমৎকার॥

১ কৃষ্ণদাস — কৃষ্ণদাসের নাম কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী হয়। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া অপ্রকট হন। এতদ্বিষয়ে অদ্বৈত মঙ্গল ২ অবস্থা ২ সংখ্যার বর্ণন—
"কৃষ্ণদাস বিদায় হইয়া গেলা বৃন্দাবন সিদ্ধিবট প্রাপ্তি তাঁর হইল ততক্ষণ।"

এবে আজ্ঞা কর মোরে বিরলেতে যাও।
কৃষ্ণনাম জপি সদা পরাণ জুড়াও ॥
এত কহি সুরধুনী তারে উত্তরিয়া।
কিছুদিন বাস কৈলা ঝুপড়ী বান্ধিয়া ॥
বহু পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত কৈলা বাটি।
তদ্‌বধি গ্রামের নাম হৈল ফুল্লবাটি ॥
ভক্তিবলে হৈলা তিহোঁ প্রভুর কৃপা
পাত্র।
সংস্কৃতে রচিলা প্রভুর বাল্যলীলা সূত্র ॥
শেষাবস্থায় কৃষ্ণদাস ব্রজধামে গেলা।
ভক্তিনেত্রে কৃষ্ণ দেখি সিদ্ধি প্রাপ্ত
হৈলা ॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দরাম ভক্তগণ সাথ ॥
এবে শুন ব্রহ্ম হরিদাসের বিবরণ।
সংক্ষেপেতে কিছু মুই করিমু বর্ণন ॥
শ্রীধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
নরলীলা কৈলা করি গোপ অভিমান ॥
একদিন গোষ্ঠলীলায় শ্রীনন্দনন্দন।
গোপাল উচ্ছিষ্ট ফল করিলা ভোজন ॥
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেখি সেই ব্যবহার।
মনে ভাবে ইঁহো নহে বিশ্বমূলাধার ॥
ইহার প্রকৃতি দেখি মনুষ্য আকার।
ঈশ্বর হইলে কাহে হৈবে ভ্রষ্টাচার ॥
এত চিন্তি ধ্যানযোগে দেখে দিব্যনেত্রে।
স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র বিরাজিত ব্রজক্ষেত্রে ॥
পুন দেখে কৃষ্ণ করে উচ্ছিষ্ট ভোজন।
ভাবে ইঁহো কৃষ্ণ নহে অন্য কোনজন ॥
কৃষ্ণ মায়ায় মোহ হঞা শ্রীচতুরানন।
মায়াতে গোপাল বৎসে করিলা হরণ ॥
মূল নারায়ণ জ্ঞাত হঞা ব্রহ্মার কার্য্য।
করিলা অপূর্ব্ব লীলা রামের আশ্চর্য্য ॥
আত্মশক্তি বিস্তারিয়া কৃষ্ণ বহুরূপে।
গোবৎস গোপাল হৈলা পূর্ব্ব অনুরূপে ॥
পূর্ব্বমতে লীলা কৈলা যোগী অগোচর
ক্রমেতে মনষ্যমানের হৈল সঙ্গৎ সব ॥
ইতিমধ্যে ব্রহ্মা আসি অপূর্ব্ব দেখিলা।
পূর্ব্বমত করে কৃষ্ণ গোচারণ লীলা ॥
ব্রহ্মা ভাবে বৎস বালক পাইল
কোথায়।
মুঞিত রাখিয়াছিনু আছয়ে তথায় ॥
তবে জ্ঞাননেত্রে দেখে শ্রীচতুরানন।
বৎস গোপালরূপ কৃষ্ণ করিলা ধারণ ॥
ব্রহ্মা ভাবে মুঞি মূঢ় কৃষ্ণ না চিনিনু।
গোবৎসাদি চুরি করি পাতকে ডুবিনু ॥
অপরাধ ক্ষমা করাইমু স্তব করি।
এত চিন্তি আইলা বিধি যাঁহা স্বয়ং হরি ॥

কৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব জানাইতে বিধাতারে।
অলৌকিক পুরী সৃষ্টি কৈল। যার৷ দ্বারে॥
দিব্য সিংহাসনে বসি করিলা স্মরণ।
ব্রহ্মাবিষ্ণু পঞ্চানন আইলা অগণন॥
মহাবিষ্ণুরগণ আইলা অনন্ত বদন।
সভে আসি কৃষ্ণপদে লইলা স্মরণ॥
চতুর্ম্মুখ প্রথম দ্বারেতে উপনীত।
সেই দ্বার অষ্টানন ব্রহ্ম সুরক্ষিত॥
চতুর্ম্মুখে দেখি হাসি কহে অষ্টানন।
কে তুমি যাইবা কতি কহ বিবরণ॥
চতুর্ম্মুখ কহে মুঞি ব্রহ্মা নাম ধরি।
গোপরূপী কৃষ্ণে দেখিবারে বাঞ্ছা করি॥
তাহা শুনি উচ্চ হাসি কহে অষ্টানন।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আছে না শুনি কখন॥
স্বয়ং নারায়ণের সৃষ্টির নাহি ওর।
মুঞি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাজ্ঞান আজি গেল মোর॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া চতুর্ম্মুখ ভাবে মনে।
অষ্টমুখ ব্রহ্মা আছে কেবা ইহা জানে॥
তবে ব্রহ্মা শুষ্কমুখে কহে করযোড়ে।
কৃষ্ণদর্শন করাইয়া ধন্য কর মোরে॥
অষ্টমুখ কহে মুঞি হঙ ক্ষুদ্র ব্রহ্মা।
আর বহুদ্বারে আছে মহৎ বিশ্বকর্ম্মা॥
দ্বার ছাড়ি দিতে তুহুঁ করিছ মিনতি।
কৃষ্ণ আজ্ঞা বিনু কাহার নাহিক শকতি॥
যাইতে কৃষ্ণকান্তঃপুরে দ্বীজের বাধা নাঞি।
আসিব সন্দেশহর রহ এই ঠাঞি॥
কহিতে কহিতে আইলা অনন্ত বদন।
কৃষ্ণের মহিমা সদা করয়ে কীর্ত্তন॥
তান অলৌকিক রূপ দেখি কমলজ।
দণ্ডবৎ করি লৈলা চরণের রজ॥

শ্রীঅনন্তদেব কহে তুহুঁ কোন জন।
বিধি কহে মুঞি ব্রহ্মা চতুর আনন॥
আমি আছোঁ করিতে শ্রীকৃষ্ণ দরশন।
মো অধীনে লঞা যাহ করি কৃপেক্ষণ॥

শ্রীঅনন্ত কহে তুমি দেহ পরিচয়।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সংখ্যা কে করে নির্ণয়॥
বিধি ভাবে কিমাশ্চর্য্য বিধাতাই অসংখ্যা।
মুঞি ক্ষুদ্র করিতে চাঙ কৃষ্ণতত্ত্বের সংখ্যা॥

এবে কিবা পরিচয়ে পাঙ পরিত্রাণ।
ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মা হৈলা হতজ্ঞান॥

কৃষ্ণ কৃপাবলে ব্রহ্মা পাইয়া চেতন।
কহে সনৎকুমারাদি মোর পুত্রগণ॥
শ্রীঅনন্ত কহে ভাল চিনিনু বিশেষ।
শ্রীগোলোকে দেখি আছে শুদ্ধ যোগীবেশ॥
চতুর্ম্মুখ ভাবে মুঞি মহা ভাগ্যবান।
কোটি পুণ্যে লভ্য হৈল এহেন সন্তান॥

যৈছে সাগর হৈতে হৈল সুধাংশু
উৎপন্ন।
তৈছে আমা হৈতে ঋষিগণ অবতীর্ণ॥
কৃষ্ণদাসের অবিচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে।
মৃত্যুসম লজ্জা হৈতে মুক্ত হৈনু এবে॥
তবে দুই কর যুড়ি কহে চতুর্ম্মুখ।
কৃপা করি দেখাহ দুর্লভ চন্দ্রমুখ॥
শ্রীঅনন্ত কহে শ্রীমুখের আজ্ঞা বিনে।
কার সাধ্য আছে যাইব কৃষ্ণলীলা স্থানে
এত কহি তেঁহো যাঞা শ্রীগোবিন্দ
পাশে।
কহে সনৎকুমার পিতা আছে দ্বারদেশে॥
শ্রীগোবিন্দ কহেন আনহ তারে হেথা।
এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সেই হয় ধাতা॥
শ্রীঅনন্তভাবে কৃষ্ণদাসের পিতা ধন্য।
সাধুপুত্র প্রভাবে বিবিক্তি হৈল মান্য॥
তবে শ্রীঅনন্ত পুন ঝাট তাঁহা আইল।
দ্বিতীয় দ্বারেতে ব্রহ্মায় সঙ্গে করি গেলা॥
তাহে দ্বারী হয় ব্রহ্মা ষোড়শ আনন।
দেখি চতুর্ম্মুখ কাহে এই কোন জন॥
সঙ্কর্ষণ কহে ইহো হয় এক ব্রহ্মা।
মহাভাগবত কৃষ্ণের দ্বারী বিশ্বকর্ম্মা॥
এইমত আছে আর দ্বার শত শত।
ক্রমে বহুমুখী ব্রহ্মা দ্বারীকে নিযুক্ত॥
মূল শ্রীমন্নারায়ণের সৃষ্টির নাহি পার।
মো হতে প্রধান কত তাঁর পরিকর॥
কহিতে শুনিতে বহুদ্বার উত্তরিলা।
গোবিন্দ-চিন্ময়ী সভায় উপনীত হৈলা॥

সভামধ্যে দেখে ব্রহ্মা শিব আগমন।
কত বিপ্লবাজ বিষ্ণু মহাবিষ্ণুগণ॥
দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব কত শত ষড়ানন।
শতাৰ্ব্বুদ ইন্দ্র আর শ্রীঅনন্তগণ॥
কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য্য কে করে গণন।
মূর্তিমান বেদবৃন্দ করয়ে স্তবন॥
অলৌকিক কৃষ্ণতেজ অতি চমৎকার।
কোটি কোটি সূর্য্যপ্রভা করয়ে ধিক্কার॥
নবীন নীরদবর্ণ পদ্ম সূর্য্যাকার।
কৃষ্ণতেজে লক্ষ নাহি হয় কৃষ্ণাকার॥
কোটি কোটি মহামরকত মণিশৈল।
সমদিকে নহে কৃষ্ণতেজ সমতুল॥
পরমাহ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণ বামপাশে।
অলৌকিক তেজ তাঁর ত্রিলোক প্রকাশে॥
শতকোটি স্বর্ণপদ্ম চন্দ্রতেজ হৈতে।
উজ্জ্বল রাধাঙ্গ তেজ কৃষ্ণমন মাতে॥
কত শত নব গোপাঙ্গনে ঐশ্বর্যগতি
ধিক্কার করিয়া শোভে রাধা অঙ্গ জ্যোতি॥
ললিতাদি সখীগণ চৌদিকেতে ঘেরা।
তাঁহে প্রেম আস্বাদয়ে হঞা সেবাপরা॥
সভা দেখি কম্পিত হইয়া চতুর্বক্ত্র।
রাধাকৃষ্ণ নাহি দেখে দিব্য তেজমাত্র॥
শ্রীঅনন্তে স্তব করি কহে পিতামহ।
কঁহা শ্রীগোবিন্দ মোর দর্শন করাহ॥
শেষ কহে হৈলা কৃষ্ণ-দর্শনে বঞ্চিত।
গোবৎস চৌর্য্যাপরাধ নহে অকিঞ্চিত॥

শুনি বিধি মহা অপরাধ স্বীকারিয়া।
কৃষ্ণে বহু স্তুতি কৈলা অশ্রুমুখ হঞা।
ভক্তপ্রিয় শ্রীমাধব দয়ার সাগর।
তুষ্ট হৈলা শুনি ব্রহ্মা-স্তুতি বহুতর॥
তবে ব্রহ্মায় দেখাইয়া নিজ নিত্যমূর্ত্তি।
কহে গো-হরণ পাপ তোহে হৈল স্ফুর্ত্তি॥
কলিযুগে যবনত্ব হইবে তোহার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেখি পাইবা নিস্তার।
কৃষ্ণরূপ দেখি ব্রহ্মা চমৎকার হৈলা।
আজ্ঞা শুনি প্রেমানন্দ সাগরে ডুবিলা।
রাধা শ্যামে শত অষ্ট অঙ্গে প্রণমিয়া।
নিজধামে গেলা বিধি কৃষ্ণ আজ্ঞা পাঞা॥
তবে কলিযুগাগত দেখি ১পদ্মযোনি।
অবনীতে অবতীর্ণ হইলা আপনি॥
ত্রয়োদশ শত দ্বিসপ্ততি শকমিতে।
প্রকট হইলা ব্রহ্মা বুড়ন গ্রামেতে॥
কেহ কেহ হরিদাসে প্রহ্লাদাবতার।
প্রভু কহে দোঁহে মিলি হয় একাকার॥
জীব নিস্তারিতে মুখ্য তান পরকাশ।
খিয়াতি যবন মাত্র নহে তদাভাস॥
যবন পালিত বিভু দুগ্ধমাত্র খায়।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় কোটি ইন্দুপ্রায়॥
ব্রহ্ম হরিদাস লোক জাতিস্মর হয়।
পূরব সংস্কারে সদা হরিনাম লয়॥
পঞ্চম বৎসরে শিশু গৃহত্যাগ কৈল।
বহুস্থান ভ্রমিয়া শ্রীশান্তিপুরে আইল॥
শ্রীঅদ্বৈত স্থানে আসি হৈলা উদয়।
আজানুলম্বিত বাহু তেজপুঞ্জ কায়॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ হয় সর্ব্বজ্ঞান খনি।
দেখি সেই নরাকৃতি বিধাতারে চিনি॥
নরলীলা অনুসারে কহে হরিদাসে।
তুমি কোন জাতি ইহা আইলা কিবা আশে॥
ব্রহ্ম হরিদাস কহে মুঞি ম্লেচ্ছাধম।
আসি আছোঁ তুয়াপদ করিতে দর্শন॥
প্রভু কহে ইহা রহি করহ বিশ্রাম।
ধর্ম্মশাস্ত্র পড় সিদ্ধ হৈব মনস্কাম॥
হরিদাস কহে ভাগ্যে দয়াসিন্ধু পাইনু।
ইহার হিল্লোলে মনপ্রাণ জুড়াইমু॥
তবে হরিদাস প্রভূ অদ্বৈতের স্থানে।
ব্যাকরণ সাহিত্যাদি পড়িলা যতনে॥
ক্রমে দর্শনাদি পড়ি হইল ব্যুৎপত্তি।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়ি পাইলা শুদ্ধভক্তি॥
শ্রুতিধর হরিদাসের মহিমা অপার।
শ্লোক অর্থ কৈল তার কণ্ঠ মণিহার॥
একদিন হরিদাস বিরলে বসিয়া।
প্রভুস্থানে কহে ভক্তি বিনয় করিয়া॥
জানিলাঙ তুহু সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার।
তোমা বিনু অধমতারণ কেবা আর।

১। পদ্মযোনি—ব্রহ্মা।

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র তার দৈন্য উক্তি শুনি।
কহে শুন বৎস ধর্ম্মশাস্ত্রসিদ্ধ বাণী॥
কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি॥
অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়॥
সেই জাতি লোপ হঞা দ্বিজাদেশ হয়॥
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই হয় সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ যেই সেই নরাধম॥
গোপী ভাব বিনু না পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ।
সেই ভাবে পায় প্রেম অমূল্য রতন॥
হরিদাস কহে অবিচিন্ত্য গোপীভাব।
কোটি জন্মের পুণ্যে জীবে না হয় আবির্ভাব॥
সহজ উপায় প্রভু কহ প্রকাশিয়া।
কৈছে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় মায়া পার হঞা॥
প্রভু কহে তোর কিছু নাহি অগোচর।
তথাপি করিলা মোরে আচার্য্য স্বীকার॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম।
নামব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ॥
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়।
তৈছে নামব্রহ্মের শক্তি নিত্যসিদ্ধ হয়॥
নামাভ্যাসে জীবমাত্রের ত্রিতাপ না রয়।
নাম উচ্চারণে মায়াবন্ধন খণ্ডয়॥
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
ব্রহ্মাণ্ডে সদ্বস্তু নাহিঁ নামের সমান॥
নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন।
অবিশ্রান্ত নাম জপে পায় প্রেমধন॥
প্রেম কল্পবৃক্ষের ফল স্বয়ং ভগবান।
বৃক্ষ স্থায়ী হৈলে ফল হয় বিদ্যমান॥
নামী হৈতে নাম বড় কৃষ্ণ উক্তি হয়।
সর্ব্ব অপরাধ নাম গ্রহণে খণ্ডয়॥
অতএব নামব্রহ্ম গ্রহণ উত্তম।
নামে রুচি হৈলে হয় অভীষ্ট পূরণ॥
শ্রীবৈষ্ণব গুরু উপদেশ নাহি যার।
কোটিযুগে কৃষ্ণসিদ্ধি নাহি হয় তার॥
শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম হয় সর্ব্বধর্ম্ম সার।
তার মধ্যে নিরাশ্রমীর মহিমা অপার॥
ভিক্ষুক আশ্রমে সর্বত্যাগের লক্ষণ।
ডোর কৌপীনাদি ধরিবেক দ্বিজগণ॥
আনে যদি হয় ঐছে বৈরাগ্যের উদয়।
তাহে যদি ভাগ্যে কৃষ্ণভক্তি উপজয়॥
তবে সেহ করিবেক তদনুকরণ।
অযত্নতা বেশ মধ্যে তাহার গণন॥
এ হেন বিশুদ্ধ চিহ্ন যে জন ধরিবে।
রাধাকৃষ্ণ পদ সেই অবশ্য পাইবে॥
এত কহি তার মস্তকাদি মুণ্ডাইয়া।
তিলক তুলসীমালা দিলা পরাইয়া॥
কটিতে কৌপীন ডোর দিলেন বান্ধিয়া।
নাম দিলা প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া॥
গঙ্গার গহ্বরে পাঞা নাম চিন্তামণি।
প্রেমেতে মাতিলা শ্রীবৈষ্ণব চূড়ামণি॥

সংজ্ঞা পাঞা অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবৎ কৈলা।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি বস্তু বলি প্রভু বর দিলা॥
প্রভু বলে তোর নাম ব্রহ্মহরিদাস।
হরিদাস কহে মুঞি হঙ তব দাস॥
তবে তিহোঁ দৈন্যবেশ করিয়া ধারণ।
তিন লক্ষ নাম জপের করিলা নিয়ম॥
নাম সমাপিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার।
অলৌকিক কার্য্য তাঁর লোকে চমৎকার॥
একদিন শুন এক আশ্চর্য্য কথন।
ব্রহ্মহরিদাস করে নাম সংকীর্ত্তন॥
হেমকালে আসি এক তর্কচূড়ামণি।
কহে এই বেটা বাউল হৈল অনুমানি॥
তাহা শুনি কহে সুপণ্ডিত কৃষ্ণদাস।
নাম প্রেমোন্মত্ত ইহার নাহি দুঃখাভাস॥
সচিন্ময়ী সরস্বতী ইহার জিহ্বায়।
অবিশ্রান্ত হরিনাম স্ফুরণ করায়॥
ইহার হৃদয়ে সর্ব্বশাস্ত্র অধিষ্ঠান।
গুরু আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মহরিদাস নাম॥
হেনকালে হরিদাসের নাম পূর্ণ হৈল।
সগর্ব্বেতে চূড়ামণি তারে প্রশ্ন কৈল॥
ব্রহ্মের সকার আর নিরাকার কয়।
ইথে সত্য অনাদি কারণ কেবা হয়॥
সৃষ্টি কাহে করে সেই ব্রহ্ম পরাৎপর।
সেই সৃষ্টি হয় আবার বহুত প্রকার॥
সুখ দুঃখ তারতম্য জীবে দেখি কাহে।
ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব হেতু দোষ ব্যাপে তাহে॥

শুনি হরিদাস দৈন্যে কহে মিষ্টবাণী।
কহিবারে চাও কিছু মুঞি ক্ষুদ্রপ্রাণী॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত জীউ রহু মধ্যবর্ত্তী।
দয়া করি শুনহ ভূসুর চক্রবর্ত্তী॥
সচ্চিৎ আনন্দ ব্রহ্ম অনাদি ঈশ্বর।
নিত্যসিদ্ধ সাকার তিহোঁ শাস্ত্রে পরচার।
তান অঙ্গ কান্তি সর্ব্বব্যাপী নিরাকার।
যৈছে এক সূর্য্যতেজ ব্যাপী চরাচর॥
পরব্রহ্মের নিত্যরূপ জ্ঞানী নাহি জানে।
তেঞি তরঙ্গ কান্তিরে ব্রহ্ম বলি মানে।
ভাগ্যে ভক্তজনে দেখে নিত্যসিদ্ধ মূর্ত্তি
শুদ্ধভক্তি বেদ্য সে রূপ আনে নাহি স্ফূর্ত্তি॥
যৈছে সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম নিত্য হয়।
সৃষ্টির নিত্যত্ব তৈছে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
প্রকটাপ্রকট তার কালেতে ঘটয়।
ঈশ্বরের নিয়ম ইহা নিত্যসিদ্ধ হয়॥
মহাপ্রলয়ান্তে যৈছে সৃষ্টির পতন।
সংক্ষেপে তাহার সূত্র করি বিজ্ঞাপন॥
নিত্যানন্দ আস্বাদন করে শ্রীচৈতন্য।
সর্বকারণের কারণ সেই অগ্রগণ্য॥
তান আলোচনা মাত্র মায়া পাঞা জ্ঞান।
সৃষ্টি করে বহুবিধা বেদেতে প্রমাণ॥
স্বতন্ত্রা অবিদ্যা করে স্বেচ্ছামত কার্য্য।
সেই হেতু নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বেদে ধার্য্য॥

মায়াবৃত জীব আত্মকর্ম্ম অনুসারে।
নানা যোনি ভ্রমি সুখদুঃখ ভোগ করে॥
ইথে পরব্রহ্মে না হয় বিষমতা দোষ।
বিচারিয়া দেখ সত্য না করিও রোষ॥
এ সভ সিদ্ধান্ত শুনি দ্বিজ চমৎকার।
শ্রীঅদ্বৈত আইলা তাঁহা কোটি সূর্য্যাকার॥
তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখি দ্বিজবর।
প্রভুকে প্রনাম কৈলা করি যোড়কর॥
প্রভু কহে কাহে দৈন্য কর মহাশয়।
দ্বিজ কহে প্রভু তব পাইনু পরিচয়॥
প্রভু কহে মুঞি দীন নাহি কিছু শক্তি।
দ্বিজ কহে তুহুঁ পাপহন্তা বিশ্বপতি।
দয়ামৃতসিন্ধু প্রভুর দয়া উপজিল।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণমন্ত্র দিল॥
অষ্ট অঙ্গে প্রণমিলা শ্রীযদুনন্দন।
প্রভু কহে লভ্য হউ কৃষ্ণ প্রেমধন।
১শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য প্রভু এক শাখা।
তর্কচূড়ামণি আখ্যা সর্ব্বস্থানে বাখ্যা॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম যার অধিকার।
প্রভুর কৃপায় পাইলা ভক্তিতত্ত্ব সার॥
ব্রহ্মহরিদাস স্বামীর অলৌকিক শক্তি।
হরিনাম জপি পাইলা শুদ্ধ প্রেমভক্তি॥
প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করে।
মননে জিহ্বায় জপে আর উচ্চৈঃস্বরে॥
তবে শ্রীমহাপ্রসাদ করিলা গ্রহণ।
প্রভুমুখে কৃষ্ণতত্ত্ব করে আস্বাদন॥
হরিদাসের সদাচারে সদা স্মৃতি যার।
অবশ্য কৃষ্ণভজনে মতি হয় তার॥
ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর দয়ার ভাণ্ডার।
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে সপ্তমোঽধ্যায়॥

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দরাম ভক্তগণ সাথ॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ লঞা।
গঙ্গাস্নান করি করে নিয়মিত ক্রিয়া॥

১। শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য—শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য সপ্তগ্রামবাসী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীগুরুদেব। তথাহি—চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তে ৬ পরিচ্ছেদ।

যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয়েন পুরোহিত॥
অদ্বৈতাচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ হন।

হেনকালে নৌকাযোগে নৃসিংহ ভাদুড়ী।
সেই ঘাটে আইলা দুইকন্যা সঙ্গে করি ॥
নৌকা মধ্যে ছিলা সীতা সতী রূপবতী।
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি হঞা হৃষ্টমতি ॥
মনে ভাবে ঐছে রূপ জীবে না হয় স্ফুর্ত্তি।
জাম্বুনদ স্বর্ণকান্তি জিনিয়া শ্রীমূর্ত্তি ॥
আজানুলম্বিত বাহুর অগ্রে পদ্মাকার।
অঙ্গুলি বিরাজে চম্পক কলিকা আকার ॥
সুকমল সম শ্রীচরণ সুকোমল।
দেখি মোর ফুল্ল হৈল হৃদয়কমল।
এই মহাপুরুষে সঁপিনু দেহ প্রাণ।
ইহারে না পাঙ যদি ছাড়িমু পরাণ।
এত ভাবি নিক্ষেপিয়া নয়ন চকোর।
পান কৈলা প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্রকর ॥
সীতার প্রকাশ রূপা শ্রীশ্রীঠাকুরাণী।
রূপে লক্ষ্মীসমা সাধ্বী সীতার ভগিনী ॥
প্রভুর রূপ দেখি তিঁহো আনন্দ অন্তরে।
কহে দিদি রূপের হাট দেখ গঙ্গাতীরে।
যৈছে কোটি পূর্ণচন্দ্র ধরি স্বর্ণবর্ণ।
একত্রে ভূতলে আসি হৈলা অবতীর্ণ।
অঙ্গের সদগন্ধ কিবা অলৌকিক হয়।
কোটি প্রফুল্লিত পদ্মগন্ধে কৈলা জয়।
অতুল্য উজ্জ্বল সুশ্রী বদনমণ্ডল।
দৃষ্টিমাত্র মন প্রাণ করয়ে শীতল
এ হেন পুরুষ যেই নারীর হয় পতি।
ধন্য তার নারীজন্ম সেই ভাগ্যবতী ॥
তবে শ্রীমান্ নৃসিংহ ভাদুড়ী দ্বিজমণি।
প্রভুরে দেখিয়া আপনারে ধন্য মানি ॥
যথাবিধি কৈলা তাঁরে দৈন্য সম্ভাষণ।
দ্বিজ দেখি প্রভু কহে নমো নারায়ণ।
মৃদুভাষে শ্রীঅদ্বৈত পুছে পরিচয়।
ভাদুড়ী বরেণ্য কহে করিয়া বিনয় ॥
নারায়ণপুর গ্রামে মোহর বসতি।
ভাদুড়ী উপাধি মোর শ্রীনৃসিংহ খ্যাতি ॥
লোকমুখে শুনি তুয়া অলৌকিক গুণে।
হেথ আইনু তব সিদ্ধমূর্ত্তি দরশনে।
বহুদিনের সাধ ছিল তোহারে দেখিতে।
আজি বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল অনেক ভাগ্যেতে
প্রভু কহে মুঞি দীন কি মোর শকতি।
ধন্য কর মোর গৃহে করিয়া অতিথি ॥
শ্রীনৃসিংহ কহে তুহুঁ সাক্ষাৎ সদাশিব।
তুয়া বাঞ্ছা লঙ্ঘিতে পারয়ে কোন্ জীব।
এত কহি ভাদুড়ী দুইকন্যা সঙ্গে করি।
আনন্দিত মনে গেল অদ্বৈতের বাড়ী ॥
প্রভু তানে যথাবিধি সৎকার করিলা।
ভাগ্যে প্রভুর চতুর্ভুজ ভাদুড়ী দেখিলা ॥
মনে ভাবে আজি মোর জনম সফল
আজি মোর উপজিল কোটি পুণ্যের ফল ॥

যা শুনিয়াছিনু তাহা দেখিনু প্রত্যক্ষ।
কন্যার উপযুক্ত পাত্র এই হয় লক্ষ্য॥
যৈছে দুই জতু জ্বালে হয় এক কায়।
তৈছে মিথুনের মনে হৈল প্রেমোদয়॥
সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হয় মন অভিলাষ।
যদি হরি করে মোরে দয়া পরকাশ॥
তবে সর্ব্ব অন্তর্য্যামী শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
দিব্যশক্তি দ্বারে স্বয়ং হইলা রাজেন্দ্র॥
অট্টালিকাময় হৈল অদ্বৈতের বাড়ী।
নানা পুষ্প সুশোভিতা যৈছে ইন্দ্রপুরী॥
শান্তিপুর ধাম দিব্য সদ্গন্ধে মোহিলা।
রত্নসিংহাসনে প্রভু অদ্বৈত বসিলা॥
জাম্বুনদ হেমনিন্দি প্রভুর কলেবর।
বহু চন্দ্রকান্তি জিনি রূপ মনোহর॥
শিরে মানিক মুকুট করেতে কেয়ূর।
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে শ্রীপদে নূপুর॥
শুক্ল পট্টাম্বর দুই পরিধানোত্তরী।
অঙ্গে বিলেপন অগুরু চন্দনকস্তুরী॥
শুক্লমাল্যে কণ্ঠ বক্ষ অপূর্ব্ব শোভিল।
চতুর্দ্দিগে দাস-দাসীগণ দাণ্ডাইলা॥
পাত্র-মিত্রগণ প্রভুর নিকটে বসিলা।
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য মুচ্ছুদ্দি হইলা॥
মুনসি হইলা ভেল পণ্ডিত কৃষ্ণদাস।
মন্ত্রীপদে রহিলা শ্রীব্রহ্মহরিদাস॥
মধ্যস্থ ঘটক শ্রীমান্ শ্যামদাসাচার্য্য।
যাহার কৌশলে এই বিবাহ হৈল ধার্য্য॥
সভা দেখি শ্রীনৃসিংহ বিস্ময় মানিলা।
হেনকালে ১ শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহা আইলা॥
নারদাবতার গৌরলীলার সহায়।
অন্তর্যামী শক্তি যাঁর কৃষ্ণের কৃপায়॥

১। শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনেই গৌরাঙ্গের প্রেমলীলার সূচনা। শ্রীহট্ট নিবাসী জলধর পণ্ডিতের পাঁচপুত্র—নলিনী, শ্রীবাস, রামাই, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। কৈশোরে নবদ্বীপে বাস করেন। প্রথম জীবনে চরম উশৃঙ্খল ছিলেন। দৈব পুরুষের সতর্কবাণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের সূচনা করেন। বর্ষপূর্ণ দিনে মৃত্যু ঘটিলে সেই সময় নারদ শক্তি আরোপিত হইয়া পুনর্জীবিত হন। তারপর মাধবেন্দ্রপুরী সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশে সংকীর্ত্তন রসানন্দে বিভোর হন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে কুমারহট্টে আসিয়া অবস্থান করেন। বৃন্দাবন যাত্রাছলে কুমারহট্টে শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া শ্রীবাসের তাপিত হৃদয় শীতল করেন। শ্রীবাসের অন্তর্দ্ধানকাল সঠিক জানা যায় না

দ্বিজ শুদ্ধভক্তিদাতা সদা কৃষ্ণাবেশ।
নবদ্বীপে আবির্ভাব দয়ালু বিশেষ ॥
সদা হরি বিনু মুখে নাঞি অন্য বোল।
প্রভু তানে দেখি ঝাট উঠি দিলা কোল ॥
শ্রীবাস প্রভুরে করি যুক্ত সম্ভাষণ।
সভাতে বসিয়া কহে শুন সর্ব্বজন ॥
এই শ্রীঅদ্বৈত হরি অভিন্নাঙ্গ হয়
জীব নিস্তারিতে হৈলা ধরাতে উদয় ॥
ইঁহার মহিমা মুঞি ক্ষুদ্র কিবা জানি।
কিঞ্চিৎ মহত্ত্ব জানে স্বয়ং পদ্মযোনি ॥
এই যে শ্রীনৃসিংহ ভাতুড়ী মহাশয়।
ক্ষীরোদ হিমালয় মিলি হইলা উদয় ॥
সাধু সত্যবাদী ইঁহ সাত্বিকাগ্রগণ্য।
ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ কুলীনের মান্য ॥
সীতানামে কন্যা ইঁহার পৌর্ণমাসী সেই
ব্রজে কৃষ্ণলীলা ঘটায় যোগমায়া যেই ॥
অযোনিসম্ভবা সীতা নাহি জানে লোকে।
নৃসিংহ পাইলা বহু পুণ্যফল পাকে ॥
সংক্ষেপেতে কহি সীতাদেবীর প্রকাশ।
যাহার শ্রবণে সর্ব্ব পাপ হয় নাশ ॥
নারায়ণপুরে বাস নৃসিংহ ভাতুড়ী।
কুলীন ব্রাহ্মণ সদা পর উপকারী ॥
প্রত্যহ করয়ে নারায়ণ দেবার্চ্চন।
স্বয়ং করে শ্রীতুলসী কুসুম চয়ন ॥
সেই গ্রামের সন্নিধানে এক দেবখাতে।
বহুতর পদ্মপুষ্প বিকশিত তাথে ॥
সদগন্ধে আমোদ হৈল নগরাভ্যন্তরে।
ঘ্রাণ পাঞা শ্রীনৃসিংহ আনন্দ অন্তরে ॥
ভাবে এই সুরভি বায়ু বিল হইতে আইল।
অনুমানি বহু পদ্ম বিলেতে ফুটিল ॥
পদ্মপুষ্পে যেই করে নারায়ণার্চ্চন।
দেহান্তে সেই করয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন ॥
তবে শুদ্ধাচারী শ্রীনৃসিংহ যাঞা বিলে।
বাছিয়া বাছিয়া বহু পদ্মপুষ্প তোলে ॥
তুলিতেই দেখে এক শতদল পদ্ম।
পদ্ম মধ্যে কন্যা এক পদ্ম তাঁর সদ্ম ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কন্যা রূপে সৌদামিনী।
রাধামাধবের নিত্যলীলা সহায়িনী।
কন্যা দেখি ভাবে ইঁহো বুঝি শ্রীকমলা।
অঙ্গকান্তি সূর্য্যপ্রভা হৈতে সমুজ্জ্বল ॥
চতুর্ভুজা পদ্মগণ শ্রীঅঙ্গে শোভয়।
চন্দ্রগণ হইয়াছে নখেতে উদয় ॥
এ হেন অপূর্ব্ব রূপ কভু দেখি নাই।
পদ্মসহ কন্যারত্ন লঞা গৃহে যাই ॥
তবে সেই মহৎ পদ্ম করি উত্তোলন।
ক্রোড়ে করি বেগে ঘরে করিলা গমন ॥
ঈশ্বরেচ্ছায় সেইদিন নৃসিংহ মহিলা।
শ্রীরূপা নাম্নি এক কন্যা প্রসবিলা।

সূতিগৃহে ভার্য্যারে ভাদুড়ী হৃষ্টমনে।
পদ্ম মধ্যে কন্যা দেখাইলা সংগোপনে॥
নৃসিংহ মহিমার নাম নরসিংহী হয়।
সাধ্বী পুণ্যবতী লক্ষ্মী মেনকা নিশ্চয়॥
অপরূপ কন্যা দেখি বিস্ময় মানিলা।
নৃসিংহে মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলা॥
অহে প্রভু এই কন্যা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
রূপে করিয়াছে আলো অরুণ সমান॥
মায়া করি আসিয়াছে বুঝি মহামায়া।
কন্যাভাবে রহে যদি তবে জানি দয়া॥
পরস্পর দম্পতি এইরূপে আলাপিতে।
দেবী জাতশিশু সমা হৈলা আচম্বিতে॥
লোকে সুবিখ্যাত হইল যমজ দুহিতা।
দেখিতে আইল কত গ্রামের বণিতা॥
সভে কহে দুই কন্যা লক্ষ্মীর সমান।
সীতা বড় শ্রী কনিষ্ঠ কৈল অনুমান॥
শ্রীসীতার লীলা যত কে বর্ণিতে পারে।
পঞ্চবর্ষে পদব্রজে গেলা গঙ্গাপারে॥
সন্ন্যাসীরে শিখাইলা বিবিধ প্রকারে।
সেই কথা কহিমু সংক্ষেপে সূত্রাকারে।
একদিন তেজস্বী সন্ন্যাসী এক আইলা।
নৃসিংহ ভাদুড়ী ঘরে অতিথি হইলা॥
বহুতর লোক আইলা সন্ন্যাসী দেখিতে।
শ্রীসহ শ্রীসীতা আইলা সন্ন্যাসী শোধিতে॥
সভে ভক্তিভাবে ন্যাসীবরে প্রণমিল।
সীতা শ্রীরে দেখি সন্ন্যাসীর ভ্রম হৈল॥
অণিমাদি সিদ্ধি তার হৈল অপ্রকাশ।
দোঁহে স্তব করে তেঁহো দন্তে করে ঘাস॥
সীতা কহে মো দোহারে কাহে স্তুতি কর
তুমিহ তেজস্বী ন্যাসী বহু শক্তিধর॥
ন্যাসী কহে মা তোর পরমা লক্ষ্মীরূপা।
কৈছে মুক্তি পায় কহ বিষ্ণু অনুরূপা॥
তত্ত্ব উঘাড়িয়া মোর ভ্রান্তি কর দূর।
জগতে মহিমা দোঁহার রহিবে প্রচুর॥
সাক্ষাৎ দয়ারূপা সীতা কহে হাস্য করি।
ভক্তি দেবীর দাসী মুক্তি, ভক্তি সর্ব্বেশ্বরী॥
পঞ্চবিধা মুক্তি যদি পায় কোন জন।
তত্রাপি না পায় নিত্য হরির চরণ॥
মুক্তির স্বভাব মুক্ত্যে দিয়া অভিমান।
সংসারে পাঠায় পুন দিয়া তুচ্ছজ্ঞান॥
ভক্তিদেবীর অলৌকিক মহিমা অপার।
যারে দয়া করে তার জন্ম নাহি আর॥
ভক্তিদ্বারে শুদ্ধভক্ত পাঞা প্রেমানন্দ।
কৃষ্ণপদ পায় তুচ্ছ হয় ব্রহ্মানন্দ॥
তবে শ্রী হাসিয়া কহে শুন ন্যাসীবর।
বিষ্ণুর সারূপ্য মুক্তি অতি ঘৃণাকর॥
মধুপান ভাল কিবা লভ্য মধু হৈলে।
কৃষ্ণাপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের প্রেমানন্দ মিলে॥
হেনমতে দোঁহে ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিলা।
শুনিয় সন্ন্যাসী শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলা॥

এবে শুন শ্রীসীতার দিব্য এক লীলা।
যাহে পদব্রজে দোঁহে গঙ্গাপারে গেলা।
একদিন গঙ্গাপারে হৈল দেবার্চ্চন।
নৃত্যগীত হৈল আর নাম সংকীর্ত্তন॥
বহুলোক মিলি তহিঁ মহোৎসব কৈলা।
দুই কন্যা সঙ্গে লঞা ভাদুড়ী চলিলা॥
গঙ্গাতীরে যাঞা দেখে প্রচণ্ড বাতাস।
গঙ্গার তরঙ্গ দেখি হইল তরাস॥
ভৃত্যস্থানে দুই কন্যা রাখি দ্বিজরায়।
গঙ্গাপারে গেলা চড়ি বৃহতী নৌকায়॥
তাহা দেখি শ্রীসীতা শ্রী দিব্যশক্তি দ্বারে।
পদব্রজে দোঁহে উত্তরিলা গঙ্গাপারে॥
দুই কন্যার দিব্যলীলা নৃসিংহ দেখিয়া।
ঝাট কোলে লৈলা দোঁহে অত্যাশ্চর্য্য হঞা॥
শ্রীসীতার চরিত দেখি পাষণ্ড বর্ব্বরে।
সগর্ব্বেতে পদব্রজে চলে গঙ্গাপারে॥
অগাধ জলেতে যাঞা হাবুডুবু করে।
তাহা দেখি সর্ব্বলোকে হাসে উচ্চৈঃস্বরে॥
শ্রীসীতা শ্রী ঐছে বাল্যলীলা কৈলা কত।
লিখিতে নারিনু মুঞি তার বিন্দুমাত্র॥
শ্রীঅদ্বৈত কহে কিছু অসম্ভব নয়।
কৃষ্ণ-দাসদাসীর অবিচিন্ত্য শক্তি হয়॥
অষ্টসিদ্ধি পায় তারা কটাক্ষ মাত্রেতে।
এক এক ভক্তের শক্তি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
হেনমতে প্রভু ভক্তের মহত্ত্ব বর্ণিলা।
সদৈন্যে শ্রীবাসাদি প্রভুরে কহিলা।
তুহুঁ কৃষ্ণভক্ত অবতার চিন্তামণি।
তোঁহে বিরাজিত কৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্বখনি॥
শ্রীভগবদ্ভক্ত-তত্ত্ব তুমি মাত্র জান।
তুমিহ ঈশ্বর গোপেশ্বর সর্ব্ব জান॥
এই সীতাদেবী হয় তব যোগমায়া।
সীতার এক আত্মা শ্রী ভিন্নমাত্র কায়া॥
এই দুই কন্যা তুহুঁ কর পরিণয়।
তাহাতে ভাণ্ডার তব হইবে অক্ষয়॥
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবার হৈব অনুকূল।
জীব নিস্তারিতে তুয়া রহিবেক কুল॥
ইঙ্গিতে বিবাহ প্রভুপাদ স্বীকারিলা।
বিধিমতে ভাদুড়ী দুইকন্যা দান কৈলা॥
বিবাহোপলক্ষে রাধা মদনগোপালে।
ভোগ দিলা নানাবিধ মিষ্ট অন্নফলে॥
সেই প্রসাদ স্ত্রী পুরুষে বিবর্ত্তিয়া দিলা।
মহাপ্রসাদ পাঞা হর্ষে সভে চলি গেলা
সীতাঠাকুরাণী আর শ্রীঠাকুরাণী।
দোঁহার প্রণয়ে এক আত্মা করি মানি॥
শ্রীভগবৎ সেবায় আর পতি শুশ্রূষণে।
তাহা দোঁহার গাঢ় নিষ্ঠা বাঢ়ে দিনে দিনে॥

একদিন শ্রীসীতামাতার স্বপ্নাবেশে।
পুরীরাজ আসি কহে সুমধুর ভাষে॥
শুন সীতাদেবী মোর নাম মাধবেন্দ্র।
মোর স্থানে মন্ত্র লৈলা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥
যেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণমন্ত্র দিনু তারে।
সেই কৃষ্ণাকর্ষী মন্ত্ররাজ দিমু তোরে॥
অদীক্ষিতের পক্ক অন্ন কৃষ্ণ নাহি খায়।
স্বেচ্ছাচারে দিলে মহা অপরাধ হয়॥
সীতা কহে বহু ভাগ্যে তোমা পাইনু দেখা।
দেহাত্মা শোধন কর দিয়া মন্ত্রদীক্ষা॥
তবে পুরী সীতারে কৃষ্ণমন্ত্র দিলা।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ অন্তর্হিত হৈলা॥
জাগি সীতামাতা কহে কিবা চমৎকার।
স্বপ্নাবেশে পুরীরাজ মন্ত্র দিলা মোরে॥
আচার্য্যে কহিলা সীতা সর্ব্ব বিবরণ।
তিঁহো কহে ভাগ্যে তুয়া খণ্ডিলা বন্ধন॥
প্রভু সেই মন্ত্র পুনঃ বিধি অনুসারে।
শুভক্ষণে সমর্পিলা স্ব ভার্য্যা সীতারে॥
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস।
দয়াকরি মাতা যাহা করিলা প্রকাশ॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈতপদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দরাম ভক্তগণ সাথ॥
একদিন ঠাকুর শ্রীব্রহ্মহরিদাস।
সদৈন্যে প্রভুরে কহে মন অভিলাষ॥
অহে প্রভু আজ্ঞা দেহ যাঙ বিরলেতে।
অবিশ্রান্ত হরিনামামৃত আস্বাদিতে॥
প্রভু কহে তো বিচ্ছেদে মোর বুক ফাটে।
নিষেধিতে না পারি ভজনের বিঘ্ন ঘটে॥
হরিদাস প্রভুপদে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রেমাবেশে প্রভু তারে গাঢ় আলিঙ্গিলা॥
হরিদাস কহে মুঞি অস্পৃশ্য পামর।
মোর অঙ্গ ছুঁই কেনে অপরাধী কর॥
প্রভু কহে নাহি বুঝি সজ্জাতি দুর্জ্জাতি।
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই শ্রীবৈষ্ণবজাতি॥
উত্তমাধম বাক্য হয় কর্ম্ম অনুসারে।
যেই কৃষ্ণভজে সর্ব্বোত্তম কহি তারে॥
তুহু শুদ্ধ ভাগবতগণের উত্তম।
তবে স্পর্শে জীব হয় ভক্তিবীজোদ্গম॥
হরিদাস কহে প্রভু সকলি সম্ভবে।
তুয়া সুনির্ম্মল কৃপা যদি হয় জীবে॥
এত কহি করজোড়ে প্রভু আজ্ঞা লঞা।
[1]ফুলিয়া গ্রামেতে গেলা হরি সঙরিয়া॥

১। ফুলিয়া—ফুলিয়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ—শান্তিপুর রেল-পথে রাণাঘাট— শান্তিপুরের মধ্যবর্ত্তী ফুলিয়া ষ্টেশন।

সেই নগরবাসী যত ব্রাহ্মণের গণ।
হরিদাসে দেখি সভার দ্রব হৈল মন॥
তহি রামদাস নামে সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা সদা ধর্ম্ম পরায়ণ॥
হরিদাসে দেখি তার ভক্তি উপজিল।
দৈন্য করি মিষ্টভাষে কহিতে লাগিল॥
সাধু তুয়া আগমনে মোরা হৈনু ধন্য।
না জানি গ্রামের কত ছিল পূর্ব্বপুণ্য॥
সাধু সমাগমে গৃহ মহাপুত হয়।
ইহা বাস করো প্রভু হইয়া সদয়॥
ব্রহ্মহরিদাস কহে ওহে দ্বিজবর।
বেদোক্তি ব্রাহ্মণমাত্রে বিষ্ণু কলেবর॥
মুঞি নীচজাতি হঙ নহে স্পর্শযোগ্য।
তুয়া সঙ্গ পাইনু মোর এই মহাভাগ্য॥
রামদাস কহে সাধু কাহে কর দৈন্য।
ঈশ্বরানুরাগীজনের জাতি নহে গণ্য॥
যৈছে স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ হয় স্বর্ণ।
ঈশ্বরোপাসনে শ্রেষ্ঠ তৈছে সর্ব্ব বর্ণ॥
মনুষ্যের প্রশংসা কিবা প্রশংসা তার ধর্ম্মে।
উচ্চ নীচ বাচ্য হয় নিজ কৃতকর্ম্মে॥
সংসার বাসনা ত্যাগী ঈশ্বরানুরাগী।
সেই সর্ব্বজীবে শ্রেষ্ঠ হয় মুক্তিভাগী॥
হরিদাস কহে তুহুঁ সাধু সনাতন।
সর্ব্বজীবে সাধুরূপে করহ দর্শন॥
জ্ঞানযোগে ঈশ্বরোপাসনা যেন করে।
মুক্তিমাত্র প্রাপ্তি জ্ঞানের শক্তি অনুসারে॥
সুচতুর সাধু মুক্তিবাঞ্ছা নাহি করে।
নিত্য মুক্তি না পায় জীব জ্ঞানযোগ দ্বারে॥
দ্বিজ কহে জ্ঞান বিনু আছে কিবা আর।
যাহে প্রাপ্তি হয় পরব্রহ্ম সারাৎসার॥
ব্রহ্মহরিদাস কহে ভক্তিযোগ সার।
তাহে লভ্য হয় নিত্যব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর॥
ভক্তি স্বভাবে হয় দাস্য অভিমান।
দাস্যে হরি নিত্যসিদ্ধ তন করে দান॥
নিত্যব্রহ্ম বস্তু হয় স্বয়ং ভগবান।
সচ্চিৎ আনন্দময় সর্ব্বশক্তিমান॥
হরিনাম হয় শুদ্ধভক্তির কারণ।
অবিশ্রান্ত জপে পায় নিত্য প্রেমধন॥
ক্রমে প্রেম গাঢ় হৈলে গোপীভাব পায়।
শ্রীমাধুর্য্য রসে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়॥
শুনি দ্বিজ হঞা রোমাঞ্চিত কলেবর।
কহে মোরে দয়া করি করহ সংস্কার॥
তাহা শুনি হরিদাস প্রেমপূর্ণ হৈঞা।
হরিনাম দিলা দ্বিজে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
মহাবস্তু পাঞা দ্বিজের ঝোরে দুনয়ন।
হরিদাসে প্রণমিয়া করিলা স্তবন॥
ক্রমে সাধুসঙ্গে দ্বিজের বৈষ্ণবতা হৈল।
হৃদিক্ষেত্রে ভক্তি কল্পলতা উপজিল॥
দ্বিজের সাহায্যে এক ঝুপড়ী বান্ধিয়া।
ব্রহ্মহরিদাস রহে আনন্দিত হঞা॥
হরিনামামৃত সদা করে আস্বাদন।
তান ভক্ত হৈলা যত গ্রামবাসীজন॥

একদিন হরিদাসের মনে চিন্তা হৈল ।
একস্থানে বহুদিন বাস নহে ভাল ॥
আলাপ সংসর্গে হয় মায়ার সম্বন্ধ ।
ক্রমে সংসার আসক্তিতে জীব হয় অন্ধ ॥
উদাসীনের ধর্ম্ম তাহে না হয় রক্ষণ ।
অতএব জনসঙ্গ ত্যাগ সর্ব্বোত্তম ॥
এত ভাবি রাত্রিশেষে গৃহত্যাগ কৈলা ।
হরিনাম গাই তিঁহো বেনাপোলে গেলা ॥
তথি মহাবনা মধ্যে করে সংকীর্ত্তন ।
গ্রামের লোক আসি তাঁরে করয়ে পূজন ॥
যেই মহাভাগ্যবন্তে কৃষ্ণ কৃপা হয় ।
তাঁরে দেখি জীবমাত্রের ভক্তি উপজয় ॥
ব্রহ্মহরিদাসের অঙ্গে দেখি তেজোরাশি ।
ক্রমে তান ভক্ত হৈলা যত গ্রামবাসী ॥
সেই বেনাপোলের বনে গ্রাম্যভক্তগণ ।
কুটির বান্ধিয়া দিলা করিয়া যতন ॥
তাঁহা রহি সাধু করে তুলসী সেবন ।
একমাসে কোটি নাম করয়ে গ্রহণ ॥
বৈষ্ণব দ্বিজের গৃহে করে মুষ্টিভিক্ষা ।
দয়ার স্বভাবে জীবে নীতি দেয় শিক্ষা ॥
একদিন বেশ্যা এক রূপে বিদ্যাধরী ।
হরিদাস পাশে আইলা বেশভূষা করি ॥
কুটির দ্বারেতে বসি অঙ্গভঙ্গী করে ।
হরিদাস মিষ্টবাক্যে পুছিলা তাহারে ॥
সন্ধ্যাকালে আইলা ইহা কিবা প্রয়োজন
বেশ্যা কহে তোঁহে দেখি মুগ্ধ হৈল মন ॥
অপরূপ রূপ তোঁহার নবীন যৌবন ।
সুখভোগ কর ছাড়ি নাম সংকীর্ত্তন ॥
শুনি হরিদাস কহে সহাস্য বদনে ।
ইহা হৈতে আজি তুহুঁ করহ প্রস্থানে ॥
যে জন তুলসী কণ্ঠি না করে ধারণ ।
যেই নাহি করে ভালে তিলক রচন ॥
যার মুখে কৃষ্ণনাম না হয় স্ফুরণ ।
সেইসব জন হয় পাষণ্ডী অধম ॥
নির্যাতস জানিহ তারা কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ ।
কভু সাধু নাহি দেখে তা সবার মুখ ॥
ঐছে সদবেশ করি যদি কর আগমন ।
তবে কৃষ্ণ তোর বাঞ্ছা করিব পূরণ ॥
এত কহি সাধু করে নাম সংকীর্ত্তন ।
শুনে বেশ্যা নিজঘরে করিলা গমন ॥
পরদিন গলে দিয়া তুলসীর মালা ।
গোপী চন্দন দিয়া ভালে তিলক রচিলা
অঙ্গে হরিনাম লিখি বৈষ্ণবী সাজিলা ।
তবে সন্ধ্যাকালে হরিদাস স্থানে আইলা
ব্রহ্মা নমস্করি বসি কুটীর দুয়ারে ।
ছলে বেশ্যা হরি হরি কহে উচ্চৈঃস্বরে ॥
সাধুসঙ্গের অলৌকিক অপার শক্তি হয় ।
ছলে সদবেশ ধরি জীব জীবন্মুক্তি পায় ॥
যৈছে চন্দনের সঙ্গ পাইলে বৃক্ষচয় ।
গন্ধ প্রবেশিলে সবে চন্দনত্ব পায় ॥
অবিশ্রান্ত হরিনাম বেশ্যামুখে শুনি ।
প্রেমানন্দে প্রশংসে বৈষ্ণব চূড়ামণি ॥
প্রতিষ্ঠা শুনিয়া বেশ্যা কহে হরিদাসে ।
প্রভু মোরে কৃপা কর আইনু যেই আশে

শুনি হরিদাস কহে আসিয়াছ ভাল।
বদন ভরিয়া একবার হরি হরি বল॥
এত কহি করে তিঁহো নাম সংকীর্ত্তন।
গাইতে শুনিতে বেশ্যা ফিরি গেল মন॥
সৎসঙ্গ হিল্লোলে তার হৈল চৈতন্য।
বেশ্যাবৃত্তি পাপভোগ মধ্যে কৈলা গণ্য॥
হরিদাসে প্রণমিয়া কহে যোড়করে।
তুহুঁ চুম্বক মহামণি আকর্ষিয়া মোরে॥
তুহুঁ প্রভু গুরু দয়ামাত্র কল্পবৃক্ষ।
মোক্ষফল দেহ মোরে হইয়া স্বপক্ষ॥
বেশ্যার ধর্ম্মানুরাগ-নিষ্ঠ বাক্য শুনি।
প্রেম-রসাবিষ্ট হঞা সাধু শিরোমণি॥
প্রায়শ্চিত্ত রূপ তার মাথা মুণ্ডাইয়া।
হরিনাম দিলা কর্ণে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
হরিনাম প্রাপ্ত্যে তার প্রেমাঙ্কুর হৈল।
হরিদাস তার নাম কৃষ্ণদাসী থুইল॥
সাধু কহে ইহা রহি কর হরিনাম।
কৃষ্ণকৃপা বলে সিদ্ধ হৈব মনস্কাম॥
নামব্রহ্মে পরব্রহ্মে হয় সমতুল্য শক্তি।
নামে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নামাভাসে হয় মুক্তি॥
এত কহি হরিদাস গেলা অন্যস্থানে।
কৃষ্ণদাসী কৃষ্ণনাম জপে নিশিদিনে।
অত্যাশ্চর্য্য সাধু কৃপার অবিচিন্ত্য বলে।
বিষবৃক্ষে ধরে অলৌকিকামৃত ফলে॥
এবে শুন হরিদাসের অপূর্ব্ব বিলাস।
যৈছে বহু যবনে করিলা কৃষ্ণদাস॥
ফুলিয়া গ্রামবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
হরিদাসে দেখি হৈলা আনন্দেতে মগন॥
সভে মিলি করে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
পাষণ্ডীর হৃদে হয় শেল আরোপন॥
হরিদাসের তত্ত্ব জানি যবনের পতি।
মহাক্রোধে কহে নিজ দাসগণ প্রতি॥
ফুলিয়াতে হরিদাস নামে একজন।
হিন্দুয়ানি কার্য্য করে হইয়া যবন॥
আখের খাইল লোকে হৈল উপহাস।
ক্রমশঃ যবনধর্ম্ম হইবে বিনাশ॥
অতএব ধরি আনি করহ শাসন।
আজ্ঞা পাঞা ধাঞা চলে দুষ্ট দাসগণ॥
তবে হরিদাসে ধরি নিগ্রহ করিঞা।
দরবারে আনিলেক হাতে দড়ি দিঞা॥
হরিদাসে দেখি কহে যবনের পতি।
কাহে হিন্দুয়ানি কর হঞা উত্তম জাতি॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া যেই করে মহাযোগ।
দেহান্তে নিশ্চয় তার হইব দোযোগ॥
যদি ভেস্তপ্রাপ্তি বাঞ্ছা থাকে তোর মনে
কলমা পড়িয়া কর পাপের দমনে।
শুনি হরিদাস কহে সুগম্ভীর স্বরে।
যুক্তিমূলক যেই শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ কহি তারে।
যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র অনুগামী যেই হয়।
সর্ব্ববর্ণে সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে ইহা কয়॥
যবনের শাস্ত্র হয় যুক্তি বিরুদ্ধাভাস।
সেই শাস্ত্রাচারী যবন রূপেতে প্রকাশ॥

তাহার প্রমাণ দেখ গো হয় মাতাপিতা।
সেই গো হিংসা করণ যুক্তি বিরোধিতা॥
তন্মাংস ভক্ষণ হয় পিতৃমাংস সম।
সেই গো বধিতে যার শাস্ত্রের নিয়ম॥
সেই ভ্রষ্টাচারিগণের জন্ম বৃদ্ধি পায়।
নিজ কর্ম্মফলে নানা যোনিতে বেড়ায়॥
সর্ব্বস্বরূপ পরব্রহ্ম অনাদি বিগ্রহ।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শুদ্ধ সত্বময় দেহ॥
যে শাস্ত্রে তাঁহারে কহে নিরাকার নিরীহ।
তেন শাস্ত্র পঠনে বাড়যে মায়ামোহ॥
বস্তুতত্ত্বে ঈশ্বরে জীবেতে নাহি ভেদ।
অগ্নির সত্তা যৈছে সর্ব্বদীপেতে অভেদ॥
তথাপি মূল অগ্নির যৈছে হয় প্রাধান্যতা।
তৈছে সর্ব্বেশ্বর হরি সকলের ধাতা॥
হরিকে ভজিলে জীবের মায়া লোপ হয়।
সেই লোভে মুঞি কৈলো হরি পদাশ্রয়॥
সাধু মুখে শুনি যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ।
সভে পরি বলি তানে কৈলা অনুমান॥

হেনকালে সাধু কৈলা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
তাহা দেখি ম্লেচ্ছগণ পাইলা তরাস॥
দন্তে তৃণ ধরি কহে যবনের পতি।
অহে সাধু কৃপা কর মো অধম প্রতি॥
মুঞি মূর্খ দুরাচার না চিনিয়া তোরে।
করিয়াছোঁ অপরাধ ক্ষমহ আমারে।
তুয়া পদে বহু মোর কোটি নমস্কার॥
নিজগুণে কর এবে মো ছারে উদ্ধার॥
শুনি হরিদাসের মনে দয়া উপজিল।
কৃষ্ণে মতি হউ বলি আশীর্ব্বাদ কৈল॥
ঊর্দ্ধবাহু হঞা কহে বোল হরি হরি।
কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডি লভ হৈব ভক্তি করি॥
এত শুনি সভার মনে ভক্তি উপজিল।
হরি হরি বলি সবে নাচিতে লাগিল॥
ঐছে হরিদাস করি যবন উদ্ধার।
তাঁহা হৈতে চলি আইলা ফুলিয়ানগর॥
ব্রহ্মহরিদাসের মহিমার নাহি পার।
দেবগণে নাহি জানে মুঞি কোন ছার॥
যাঁর সঙ্গগুণে গোসাঞি[1] রঘুনাথ দাস।
ভক্তিবীজ পাই হৈল চৈতন্য বিশ্বাস॥

১। রঘুনাথ দাস —রঘুনাথ দাস গোস্বামী ষড় গোস্বামীর একজন। সপ্তগ্রাম বাসী গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র হিরণ্য. গোবর্দ্ধন দুই ভাই। রঘুনাথ দাস গৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশে বিভাবিত হইয়া ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরা সম পত্নী ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গৌরাঙ্গ সমীপে অবস্থান করেন। গৌরাঙ্গদেব ও স্বরূপ দামোদরের অন্তর্দ্ধানে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপসনাতনের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে রাধাকুণ্ডে গিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার সময়েই ধানের ক্ষেত হইতে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সংস্কৃত হইয়া কুণ্ডরূপ পরিগ্রহ করে।

যাঁর কৃপাবলে সর্প জীবন্মুক্তি পায়।
তিঁহো যবন উদ্ধারিবে ইথে কি বিস্ময় ॥
এবে কহি সংক্ষেপে সেই সর্পোদ্ধার তত্ত্ব।
যাহা শুনি স্ফুর্ত্তি পায় বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ॥
২ গোফায় বসি হরিনাম করে হরিদাস।
শুনি গ্রামের লোক সভে আইলা তার পাশ ॥
সাধুর প্রেম নামে রুচি দেখি সর্ব্বজন।
তান সহ করে নিত্য নামসংকীর্ত্তন ॥
হেনকালে এক কালসর্প দীর্ঘতম।
শিরে দিব্যমণি জ্বলে দিনমণি সম।
হরিদাস আগে তিঁহো কৈলা অবস্থান।
কুণ্ডলী করিয়া বসি শুনে হরিনাম ॥
তাহা দেখি সব হঞা ভয়ে কম্পমান।
কহে সাধুবর আজি হারাইবে প্রাণ ॥
তবে সাধু নির্ভয়ে সেই সর্প কণ্ঠে ধরি।
হরিনাম দিলা তারে স্বশক্তি সঞ্চারি ॥
করতালি দিয়া তেঁহো হরিনাম গায়।
তাহা শুনি সর্প প্রেমে নাচিয়া বেড়ায় ॥
অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহে দুনয়নে।
পুন পুন শির নেওয়ায় বৈষ্ণব চরণে ॥
বৈষ্ণবের পদরজ করিয়া ধারণ।
আর হরিনাম ব্রহ্ম করিয়া শ্রবণ ॥
দেখিতে দেখিতে সর্প সিদ্ধদেহ পাঞা।
দিব্য বৃন্দাবনে গেলা চতুর্ভুজ হঞা ॥
লোকসব দেখি সেই অচিন্ত্য মহত্ত্ব।
বৈষ্ণব হইয়া হরিনামে হৈলা রত ॥
দিনকত পরে সাধুর উৎকণ্ঠা হইল।
শ্রীপাট শান্তিপুরে আসি উদয় হইল ॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দেখি প্রিয় হরিদাসে।
আইস বাপ বলি প্রেমানন্দ রসে ভাসে
শ্রীপাদ প্রভুরে দেখি ব্রহ্মহরিদাস।
অষ্ট অঙ্গে প্রণমিয়া কহে দৈন্যভাষ ॥
প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া কহে মিষ্টবাণী।
দৈন্যছাড় তোহে মুঞি প্রাণসম মানি ॥
দোঁহে ইষ্ট আলাপনে প্রেমে মগ্ন হৈল।
হরি বলি বাহু তুলি নাচিতে লাগিল ॥
হেনমতে নিতি নিতি মহোৎসব বাঢ়ে।
কুলীন ব্রাহ্মণগণ কহে পরস্পরে ॥
হরিদাসের সঙ্গ যদি না ছাড়ে আচার্য্য।
সমাজেতে সেই সত্য হইবেক বর্জ্জ্য ॥
আচার্য্য তাহাতে নাহি মনোযোগ কৈলা।
প্রভুরে পাষণ্ডীগণ বর্জ্জন করিলা ॥
প্রভু কহে ভাল ভাল অসৎ সঙ্গ গেল।
আমাতে শ্রীভগবান্ দয়া প্রকাশিল ॥

২। গোফায়—হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়ায় যে গোফায় বসিয়া তপস্যা করিতেন। সেই স্থানটি বর্ত্তমানে বিরাজিত রহিয়াছে।

একদিন শুনহ অপূর্ব্ব বিবরণ।
শান্তিপুরে ধনী এক কুলীন ব্রাহ্মণ ॥
তাঁর ঘরে এক শুভ ক্রিয়ার নিমন্ত্রণে।
শতাধিক বিপ্র আইলা অতি হৃষ্টমনে ॥
সম্মান পাইয়া সভে বসিলা আসনে।
হেনকালে ন্যাসী এক আইলা সেই স্থানে ॥
প্রভাকর সম তান তেজস্বিনী মূর্ত্তি।
তাঁর অঙ্গে কান্ত্যে সর্ব্বদিক পায় স্ফূর্ত্তি ॥
বৃক্ষমূলে বসি তিঁহো না কহয়ে বাত।
লোকসভ আসি তানে করে প্রণিপাত ॥
অন্ধ মূক আদি যত সাধুস্থানে আইলা।
তাঁর পাদপদ্ম রজ সর্ব্বাঙ্গে মাখিলা ॥
সাধুপদরেণু স্পর্শে ব্যাধি দূরে গেলা।
মহানন্দে তারা সভে নাচিতে লাগিলা ॥
অন্ধগণে পাইলা চক্ষু পঙ্গু পাইলা পদ।
বোবাতে কহয়ে কথা ঘুচিল আপদ ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত কুলীন ব্রাহ্মণ।
পণ্ডিতাভিমানী আর পাষণ্ডীরগণ ॥
সভে আসি সাধুপদে করয়ে প্রণতি।
গলে বস্ত্র বান্ধি করে বহুবিধ স্তুতি ॥
সাধুর সেবার লাগি করে বহু দৈন্য।
সাধু কহে নাহি খাও বিষ্ণুপ্রসাদ ভিন্ন ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ হয় পরম পবিত্র।
বিষ্ণুর অনিবেদ্য দ্রব্য যৈছে মলমূত্র ॥
দেবলোক পিতৃলোক আদি সাধুজন।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য বিনু না করে গ্রহণ ॥
এই নিত্য শ্রুতিবাক্য করিলে হেলন।
ঘোর নরকেতে তার অবশ্য পতন ॥
কর্ম্মকর্ত্তা কহে মোর গৃহে নারায়ণ।
তাহান প্রসাদ তোঁহে করোঁ সমর্পণ ॥
তথাস্তু বলিয়া সাধু স্বীকার করিলা।
ব্রাহ্মণসমাজে তবে তাঁরে বসাইলা ॥
নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে যৈছে সুধাকর।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী মাঝে তৈছে সাধুবর ॥
সাধুরে যতন করি অন্ন সমর্পিলা।
পিছে দ্বিজগণে অন্ন পারশ করিলা ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন যবে হৈল সমাধান।
হেনকালে প্রভু তথি কবিলা পয়ান ॥
অন্তর্য্যামী শ্রীঅদ্বৈত জগতের গুরু।
শুদ্ধ ভকতের হয় বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
ব্রাহ্মণসমাজে দেখি ব্রহ্মহরিদাসে।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কহে মৃদুভাষে ॥
প্রিয় হরিদাস কিবা ভাব প্রকাশিলা।
বহুত ব্রাহ্মণগণের জাতিনাশ কৈলা ॥
হরিদাস কহে প্রভু মোর ইচ্ছা নহে।
বসিয়াছোঁ দ্বিজবর্গের বিশেষ আগ্রহে ॥
এত কহি ত্বরিতে করিয়া আচমন।
প্রভুরে প্রণমি বল করিলা স্তবন ॥
তাহা দেখি দ্বিজগণের হৈল চমৎকার।
কহয়ে আচার্য্যে সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতার ॥
যার সঙ্গদোষে ইহায় করিলাও বর্জ্জন।
সেই হরিদাসের হয় অলৌকিক গুণ ॥

হরিভক্ত জনের বিশুদ্ধ কলেবর।
তাহে জাতিবুদ্ধি হয় মহাপাপকর॥
শ্রীঅদ্বৈতপদে মোরা কৈলো অপরাধ।
শিক্ষাইলা ভক্তদ্বারে করিলা প্রসাদ॥
এত কহি দ্বিজগণ যুড়ি দুই কর।
গলে বস্ত্র বান্ধি আইলা আচার্য্য গোচর
তবে দয়া করি প্রভু দেখায় স্বরূপ।
মহাবিষ্ণু সদাশিব দুই এক রূপ॥
রূপ দেখি দ্বিজগণের হৈল ভাবোদ্গম।
অশ্রু কম্প পুলক ধরে কদম্বের সম।
কহে তুয়া পদে প্রভু লইনু শরণ।
অপরাধ ক্ষমি মাথে দেহ শ্রীচরণ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণতি তবে করিলা স্তবন।
প্রভুর পাদোদক পান কৈলা সর্ব্বজন॥
প্রভু কহে দ্বিজগণ না করিহ ভয়।
হরিনামের অবিচিন্ত্য মহাশক্তি হয়॥
সেই নামব্রহ্ম জপ কর সংকীর্ত্তন।
অনায়াসে হৈব সভার অভীষ্ট পূরণ॥
এত কহি শ্রীঅদ্বৈত নিজগৃহে গেলা।
মহাভাগ্যে দ্বিজগণ বৈষ্ণব হইলা॥
শ্রীবৈষ্ণব-পাদের হয় অনন্ত মহিমা।
মুঞি ছার নাহি জানোঁ তার বিন্দু কণা॥
ভাগ্যোদয়ে ম্লেচ্ছও যদি কৃষ্ণভক্তি পায়।
ব্রাহ্মণত্ব লভে সেই বেদে ইহা গায়॥
যৈছে কোন রসযোগে কাংশ্য স্বর্ণ হয়।
তৈছে ভক্তিযোগে শুদ্ধসত্ব উপজয়॥
কদর্য্য স্বভাব দ্বিজগণের আছিল।
বৈষ্ণব প্রভাবে তাহা বিশুদ্ধ হইল॥
অজ্ঞে জানাইতে প্রভু বৈষ্ণব মহত্ত্ব।
দ্বিজ থুইঞা হরিদাসে দিলা শ্রাদ্ধপাত্র॥
হরিদাস যোড়করে প্রভুরে কহিলা।
ব্রাহ্মণে না দিয়া কাহে মোরে পাত্র দিলা॥
প্রভু কহে শ্রীবৈষ্ণবের অলৌকিক বল।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রহ্মভূজ্যের ফল॥
হরিদাস কহে তুহুঁ শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য।
তব আজ্ঞা হয় ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে ধার্য্য।
শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য নাম শুনি প্রভুবর।
প্রেমাবিষ্ট হঞা উচ্চ করয়ে হুঙ্কার॥
হরিদাসে সঙ্গে তান বাড়িল উল্লাস।
সদা করে হরিনাম কীর্ত্তন বিলাস॥
একদিন হরিদাস কহে প্রভুস্থানে।
নিত্যধর্ম্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে॥
দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড।
দেবপূজার দ্রব্যসব করে লণ্ড ভণ্ড॥
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্ম্মশাস্ত্রগণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলায় আগুনে॥
ব্রাহ্মণের শঙ্খঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলকমুদ্রা বলে চাটি খায়॥
শ্রীতুলসী বৃক্ষে মূতে কুকুরের সমে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্টমনে।

পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুরে তাড়না করে বলিয়া পাগল॥
হেনমতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে।
অবহেলে সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট করে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আছে শাস্ত্রে জানি।
যেই যেই কালে হয় সত্যধর্ম্মের গ্লানি॥
যেইকালে হয় অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব।
সেই সেইকালে কৃষ্ণ হয় আবির্ভাব॥
এবে সেইকাল আসি হৈল উপস্থিত।
ইথে কাহে কৃষ্ণচন্দ্র না হৈলা উদিত॥
কি মতে হইব প্রভু ধর্ম্মের রক্ষণ।
তাহা ভাবি সদা মোর উৎকণ্ঠিত মন॥
প্রভু কহে এই কলিকাল ব্যবহার।
কৃষ্ণের প্রকট বিনু নাহি প্রতিকার॥
কৃষ্ণ প্রকটিয়া নাম করো সুবিস্তার।
অনায়াসে উদ্ধারিমু সকল সংসার॥
এত কহি হুঙ্কার করয়ে ঘনে ঘনে।
হরিদাস প্রেমাবেশে করয়ে নর্ত্তনে॥
যদ্যপি অদ্বৈতচন্দ্র সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
তথাপি প্রতিজ্ঞা কৈলা লৌকিক বিধানে॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে নবমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দরাম ভক্তগণ সাথ॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাস্নান করি।
হুঙ্কার করয়ে ঘন বলি হরি হরি॥
মনে ভাবে কবে উদয় হইবে গৌরাঙ্গ।
দেহ প্রাণ জুড়াইও পাঞা তার সঙ্গ॥
তবে গাঢ় নিষ্ঠায় পুষ্প তুলসীরদল।
কৃষ্ণপদোদ্দেশে দিলা আর গঙ্গাজল॥
আচার্য্য হুঙ্কারে কৃষ্ণের উৎকণ্ঠিত মন।
এক পুষ্পাঞ্জলি ইচ্ছায় কৈলা আকর্ষণ॥
পুষ্পাঞ্জলি উজাইতে দেখি সীতানাথ।
কৃষ্ণকৃপা মানি ধাঞা চলে তার সাথ॥
হরিনাম স্মরি হরিদাস পিছে ধায়।
পুষ্পাঞ্জলি উপনীত হৈল নদীয়ায়।
প্রভু কহে শুন অরে প্রিয় হরিদাস।
এই গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র হইব প্রকাশ॥
শ্রীঅনন্ত সংহিতারে যেই সিদ্ধবাক্য।
তাহার সত্যতা আজি হইল প্রত্যক্ষ॥
হেনকালে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহিণী।
শ্রীযশোদারূপা নাম শচী ঠাকুরাণী॥
গঙ্গাস্নানে আইলা তিঁহো ছিল গর্ভবতী
সেই পুষ্পাঞ্জলি তান অঙ্গে হৈলা স্থিতি।
শচী ভাবে আজু কিবা অমঙ্গল হৈল।
ঠেলিতে পুষ্প আসি অঙ্গেতে উঠিল॥
তবে শচী ঝাট স্নান করি তটে আইলা।
প্রভু ভাবাবেশে কৃষ্ণমাতারে চিনিলা॥
গর্ভলক্ষণ দেখি তান প্রভু মনে ভাবে।
এই গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট সম্ভবে॥

তার পরীক্ষার্থ গর্ভে দণ্ডবৎ কৈলা।
সাধারণ গর্ভ হেতু গর্ভপাত হইলা॥
সুদুঃখিতা হঞা শচী গর্ভ পরিহরি।
নিজ ঘরে ঝাট গঙ্গাস্নান করি॥
গৃহিনীরে ম্লান দেখি কহে মিশ্ররায়।
কাহে আজি সকাতরা দেখিগো তোমায়॥
শচী কহে কাঁহা হৈতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আইলা।
দণ্ডবৎ মাত্রে মোর গর্ভপাত কৈলা॥
জগন্নাথ কহয়ে নিমিত্ত মাত্র নর।
বস্তুতঃ সকল কার্য্যের কারণ ঈশ্বর॥
শোক ছাড়ি নারায়ণে করহ স্মরণ।
যাঁহা হৈতে হয় সর্ব্ব বিঘ্নের দমন॥
হেথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মনে বিচারিয়া।
নবদ্বীপ টোল কৈলা গৌরাঙ্গ লাগিয়া॥
সেই নদীয়ায় যত পণ্ডিত সজ্জন।
প্রভুরে প্রধান বলি করিলা গমন॥
পণ্ডিত শ্রীবাস ঠাকুর নারদাবতার॥
প্রভুসঙ্গে হৈল তান আনন্দ অপার॥
দিনে প্রভু ছাত্র পড়ায় গীতা ভাগবত।
কভু বেদ স্মৃতি পড়ায় ছাত্রের ইচ্ছামত।
রাত্রে হরিদাস সঙ্গে করিয়া মিলন।
উচ্চস্বরে করে হরির নাম সংকীর্ত্তন॥
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দেখি অলৌকিক কার্য্য
তাঁর স্থানে মন্ত্র লৈলা ১ বিষ্ণুদাসাচার্য্য
শ্রীমদ্ভাগবত তিহোঁ পড়ে প্রভুরস্থানে।
অনেক বৈষ্ণব আইলা সে পাঠ শ্রবণে।
২নন্দিনী প্রভৃতি ৩শ্রীমান্ বাসুদেবদত্ত
প্রভুস্থানে মন্ত্র লঞা হইলা কৃতার্থ॥

১। বিষ্ণুদাসাচার্য্য—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র। তিনি সীতাগুণ কদম্ব গ্রন্থ রচনা করেন।

২। নন্দিনী—নন্দিনী অদ্বৈত পত্নী সীতাঠাকুরাণীর শিষ্য। পৌর্ণমাসীর সখী জয়া ও বিজয়া এবং বীরা-বৃন্দা মিলিত হয়ে নন্দিনী জঙ্গলী প্রকট হন। ক্ষেত্রী কুলোদ্ভব নন্দরাম ও দ্বিজকুলোদ্ভব যজ্ঞেশ্বরই পুরুষ হইয়া সীতাঠাকুরাণীর কৃপা প্রভাবে স্ত্রীরূপ ধারণ করেন। দুইজনেই এক গ্রামের অধিবাসী। গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে শান্তিপুরে আসিয়া সীতাদেবীর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সীতা দেবীর কৃপাশক্তি প্রভাবে স্ত্রীবেশ ধরিয়া বগুড়া জেলায় গোপীনাথপুরে সেবা স্থাপন করেন। বগুড়ার সাঁড়া ষ্টীমার হইতে আক্কেলপুর ষ্টেশন। তথা হইতে ৫ মাইল দূরে নন্দিনী গোপীনাথ সেবা স্থাপন করেন। নবাব তাঁহার স্ত্রীরূপ

বহু শিষ্য লঞা প্রভু করে কৃষ্ণালাপ।
কভু প্রেমোন্মত্ত হঞা কহয়ে প্রলাপ॥
৪ জগন্নাথমিশ্র পত্নী শচীর গর্ভগণ।
অদ্বৈতের প্রণামে ক্রমে হইল পতন॥
ক্রমে অষ্টম গর্ভপাতে সুদুঃখিত হঞা।
শচী জগন্নাথ মিশ্রে কহয়ে কান্দিয়া॥
সর্ব্বনাশ হৈল অদ্বৈতের পরণামে।
কি মতে রহিব বংশ করহ বিধানে॥

তাহা শুনি শান্ত শুদ্ধ মিশ্র দ্বিজবর।
ব্যগ্র হঞা আইলা যাঁহা অদ্বৈত ঈশ্বর॥
প্রভুকে প্রণাম করি নানা স্তব কৈলা।
প্রভু আশিস করিয়া মিশ্রে বসাইলা॥
প্রভু কহে কি লাগিয়া আইলে মোর পাশে।
মিশ্রবর যোড়করে কহে মৃদু ভাষে॥

পরীক্ষা করিয়া তিন বিঘা গ্রাম প্রদান করেন। বিস্তারিত তথা মৎপ্রণীত "গৌরভক্তামৃত লহরী" গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩। বাসুদেব দত্ত—বাসুদেব দত্ত চট্টগ্রামবাসী। কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত। বাসুদেব দত্ত পূর্ব্ব অবতারে ব্রজলীলায় মধুব্রত গায়ক ছিলেন। বাসুদেব দত্তের পরিচয় বিষয়ে প্রেমবিলাসে—২২ বিলাসের বর্ণন—

চট্টগ্রামে দেশে চক্রশাল গ্রাম হয়। সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাঁহে বসতি করয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥
* * * দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস।
* * * বাসুদেব দত্তে মধুব্রত করি কয়॥

কাঁচরাপাড়ায় বাসুদেব দত্ত ভবনে গৌরাঙ্গ পদার্পণ করেন। নবদ্বীপের মামগাছির সেবাতে নারায়ণী দেবী পুত্র বৃন্দাবন দাস সহ অবস্থান করিয়াছিলেন। শেষে নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমেত হয়।

তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা

বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধভাবে। উৎকলে যাহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥

৪। জগন্নাথ মিশ্র—জগন্নাথ মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা। তাঁহার বংশ বিবরণ যথা—বৎস মুনিবংশ বৈদিত, বিশুদ্ধ মিশ্র—মধুমিশ্র—(উপেন্দ্র বরুদ, কীর্ত্তিদ, কীর্ত্তিবান) উপেন্দ্র মিশ্র (কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্য নাথ) জগন্নাথ মিশ্র পুত্র বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর।

তুয়া শ্রীচরণে মুঞি লইনু শরণ।
অপরাধ থাকে যদি করহ মার্জ্জন ॥
দয়া করি প্রভু মোরে দেহ এই ভিক্ষা।
মো হেন অভাগার হয় যৈছে বংশরক্ষা ॥
প্রভু কহে এবে তুহুঁ যাহ নিজ ঘরে।
যে হয় বিধান মুঞি কহিমু তোঁহারে ॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা মিশ্র নিজ গৃহে গেলা।
প্রভুর আশ্বাস বাক্য শচীরে কহিলা ॥
পরদিন মোর প্রভু প্রাতঃকৃত্য সারি।
জগন্নাথমিশ্রগৃহে গেলা ত্বরা করি ॥
প্রভুর আগমন দেখি মিশ্র দ্বিজবর।
দন্তে তৃণ করি গেলা তাহান গোচর ॥
দণ্ডবৎ করি দিলা বসিতে আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তানে করিলা পূজন ॥
তবে শচীদেবী আসি করিলা প্রণতি।
প্রভু কহে বাছা তুমি হও পুত্রবতী ॥
শুনি মহানন্দে কহে মিশ্র দ্বিজরাজ।
যাহে তুয়া বাক্য রহে কর সেই কাজ ॥
প্রভু কহে এক মন্ত্র পাইনু স্বপনে।
ভক্তি করি সেই মন্ত্র লহ তুহুঁ জনে ॥
সর্ব্ব অমঙ্গল তবে অবশ্য খণ্ডিবে।
পরম পণ্ডিত দিব্য তনয় লভিবে ॥
আজ্ঞা শুনি আইলা দোঁহে করিয়া সিনানে।
তবে প্রভু যথাবিধি পূজি নারায়ণে ॥
দোঁহাকারে মন্ত্র দিলা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
চতুরাক্ষর শ্রীগৌরগোপাল মন্ত্র ॥
মন্ত্র পাঞা দোঁহাকার হৈল ভাবোদ্গম।
প্রভুরে প্রণমি করে সদৈন্য স্তবন ॥
"কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলি প্রভু বর দিলা।
ভোজন করিয়া তবে নিজস্থানে গেলা ॥
দিন কত পরে শচীর হৈল গর্ভধান।
তাহে প্রকটিল বিশ্বরূপ গুণধাম ॥
মহাসঙ্কর্ষণ বলি প্রভু যারে কয়।
তাহান মহিমা চতুর্ম্মুখ না জানয় ॥
আজন্ম বৈরাগ্য তান লোকে চমৎকার।
আচার্য্যের সঙ্গে কৈলা ধর্ম্মের প্রচার ॥
এবে কহি মহাপ্রভু চৈতন্যাবতীর্ণ।
যাহা শ্রবণমাত্রে জীব হয় মহাধন্য ॥
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র নিতি কৃষ্ণপূজান্তরে।
আইস গৌরহরি বলি করয়ে হুঙ্কারে ॥
অদ্বৈতের হুঙ্কার কৃষ্ণাকর্ষি মহামন্ত্র।
তাহে কৃষ্ণের মন চঞ্চল হইল একান্ত ॥
পূর্ব্ব সত্য স্বীকারিয়া নদীয়া নগরে।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ সদয় অন্তরে ॥
শচীগর্ভ দুগ্ধার্ণবে গৌরচন্দ্রোদয়।
বুঝিলা আচার্য্য শচীর শ্রীঅঙ্গ ছটায় ॥
একদিন প্রভু বসি গঙ্গার গহ্বরে।
তুলসী চন্দন পুষ্পে কৃষ্ণে পূজা করে ॥
গঙ্গাতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আরোপ করিয়া।
তিন পুষ্পাঞ্জলি গঙ্গায় দিলা ভাসাইয়া ॥
কৃষ্ণেচ্ছায়ে পুষ্পাঞ্জলি যায় দ্রুতগতি।
পূর্ব্ব মতে শচীদেবীর অঙ্গে কৈলা স্থিতি ॥

দেখি চমকিয়া শচী ভাবে দুঃখমনে।
পুন কে ফুল পাঠাইলা করিয়া গেয়ানে॥
তবে ঝাট তুলসী কুসুম ঠেলি ফেলি।
তীরে উঠে রাম নারায়ণ হরি বুলি॥
তাহা দেখি হৈল প্রভুর দিব্য
প্রেমোদ্গার।
গৌরহরি বলি ঘন ছাড়য়ে হুঙ্কার॥
শ্রীশচী মাতারে তবে প্রভু সীতানাথ।
প্রদক্ষিণ করি গর্ভে কৈলা দণ্ডবৎ॥
শচী কহে বহু বহু আচার্য্য ঠাকুর।
ইথে মোর অপরাধ হইল প্রচুর॥
পূর্ব্বে প্রণমিয়া ভক্তগণ বিনাশিলা।
কহ প্রভু পুন কাহে শিষ্যে প্রণমিলা॥
এত কহি শচী তানে দণ্ডবৎ কৈলা।
আশীষ করিয়া প্রভু শচীরে কহিলা॥
আর ভয় নাঞি মাগো এ সত্য বচন।
এই গর্ভে কৃষ্ণ সম হইব নন্দন॥
তাহা শুনি মহানন্দে শচী ঘরে গেলা।
প্রভু প্রেমোন্মত্ত হঞা হরিধ্বনি কৈলা॥
তবে শচীদেবীর পূর্ণ হৈল দশ মাস।
তথাপি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নহিল প্রকাশ॥

ক্রমেতে দ্বাদশ মাস অতীত হইল।
জগন্নাথমিশ্র আদি মহাত্রাস পাইল॥
শচীর জনক ১নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে তিহোঁ সাক্ষাৎ
গর্গমূর্ত্তি॥
গণনা করিয়া তিহোঁ কহে সভা মাঝে।
এই গর্ভে এক মহাপুরুষ বিরাজে॥
ত্রয়োদশ মাসে সেই লভিবে জনম।
যবে একত্রিত হৈব সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
ইহার প্রকটে জীবের হৈব সুমঙ্গল।
তাহা শুনি সর্ব্বজন আনন্দে ভাসিল॥
স্ফটিকের স্তম্ভে নৃসিংহাবির্ভাব যৈছে।
শচীগর্ভে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তৈছে॥
স্বয়ং ভগবানে নাহি মায়ার সম্বন্ধ।
যিহোঁ প্রেমরত্নাকর শ্রীসচ্চিদানন্দ॥
যাহোঁ তান বাসস্থান তাঁহা বৃন্দাবন।
জীব নিস্তারিতে তনু করে প্রকটন॥
তাঁর মাতা পিতা আদি বান্ধব চিন্ময়।
ধামাদি চিন্ময় সবে সদানন্দময়॥
জীবধর্ম্ম হয় তার ভাব দুঃখাভাস।
কৃষ্ণ প্রকট কারণে সভার প্রকাশ॥

১। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। মহামুনি গর্গ ও যশোদার পিতা সুমুখ গোপের মিলনে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপের বেলপুকুরিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও রত্নগর্ভাচার্য্য পুত্র, শচী ও সর্ব্বজয়া দুই কন্যা। জগন্নাথ মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আচার্য্য দুই জামাতা।

তিন বাঞ্ছা মনে করি শ্রীনন্দনন্দন।
শ্রীরাধার ভাব কান্তি করিয়া গ্রহণ॥
স্বয়ং গৌররূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ।
শুদ্ধপ্রেম বিতরিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য॥
চৌদ্দশত সাত শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
সেই দিনে রাহু আসি গ্রাসিল চন্দ্রমা॥
সিংহরাশি সিংহলগ্নে সর্ব্ব শুভ যোগে।
পৃথ্বী পুলকিত হৈলা কৃষ্ণ অনুরাগে॥
সন্ধ্যায় চিন্ময় হরিনাম বলাইঞা।
শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হৈলা গৌরাঙ্গ হইঞা॥
একে কৃষ্ণের দোলোৎসবে জগতে আনন্দ।
তাহে চন্দ্রগ্রহণে হইল মহানন্দ॥
কেহ করে দানধ্যান হঞা শুদ্ধাচারী।
কেহ নাচে কেহ গায় বলি হরি হরি॥
মহাপ্রভুর আবির্ভাবে প্রভু নিত্যানন্দ।
রাঢ়ে রহি প্রেমে গর্জ্জে যৈছে মেঘবৃন্দ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গ আভা স্বর্ণ ইন্দু তুল।
পীতবর্ণ জ্যোৎস্নায় সূতিগৃহ কৈলা আলো॥
আজানুলম্বিত ভূজ কমললোচন।
সেই রূপের লব মুঞি বর্ণিতে অক্ষম॥
অলৌকিক রূপ দেখি শচী মোহ হৈলা।
জগন্নাথ বিষ্ণুবুদ্ধ্যে স্তব আরম্ভিলা॥
তাহা দেখি গৌরচন্দ্র মায়া বিস্তারিল।
তাহে দোঁহ কার পুত্রবুদ্ধি উপজিল॥
কৃষ্ণ আবির্ভাবে জীবের হইল আনন্দ।
প্রেমানন্দে ডুবিলা শ্রীভাগবত বৃন্দ॥

শ্রীঅদ্বৈত জানি কৃষ্ণ চৈতন্যাবতীর্ণ।
হুঙ্কার ছাড়য়ে আপনারে মানি ধন্য॥
হরিদাস আদি করে নাম সংকীর্ত্তন।
কেহ নাচে প্রেমে কেহ হেলা অচেতন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথে মহাযোগী প্রায়।
নয়ন মুদিয়া রৈল দুগ্ধ নাহি খায়॥
তাহ দেখি শচীদেবী কান্দিতে লাগিলা।
জগন্নাথমিশ্র আদি মহাদুঃখী হৈলা॥
হেনকালে মোর প্রভু আচার্য্যগোসাঞি
নিজ প্রভু দেখিবারে আইলা সেই ঠাঁই॥
প্রভুরে দেখিয়া মিশ্র দণ্ডবৎ কৈলা।
শোকের কারণ প্রভু তাহানে পুছিলা॥
মিশ্র কহে প্রভুবর তুহুঁ সর্ব্ব জান।
পুত্রধন দেখাইয়া পুন কৈলা আন॥
প্রভু কহে মিশ্রবর খেদ না করিহ।
ভাল হৈব শিশু সত্য না কর সন্দেহ॥
এত কহি প্রভু সূতিগৃহান্তিকে গেলা।
প্রভুপদ ধরি শচী কান্দিতে লাগিলা॥
আচার্য্য কহেন মাগো না কর ক্রন্দন।
দূরে যাও ভাল হৈব তোমার নন্দন॥
গুরু আজ্ঞায় শচীমাতা কিছুদূরে গেলা
প্রভু মহাপ্রভু স্থান উপনীত হৈলা॥
প্রেমে ডগমগ অঙ্গ অদ্বৈত দেখিয়া।
গৌররূপী শ্রীগোবিন্দ উঠিলা হাসিয়া।

স্বয়ং রূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণে নিরখিয়া।
আচার্য্য বিশুদ্ধপ্রেমে রহিলা ডুবিয়া॥
কথোক্ষণে শ্রীঅদ্বৈতেরে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল।
দণ্ডবৎ করি কর-পুটে নিবেদিল॥
অহে বিভূ আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল।
তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইলা॥
কলুষ দর তিমির পুরিত সংসার।
ঐছন নেহারি ভেল ভয়ের সঞ্চার॥
তেঞি ভয় ভঞ্জন তোমারি দরশনে।
উৎকণ্ঠিত হঞা ছাড়ি নিজ নিকেতনে॥
দেশে দেশে তোমা চাহি বেড়াইনু।
মোহর করয দোষে দেখা না পাইনু॥
এতদিনে মোর মনের অভীষ্ট পুরিল।
গোকুলচাঁদ নবদ্বীপে উদয় হইল॥
গৌর কহে মুঞি ভক্ত-বশ্য চিরদিন।
মোর প্রকটাপ্রকট ভক্তের অধীন॥
শ্রীঅদ্বৈত কহে যদি আইলা ভূবনে।
কৈছে দুগ্ধ নাহি খাও কহ মোর স্থানে॥
মহাপ্রভু কহেন শুনহ পঞ্চানন।
অনুরাগে মাতি বিধি হৈলা বিস্মরণ॥
মন্ত্র-প্রদানের অগ্রে হরিনাম দিবে।
কর্ণশুদ্ধি হয় সিদ্ধ নামের প্রভাবে॥
অশুদ্ধ কর্ণেতে যদি মহামন্ত্র লয়।
অসম্পূর্ণ দীক্ষা সেই জানিহ নিশ্চয়॥
মাতা দীক্ষা হৈলা না শুনিলা হরিনাম।
তেঞি তান দুগ্ধ মুঞি নাহি কৈলোঁ পান।

প্রভু কহে কত হরি নামের বিধান।
মহাপ্রভু কহে নিত্য সিদ্ধ ষোল নাম॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
যদ্যপি আচার্য্য এই ষোল নাম জ্ঞাত।
গৌর মুখচ্যুৎ শুনি হৈলা প্রেমোন্মত্ত॥
তবে প্রভু ভাগ্য মানি গৌরে লঞা কোলে।
ধীরি ধরি চলি গেলা নিম্ব তরুতলে॥
তাঁহা গৌরে শোয়াইয়া বোলে হরি হরি।
গৌরপদ স্পর্শে সেই বৃক্ষ গেল তরি॥
শচীরে বোলাঞা প্রভু হরিনাম দিলা।
পূর্ব্বদত্ত মন্ত্র পুন স্মৃতি করাইলা॥
তবে প্রভু গৌরে আনি শচীর কোলে দিলা।
মহাপ্রভু মাতৃ দুগ্ধামৃত পান কৈলা॥
তিহো দেখি শচীমাতা আনন্দে ডুবিলা
মিশ্রআদি সভে হর্ষে হরিধ্বনি কৈলা॥
দ্বিজ দ্বিজপত্নীগণ আশীর্ব্বাদ কৈল।
প্রভু কহে ইহার নাম নিমাই রহিল॥
তবে হরি বলি হুঙ্কার ছাড়ি সীতানাথ।
সভে কহে এই বুড়া স্বয়ং বৈদ্যনাথ॥
প্রভু কহে মিছা মোরে প্রশংসহ কেনে
এই শিশু ভাল হইলা নিম্ববৃক্ষ গুণে॥
নিম্ববৃক্ষের যত গুণ কে কহিতে পারে।
যাহার গন্ধেতে পালায় ডাকিনী শাকিনী॥

যার মূলে বিরাজিত দেবচক্রপাণি।
এত কহি সীতানাথ লঞা ভক্তগণ।
নিশি গোঙাইলা করি নামসংকীর্ত্তন ॥
এই লীলা দেখে ভাগ্যে ভাগবতোত্তম।
দেখিবারে বাঞ্ছা যার সেই ধন্যতম ॥
এই লীলাঙ্কুরে কৃষ্ণ কৃপাচক্ষু দ্বারে।
কোটি জন্মের পুণ্যে ইহা দেখিতে না পারে ॥
নিত্যসিদ্ধা পৌর্ণমাসী সাক্ষাৎ যোগমায়া।
ভক্তিরূপ সীতাদেবী অদ্বৈতের জায়া ॥
দোলোৎসব দিনে তিহোঁ দেখি উপরোগে।
কৃষ্ণলীলা চিন্তা করে গাঢ় অনুরাগে ॥
মননে প্রত্যক্ষ দেখে কৃষ্ণ নবদ্বীপে।
প্রকটিলা নিজ অঙ্গঢাকি রাধারূপে ॥
অপূর্ব্ব নিরখি সীতা প্রেমেতে ডুবিলা।
শক্তি বিস্তারিয়া ঝাট নবদ্বীপে আইলা
শ্রীগৌরাঙ্গে দেখি জীবনসার্থক মানিলা
ধানদূর্ব্বা দিয়া গৌরে আশীর্ব্বাদ কৈলা ॥
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব নদীয়া নগরে।
শুনি বহুলোক আইলা দেখিবার তরে ॥
গৌর অঙ্গে দেখি মহাপুরুষের চিহ্ন।
সেইত ঈশ্বর মানে যেই হয় ধন্য ॥
শ্রীশচীনন্দন হয় অয়স্কান্ত সম।
চতুর্দিগের ভক্ত লৌহ কৈলা আকর্ষণ ॥
সভে সংকীর্ত্তন করে কুতুহলে।
গৌরের নামকরণ হৈল যথাকালে ॥
বিশ্বম্ভর নাম রাখে দ্বিজ নীলাম্বর।
গর্গ সম জ্যোতিষে যাঁহার অধিকার ॥
জগন্নাথ পুত্রের দেখি গৌরবর্ণ অঙ্গ।
বাৎসল্যে রাখিলা নাম শ্রীগৌর গৌরাঙ্গ ॥
শচীদেবী শুদ্ধস্নেহে আপন গর্ভকে।
কভু গোরাচাঁদ কভু গোরা বলে ডাকে।
এক অপরূপ কথা শুন সর্ব্বজন।
অলৌকিক লীলা করে শ্রীশচীনন্দন ॥
বাল্য স্বভাবেতে যবে করয়ে ক্রন্দন।
হরিনাম শুনি হয় সহাস্য বদন ॥
তাহা দেখি নদীয়ার কত নরনারী।
কান্দাইয়া শান্ত করে বলি হরি হরি।
রোদনের ছলে হরিনাম লওয়াইলা।
গোরার নিগূঢ় তত্ত্ব ভকতে বুঝিলা ॥
অপূর্ব্ব স্বভাব গৌরের দেখি সভ নারী।
আনন্দে রাখিলা তাঁর নাম গৌরহরি ॥
প্রেমানন্দে মত্ত হঞা শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ।
মহাপ্রভুর নাম রাখে শ্রীগৌরগোবিন্দ ॥
যথাকালে মিশ্র গৌরের অন্নপ্রাশন কৈলা।
বিষ্ণুর প্রসাদ সর্ব্বজনে ভুঞ্জাইলা ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা অমৃতের সিন্ধু
মুঞি ছার ছুইতে নারিনু তার বিন্দু ॥
গৌরের বয়স যবে পাঁচ বৎসর হইল।
শুভক্ষণে মিশ্র তন হাতে খড়ি দিল ॥
লোকে শ্রুতিধর বড় গৌরাঙ্গ শ্রীমান্।
অল্প কালেতে তার হৈল বর্ণজ্ঞান ॥

তবে মিশ্র গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
পড়িতে দিলেন গৌরে করিয়া যতন ॥
দুই বর্ষে গোরা ব্যাকরণ সমর্পিলা।
দেখি পণ্ডিতের চিত্ত চমৎকার হৈলা ॥
কালে তানে ভারতী দিলেন যজ্ঞসূত্র।
শাস্ত্রমতে মিশ্ররাজ দিলা বিষ্ণুমন্ত্র।

ক্ষুদ্র মুঞিঃ অপার গৌরলীলার কিবা জানি।
তার সূত্র লিখি যেই প্রভুমুখে শুনি ॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ ॥
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

একাদশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ ॥
শ্রীঅদ্বৈত কল্পবৃক্ষের মুখ্য শাখাগণ।
সংক্ষেপে কহিমু তা সভার বিবরণ ॥
শুভক্ষণে সীতা মাতার গর্ভধান হৈল।
শুনি সর্ব্ব ভক্ত মনে আনন্দ বাড়িল ॥
চৌদ্দশত চৌদ্দশকের বৈশাখী পূর্ণিমা।
দেবপর্ব্ব মধ্যে বড় যাহার মহিমা ॥
সেইদিন সীতাদেবী পুত্র প্রসবিলা।
শিশুর অপূর্ব্ব রূপে সকলে মোহিলা ॥
সভে কহে ঐছে রূপ নাহি দেখি আর।
বুঝি কোন দেব আসি হৈলা অবতার ॥
জ্যোতির্বিদ আসি কহে করিয়া গণন।
ব্রজধামের গোপী এক লভিলা জনম ॥
পুরুষ আকৃতি হৈলা লোক শিক্ষাইতে।
আকৌমার বৈরাগ্য হৈব জানিহ নিশ্চিতে ॥
ইহা শুনি ভক্তবৃন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈল।
সভে মিলি নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভিল ॥
কেহ নাচে কেহ কান্দে প্রেমের স্বভাবে।
হুঙ্কার করয়ে প্রভু হরিবোল রবে ॥

অদ্বৈতের হুঙ্কার যৈছে মেঘ গরজন।
গৌরাঙ্গ জানিলা প্রিয়ভক্ত প্রকটন ॥
তবে প্রভু পুত্রের নামকরণ কারণ।
যথাকালে আমন্ত্রিলা যাজক ব্রাহ্মণ ॥
পুরোহিত আসি কহে করিয়া গণন।
এই আচার্য্যের পুত্র নহে সাধারণ ॥
কৃষ্ণে ইহার মনপ্রাণ কৃষ্ণেই আনন্দ।
অতএব নাম রাখিল শ্রীঅচ্যুতানন্দ ॥
নাম শুনি ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
হর্ষে হুলুধ্বনি করে যতেক রমণী ॥
শ্রীঅচ্যুতের কৃষ্ণপ্রেম ব্রজগোপী সমে।
শ্রীঅচ্যুত সখী তাঁর কহে সাধগণে ॥
কিছুদিন অন্তে প্রভু দেখি শুভক্ষণ।
সমারোহে অচ্যুতের কৈলা অন্নপ্রাশন ॥
মদন গোপালের আগে ভোগ লাগাইলা।
পুত্রমুখে অন্ন দিতে মহোৎসব কৈলা ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আদি খাঞা পরসাদ।
বস্ত্র কৌড়ি পাঞা পুত্রে কৈল আশীর্ব্বাদ।

ক্রমে শ্রীঅচ্যুত পাঁচ বৎসরের হৈলা।
শুভক্ষণে প্রভু তার হাতে খড়ি দিলা॥
যেইদিন শ্রীঅচ্যুত বিদ্যারম্ভ কৈলা।
সেইদিন মোর মাতা শান্তিপুরে আইলা॥
শ্রীঅদ্বৈতপদে আসি লইলা শরণ।
পঞ্চম বৎসর মোর বয়স তখন॥
প্রভু দয়া করি মায়ে দিলা কৃষ্ণমন্ত্র।
মোরে হরিনাম দিয়া করিলা পবিত্র॥
মোরে পাঞা সীতাদেবী স্নেহ প্রকাশিলা।
আপন তনয় সম পোষণ করিলা॥
শ্রীগুরুর আজ্ঞাবহা ছিলা মোর মাতা।
কিছু কিছু মোর মনে পড়ে সেই কথা॥
প্রভু কহে ঈশানের মাতা পুণ্যবতী।
পরকালে হৈবে ইহার বৈকুণ্ঠে বসতি॥
তবে শুন আর এক অপূর্ব্ব আখ্যান।
যৈছে হৈলে সীতামাতার দ্বিতীয় সন্তান॥
চৌদ্দশত অষ্টাদশ শক অবশেষে।
মধুমাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী নিশি শেষে॥
প্রসবিলা সীতাদেবী অপূর্ব্ব কুমার।
অলৌকিক রূপ যৈছে দেব অবতার॥
হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন।
শ্রীশ্রীঠাকুরাণীর এক হইল নন্দন।
জন্মমাত্র বালকের হইল মরণ।
তাহা দেখি শ্রীজননী করয়ে রোদন॥
সীতামাতা কান্দি কহে অদ্বৈতের স্থানে
ভগিনীর দুঃখ মোর নাহি সহে প্রাণে॥
যদি বা হইল এক পুত্র এতদিনে।
বিধি বাম হঞা তাহা কৈলা সংগোপনে॥
তোমার পাইলে আজ্ঞা মোর মনে ধরে।
মোর এই পুত্র সমর্পিনু ভগিনীরে॥
প্রভু কহে ভাল ভাল ইচ্ছা যে তোমার।
শ্রীর দুঃখ সন্তাষিতে এই যুক্তি সার॥
তবে সীতা কহে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন।
না কান্দ না কান্দ ভগ্নি স্থির কর মন॥
মোর এই পুত্র সমর্পিলুঁ সত্য তোরে।
এই পুত্র তোর বলি ঘুষিব সংসারে॥
এত কহি সেই পুত্র শ্রীর কোলে দিলা।
শোক ছাড়ি শ্রীমা পুত্রে স্তন পিয়াইলা॥
এ সভ রহস্য কথা অন্যে নাহি জানে।
জানয়ে আমার মাতা আর তিনজনে॥
১ পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী প্রভুর কৃপাপাত্র।
প্রভুর কৃপায় তেঁহে জানে সব তত্ত্ব॥
তবে প্রাতঃকালে আসি দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
মৃদু মৃদু ভাষে কহে করিয়া গণন॥

২। পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী—লোকনাথ প্রভুর পিতা। যশোহরের তালখড়িতে তাঁহার শ্রীপাট।

এই যে অদ্বৈত চন্দ্রের দ্বিতীয় নন্দন।
কৃষ্ণভক্তি রক্ষার্থ ইহার প্রকটন ॥
দেবলোক রক্ষার্থ যেঞিও দেবসেনাপতি।
সেই ষড়ানন এবে অদ্বৈত সন্ততি ॥
হরি হরি বুলি সভে নাচিতে লাগিল ॥
তবে যথাকালে প্রভু আনি পুরোহিত।
নামকরণ করাইলা হঞা হরষিত ॥
জ্যোতির্বিদ পুরোহিত কহয়ে গণিয়া।
ইহো সুপণ্ডিত হৈব সকলে জিনিয়া ॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায় রত হইব উদাস।
অতএব ইহার নাম থুইলুঁ কৃষ্ণদাস ॥
তাহা শুনি ভক্তগণের আনন্দ বাঢ়িল।
হরি সংকীর্ত্তনানন্দে দিন গোঙাইল ॥
কিছুদিন পরে প্রভু দেখি শুভক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণদাসের কৈলা শুভ অন্নপ্রাশন ॥
শ্রীমদন গোপালে ভোগ লাগাইলা।
মহাপ্রসাদ দিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন কৈলা ॥
ভক্তি করি ব্রাহ্মণে বৈষ্ণবে ভুঞ্জাইলা।
অন্ধ অকিঞ্চনে বহু অন্ন দান কৈলা ॥
বস্ত্র কৌড়ি দান করি সভে সন্তোষিলা।
আশিষ করিয়া তারা যথাস্থানে গেলা ॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত শুভ সময়ানুসারে।
বিদ্যারম্ভ করাইলা শ্রীকৃষ্ণ দাসেরে।
আর এক অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্বজন।
যৈছে প্রকট হৈল প্রভুর তৃতীয় নন্দন।
চৌদ্দশত বাইশ শকের কার্ত্তিকেতে।
সীতা প্রসবিলা শুক্লা দ্বাদশীতে ॥
জন্মমাত্র বালকের দেখ চমৎকার।
নয়ন মুদিয়া রৈল যৈছে মৃতাকার ॥
তাহা দেখি মোর প্রভু গৌরহরি বলি।
হুঙ্কার ছাড়য়ে যৈছে সিংহ মহাবলী ॥
গৌরহরি নাম শিশুর কর্ণেতে পশিল।
প্রেমে অশ্রু বিমোচিয়া নয়ন মেলিল ॥
দেখি সভে প্রেমানন্দে দেয় হরিধ্বনি।
হুলুধ্বনি করে যত কুলের কামিনী ॥
হেনকালে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ তাঁহা আইলা।
জাত বালকের তত্ত্ব গণিয়া কহিলা ॥
এই অদ্বৈতচন্দ্রের তৃতীয় সন্তান।
স্বয়ং শ্রীগণেশ ইহোঁ কৈলা অধিষ্ঠান ॥
পৃথ্বী বিঘ্ন বিনাশিতে কৈলা আগমন।
ইহার দর্শনে জীব পাইব ভক্তিধন ॥
তাহা শুনি ভক্তবৃন্দের আনন্দ বাঢ়িল।
হরি সংকীর্ত্তন করি দিন গোঙাইল ॥
তবে প্রভু পুরোহিত আনি নিমন্ত্রিয়া।
পুত্রের নামকরণ করাইলা তাঁরে দিয়া ॥
দ্বিজ কহে হৈব ইহোঁ শ্রীকৃষ্ণের দাস।
অতএব নাম থুইলু শ্রীগোপাল দাস ॥
এবে শুন গোপালের অমানুষী বৃত্তি।
যাহার শ্রবনে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি ॥
ভক্তগণ যবে করে নাম সংকীর্ত্তন।
দুগ্ধপান ছাড়ি গোপাল করয়ে শ্রবণ।

অশ্রুপাত করে আর হাসে খল খল।
চক্ষু ঘুরায় পুন পুন যৈছে মাতোয়াল॥
সংকীর্ত্তন বিরামে সে ভাব দূরে যায়।
উচ্চঃস্বরে কান্দি শেষে মাতৃদুগ্ধ খায়॥
নিত্য কৃষ্ণদাসের এহ স্বাভাবিকী হয়।
বিজ্ঞের গোচর ইহা অজ্ঞে না জানয়॥
প্রভুর এই তিন কোঙরের জন্মাখ্যানে।
সূত্রমাত্র কহিলাঙ জীবের কল্যাণে॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈতপদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে একাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত বেদ পঞ্চানন।
পড়াইযাছে ছাত্রগণে বেদ দরশন॥
হেনকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ১ গদাধর সনে।
পড়িবার তরে আইলা আচার্য্যের স্থানে
গৌর গদাধরে দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
আইস আইস কহে আর খল খল হাসে॥
তদাভাসে গৌর গদাধর সমুঝিলা।
লোক শিখাইতে আচার্য্যেরে প্রণমিলা॥
আচার্য্য গোসাঞি দোঁহে কৈলা আলিঙ্গন।
তবে এক স্থানে বসিলেন তিনজন॥
শ্রীঅদ্বৈত গৌরচন্দ্রে পুছে মৃদু ভাষে।
কাঁহা হৈতে আইলা নিমাঞি কহ সবিশেষে।
বহুদিনে তোমা সঙ্গে হইল সাক্ষাৎ।
এতদিনে কি পড়িলা কহ সেহি বাত॥
গৌর কহে শুন গুরু বেদ পঞ্চানন।
বিদ্যানগর থেকে আইনু তোমার সদন।
আন শাস্ত্রে দেখিবারে মন নাহি ভায়।
বেদার্থ শুনিতে মুঞি আইলুঁ হেথায়।
এত কহি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
মন বুঝি গদাধর কহিতে লাগিলা॥

১। গদাধর—গদাধর বলিতে গদাধর পণ্ডিত বুঝায়। শ্রীরাধার বিলাস শক্তি, ললিতা ও রুক্মিণীর সংযোগে গদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব। চটগ্রামের বেলেটী গ্রামে আবির্ভাব, পিতা মাধব মিশ্র, মাতা রত্নাবতী, ভ্রাতা বাণীনাথ, ভ্রাতৃষ্পুত্র নয়নানন্দ ও হৃদয়ানন্দ। মহাপ্রভুর সহিত নদীয়ালীলা করিয়া সন্ন্যাসের পর নীলাচলে শ্রীগোপীনাথ সেবা স্থাপন করেন, গৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের পর তথায় অপ্রকট হন। তাঁহার অপ্রকটের পর নয়নানন্দ তাঁহার গলদেশস্থিত গোপীনাথ মূর্ত্তি, গীতা গ্রন্থাদি লইয়া ভরতপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন।

গদাধর কহে শুন বেদ পঞ্চানন।
আদ্য হৈতে কহি গৌরের পাঠ বিবরণ॥
প্রথমে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
দুই বর্ষে ব্যাকরণ কৈলা সমাপনে॥
দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য অলঙ্কার।
তবে গেলা শ্রীমান বিষ্ণুমিশ্রের গোচর॥
তাঁহা দুই বর্ষে স্মৃতিজ্যোতিষ পড়িলা।
সুদর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেলা॥
তাঁর স্থানে ষড়দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে॥
তবে গেলা ১বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাশে।
তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বিবৎসরে।
এবে তুয়া পাশে আইলা বেদ পড়িবারে॥
শুনি আচার্য্যের বাঢ়ে অনন্ত উল্লাস।
কহে শ্রুতিধর শক্তি ইহাতে প্রকাশ॥
স্তব শুনি মহাপ্রভু নতশির হৈলা।
হেনকালে এক ছাত্র তানে প্রশ্ন কৈলা॥
কহ নিমাঞি পর ব্রহ্মাস্তিত্ব কৈছে জানি।
গৌর কহে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যক্ষে অনুমানি
ছাত্র কহে স্বভাবসিদ্ধে ব্রহ্মাণ্ড আছয়।
গৌর কহে অনিত্যের নিত্যত্ব কৈছে হয়॥
ছাত্র কহে পরমাণুগণের নিত্যত্ব।
গৌর কহে জড়ের কভু না হয় কর্তৃত্ব॥
আরেত পাঁচের হয় কর্তৃত্ব কল্পনা।
এক ঈশ্বর চিদানন্দ কহে মুনিজনা॥
কারণ বিনে না সম্ভবে কার্য্যের উৎপত্তি।
সেই কর্ত্তা সুনিশ্চিত যাহে সর্ব্বশক্তি॥
হেনমতে বহু তর্ক নাহি তার লেখা।
হেনকালে কৃষ্ণদাস তঁহা দিলা দেখা॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু অদ্বৈত কুমার।
মৃদু মৃদু হাসি কহে সিদ্ধান্তের সার॥
অহে ছাত্র আগে ভক্তি চক্ষু কিনি লহ।
এখনি দেখিবা আগে ঈশ্বর বিগ্রহ॥
সাক্ষাতে থাকিতে বস্তু চিনিতে না পার
তোমার অজ্ঞতা দেখি দুঃখ পাইনু বড়।
ভাল বলি প্রভু মোর ছাড়য়ে হুঙ্কার।
কৃষ্ণদাসে কোলে করি নাচে বহুতর॥
তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসে কোলে কৈলা।
আনন্দ তাহার নাম কৃষ্ণমিশ্র থুইলা॥
তবে গৌর বেদ পড়ে পরম যতনে।
আচার্য্য পড়ায় তাঁরে অতি সাবধানে॥

১। বাসুদেব সার্ব্বভৌম—বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ভ্রাতা বিদ্যাবাচষ্পতি। দেবগুরু বৃহস্পতি বাসুদেব সার্ব্বভৌম রূপে প্রকট হন। যবন অত্যাচারে মহেশ্বর বিশারদ কাশীতে সার্ব্বভৌম নীলাচলে ও বিদ্যাবাচষ্পতি গঙ্গাতীরে বাস করেন। তিনি গৌরকৃপায় বেদান্তবাদ ত্যাগ করিয়া ভক্তিবাদে বিভোর হন।

একদিন শুন এক অপূর্ব্ব আখ্যান।
জগন্মাতা সীতা যাঁর গৌরগত প্রাণ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়বস্তু নাম চাঁপাকলা।
গৌরাঙ্গে ভুঞ্জাইতে তেঁহো লুকাঞা রাখিলা॥
মাতা গঙ্গাস্নানে গেলা শূন্য ঘর পাঞা।
কৃষ্ণমিশ্র ফিরে খাদ্যবস্তু অন্বেষিয়া॥
চাহিতে চাহিতে পক্করম্ভ ফল পাইলা।
নিত্য কৃষ্ণভক্ত শিশু মনে বিচারিলা॥
গৌরে ভুঞ্জাইতে কলা মায়ের আছে সাধ।
মুঞি যদি খাও তবে হৈব অপরাধ॥
পুন ভাবে নিবেদিয়া করিমু ভক্ষণ।
গৌরাঙ্গ প্রসাদ হৈলে নাহিক দূষণ॥
আগে প্রণব মহামন্ত্র করি উচ্চারণ।
গৌরায় নমঃ বলি কৈলা নিবেদন।
মহাপ্রসাদ জ্ঞানে কলা শিরে ছুয়াইয়া।
ভোজন করিলা শিশু আনন্দিত হঞা॥
গঙ্গাস্নান করি সীতামাতা আসি ঘরে।
গৌরে সমর্পিতে রম্ভা ভাবিলা অন্তরে॥
যাহা রাখিছিলা রম্ভা তাঁহা না পাইলা।
পুত্রগণে খাইল ভাবি দুঃখিত হইলা॥
আগে শ্রীঅচ্যুতানন্দে ডাকি জিজ্ঞাসিলা
গৌরার্থ রাখিলু রম্ভা কেবা তাহা খাইলা॥
শ্রীঅচ্যুত কহে মাতা তুহু সর্ব্বজ্ঞাতা।
মোর ব্যবহার জান মোর মনকথা।
বাল্য চাপল্যে গৌরসেবার দুগ্ধ খাইনু।
তোমার তাড়নে তাহা হৈতে শিক্ষা পাইনু॥
কিবা কহোঁ অচ্যুত মহিমা মুঞি ছাড়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সহ অভেদাত্মা যার।
গৌরাবেশে তিঁহো গৌরসেবার দুগ্ধ খাইলা।
তাহে অচ্যুতের মাতা চাপড় মারিলা।
সেই চাপড়ের চিহ্ন গৌর অঙ্গে লাগে।
তাহা দেখি চমৎকার হৈলা সভলোকে॥
ভগবানের নিত্য সিদ্ধ ভক্ত আর ভক্তি
এই দুই বস্তুর হয় অবিচিন্ত্য শক্তি॥
চিন্ময়ী ভকতি আর চিন্ময় ভক্তগণ।
কৃষ্ণসহ অভেদাত্মা শাস্ত্রের লিখন॥
তবে সীতা কৃষ্ণদাস মিশ্রে বোলাইলা।
তারে পুছে গৌর সেবার রম্ভা কে খাইলা।
কৃষ্ণমিশ্র কহেন মাতা তাহে দূষণ।
গৌরে নিবেদিয়া মুই করিনু ভক্ষণ॥
তাহা শুনি সীতামাতা ঈষৎ হাসিলা।
যষ্ঠি হাতে শিশুর পিছু ধাইয়া চলিলা॥
ভয়ে কৃষ্ণমিশ্র গেলা অদ্বৈত গোচর।
সীতারে পশ্চাতে দেখি কহে প্রভুবর॥
না মারিহ মুঞি আগে শুনি বিবরণ।
সীতা ক্ষান্ত দিলা শুনি প্রভুর বারণ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণমিশ্র কি দোষ করিলা।
কৃষ্ণমিশ্র মৃদুস্বরে তাঁহারে কহিলা॥

গৌরে ভুঞ্জাইতে কল। রাখিলা জননী।
গৌরে নিবেদিয়া খাইনু দোষ নহে জানি॥
প্রভু কহে কিবা মন্ত্রে কৈলা নিবেদন।
শিশু কহে সপ্রণব গৌরায নমঃ॥
প্রভু কহে গৌরায স্থলে কৃষ্ণায় কহা যুক্ত।
শিশু কহে গৌরনামে কৃষ্ণনাম ভুক্ত॥
আশ্চর্য্য মানিলা প্রভু তাঁহান বচনে।
প্রেমাবিষ্ট হঞা চুম্বে শিশুর বদনে॥
পুত্রের সিদ্ধান্ত শুনি সীতার বিস্ময়।
মনে ভাবে ধন্য ধন্য আমার তনয়॥
তবে ভোজনার্থে সভে করিয়া আহ্বান।
গৌর কহে মোহর ভোজন সমাধান॥
প্রভু কহে তুহুঁ কতি আহার করিলা।
গৌর কহে নিবেদিত কেবা কলা খাওইলা॥
এত কহি তিহোঁ এক ছাড়িলা উদগার।
কলার গন্ধ পাঞা সভে হৈলা চমৎকার॥
শ্রীঅদ্বৈত ভাবে কৃষ্ণ ভক্তাধীন হয়।
কৃষ্ণমিশ্র দত্ত কলা ভুঞ্জিলা নিশ্চয়॥
মুঞি মহাভাগ্যবান যার হেন পুত্র।
ইহার চরিত্রে জগৎ হইব পবিত্র।
ভাবিতেই হৈলা প্রভু প্রেমার্দ্র হৃদয়।
অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা দুই নেত্রে বয়॥
সেই তত্ত্ব শুনি সীতা প্রেমে হঞা ভোর।
মনে ভাবে মোর পুত্রের ভাগ্যে নাহি ওর।
মুঞি রত্নগর্ভা ভাগ্যবতী সুনিশ্চয়।
যার গর্ভে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের উদয়॥
তবে একদিন এক ব্রাহ্মণ কুমার।
আসি আচার্য্যের পদে কৈলা নমস্কার॥
শ্রীঅদ্বৈত কহে তুমি কাহার নন্দন।
কিবা লাগি আইলা হেথা কহ বিবরণ॥
দ্বিজসুত কহে মুঞি তব দাস সুত।
১লোকনাথ নাম মোর চক্রবর্ত্তী খ্যাত॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর হও মুঞি পুত্র।
যশোরিয়া খ্যাতি যাঁর তব কৃপাপাত্র॥
চিনিলুঁ বলিয়া প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
লোকনাথ কহে মোরে পবিত্র করিলা॥
প্রভু কহে ঘরের কুশল আগে কহ।
লোকনাথ কহে তুয়া যৈছে অনুগ্রহ॥
প্রভু কহে কাহে একা আইলা এতদূরে
লোকনাথ কহে আইনু পড়িবার তরে॥

১। লোকনাথ—লোকনাথ অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য যশোহরের তালখড়ি নিবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্ব্বদিবসে গৌরাঙ্গ আদেশে ভগর্ভ গোস্বামী সহ বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনের ছত্রবনের উমরাও গ্রামে কিশোরী কুণ্ডতীরে নির্জ্জনে উপাসনায় ব্রতী হন। তথায় শ্রীরাধাবিনোদ শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হন সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ ঠাকুর নরোত্তম লোকনাথ প্রভুর কৃপাধন্য।

প্রভু কহে ভাল ভাল রহ এই স্থানে।
তাহাই পড়হ তোর যাহা লয় মনে॥
লোকনাথ কহে মোর পিতার সম্মত।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়ো কৃষ্ণলীলামৃত॥
শ্রীঅদ্বৈত কহে তব পিতা ভক্তিযুক্ত।
ভাগবত রস পানে সদা উনমত্ত॥
তবে শ্রীমন্ গদাধর পণ্ডিতের সাথ।
সঠিক শ্রীভাগবত পড়ে লোকনাথ॥
তা দোঁহার পাঠ শুনি গৌরচন্দ্র।
শ্লোকার্থ কণ্ঠস্থ কৈলা পাঞা মহানন্দ॥
একদিন সীতানাথ বিচারিয়া মনে।
গোপালের অন্নাশন কৈলা শুভক্ষণে॥
সেইদিনে শুন এক অপরূপ লীলা।
বিধিমতে শিশুর আগে নানাদ্রব্য থুইলা।
শ্রীগোপাল দাস তাহা কিছু না ছুইলা।
শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম পরশন কৈলা॥
দেখি মোর প্রভু প্রেমে হঞা মাতোয়ারা।
কহে এই শিশু হৈব ধার্ম্মিকের চূড়া॥
বিপ্রপদ বিষ্ণুপদ সমতুল হয়।
বিপ্রপদে সর্ব্ব তীর্থগণ বিরাজয়॥
হেনমতে প্রভুপাদ বহু ব্যাখ্যা কৈলা।
প্রকারে গৌরাঙ্গ বস্তুতত্ত্ব উঘারিলা॥
তাহা শুনি ভক্তবৃন্দের আনন্দ বাড়িল।
সভে মিলি নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভিল॥
শ্রীঅদ্বৈত নাচে আর নাচে হরিদাস।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাচে আর কৃষ্ণদাস॥

কৃষ্ণমিশ্রের নৃত্য দেখি মহাপ্রভুর হাস।
গৌরে নাচাইলা ভক্তে করিয়া প্রয়াস॥
হেনমতে দিন দিন বাঢ়য়ে আনন্দ।
প্রতিদিন মহোৎসব করে ভক্তবৃন্দ॥
ক্রমে গৌরের একবর্ষ হৈল অতিক্রম।
তাহে বেদ ভাগবত হইল পঠন॥
তা দেখি আশ্চর্য্য মানে পণ্ডিতের গণ।
আশ্চর্য্য কহয়ে গৌরের অলৌকিক গুণ॥
গদাধর পণ্ডিতের অচিন্ত্য মহিমা।
চতুর্ম্মুখে তান গুণ দিতে নারে সীমা।
ভাগবতে হৈলা তাঁর অপূর্ব্ব বুৎপত্তি।
যাঁরে প্রভু কহে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গের গুণ অতি চমৎকার।
লোকনাথের হৈল ভাগবতে অধিকার॥
সর্ব্বদা প্রেমাশ্রু ঝরে শ্লোকার্থ শুনিতে।
সভে কহে কৃষ্ণ কৃপা কৈলা লোকনাথে
একদিন লোকনাথ কহে আচার্য্যেরে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি কৈছে হৈব কহ প্রভু মোরে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণমন্ত্র করহ গ্রহণ।
অচিরাতে করে যেই কৃষ্ণ আকর্ষণ॥
তাহা শুনি লোকনাথ আনন্দিত হৈল।
গঙ্গাগর্ভে মোর প্রভুস্থানে মন্ত্র লৈল॥
শ্রীবৈষ্ণব মন্ত্ররাজের অবিচিন্ত্য শক্তি।
গ্রহণমাত্রেতে পাইলা শুদ্ধ প্রেমভক্তি॥
তবে লোকনাথ শ্রীঅদ্বৈত পদে ধরি।
প্রেমাবেশে কান্দে বহু দৈন্য স্তব করি॥

প্রভু কহে না কান্দহ মন স্থির কর।
অচিরাতে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হৈব তোর॥
এত কহি প্রভু ধরি লোকনাথের কর।
উপনীত হৈলা মহাপ্রভুর গোচর॥
প্রভু কহে অহে নিমাই কর অবধান।
লোকনাথে শিখাইবা তত্ত্বানুসন্ধান॥
এত কহি প্রিয়শিষ্যে গৌরে সমর্পিলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথে আত্মসাথ কৈলা
তবে একদিন গোরা কহে আচার্য্যেরে॥
বিদায় হইতে চাহে ঘরে যাইবারে॥
প্রভু কহে তোরে বিদায় দিতে প্রাণ ফাটে।
স্বতন্ত্রতা হয় তোর প্রকটাপ্রকটে॥
এত কহি প্রভু প্রেমসাগরে ডুবিলা।
প্রেম সম্বরিয়া তবে সভারে কহিলা॥
এই নিমাঞি সর্ব্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণে।
বিদ্যাসাগর উপাধি মুঞি কৈলুঁ স্থাপনে॥
তাহা শুনি সভে কৈলা জয় জয় ধ্বনি।
ছাত্র কহে বিদ্যাসাগর দেহ পান চিনি॥
মহাপ্রভু যথা বিধি সভে সম্মানিলা।
দোঁহে সঙ্গে করি তবে গৃহেরে চলিলা॥
শ্রীগৌরাঙ্গ যাত্রার কথা কি কহিমু আর
সপরিবারেতে প্রভুর বহে অশ্রুধার॥

হেথা নবদ্বীপে শচীমাতা গোরা বিনে।
বৎসহারা গাভীসম ইতি উতি ভ্রমে॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র স্বগৃহে আইলা।
দেখি শচী শূন্যদেহে পরাণ পাইলা॥
গৌরাঙ্গ মাতার পদে কৈলা নমস্কার।
শচী তান গলা ধরি কান্দে অনিবার॥
গোরাচাঁদ কহে মাতা না কান্দ না কান্দ।
ক্ষুধা পাইয়াছে মোর ঝাট গিয়া রান্ধ॥
শুনিয়া ত্বরিতে শচী রান্ধিবারে গেলা।
ভক্ত সঙ্গে গৌর গঙ্গাস্নান করি আইলা॥
বিষ্ণুপূজা করি অন্নভোগ লাগাইলা।
তবে ভক্তসঙ্গে হর্ষে ভোজন করিলা॥
অপরাহ্নে মহাপ্রভু নগর ভ্রমিলা।
বড় বড় পণ্ডিতেরে তর্কে হারাইলা॥
সভে কহে নিমাই পণ্ডিত শিরোমণি।
ঐছে বিদ্যাসাগর আর কাঁহা নাহি শুনি॥
ক্রমে গৌরের বিদ্যা যশ সূর্য্য উজ্জ্বলিল।
সেই নবদ্বীপে তান বিবাহ হইল॥
রাজর্ষি ভীষ্মক রূপ ১বল্লভ আচার্য্য।
কুলে শীলে মান্যগণ্য দ্বিজগণ আর্য্য॥
তান কন্যা পরমাহ্লাদিনী লক্ষ্মীসতী।
সর্ব্ব সদ্গুণ সম্পূর্ণা অতি রূপবতী॥

১। বল্লভাচার্য্য—বল্লভাচার্য্য শ্রীহট্ট নিবাসী মানিক মিশ্রের পুত্র তথাহি—স্বরূপ চরিতে—"মানিকমিশ্রের পুত্র বল্লভ আচার্য্য।"

শ্রীরুক্মিণী বলি মোর প্রভু যারে কয়।
শ্রীগৌরসুন্দর তানে কৈলা পরিণয়॥
তবে গোরা টোল করি পড়াইলা ছাত্র।
যেই ছাত্রের যেই বাঞ্ছা পড়ে সেই শাস্ত্র
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আইলা অদ্বৈত কোঙর।
বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি শাস্ত্রে অতি পটুতর।
তারে পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দ অপার।
ব্যাকরণ পড়াইলা আর অলঙ্কার॥
একদিন শ্রীঅচ্যুত কহে গৌরচন্দ্রে।
মুখের উপমা ভালি কৈছে হয় চন্দ্রে॥
মৃগাঙ্কে কলঙ্ক বহু দেখি বিদ্যমান।
অনুজ্জ্বল বৌপ্যবর্ণ নেহ অপ্রধান॥
তাহা শুনি নিমাই বিদ্যাসাগর আনন্দে।
সস্নেহ প্রশংসি কহে শ্রীঅচ্যুতানন্দে॥
আহ্লাদের অংশে হয় মুখের উপমা।
কোন বস্তুর সর্ব্ব অংশে না হয় তুলনা॥
শুনি শ্রীঅচ্যুত কহে বুঝিলুঁ এখন।
আর এক কথা মোর হৈল উদ্দীপন॥
মদনগোপাল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাহারে কহিমু মুঞি কাহার সমান॥
তাঁহার উপমা দিতে কিছু নাহি পাও।
কহিয়ে উপমা মোর সংশয় ঘুচাও॥
বালকের কথা শুনি শ্রীশচীনন্দন।
বিস্ময় অন্তরে কহে শুন প্রিয়তম॥
শ্রীসচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি পূর্ণ।
তেঁহো উপমান বস্তু তার উপমাশূন্য॥
যৈছে আন রসের উপমান সুধা হয়।
সুধার উপমা কভি সংসারে আছয়॥
শুনি শ্রীঅচ্যুতে কহে তুহু সর্ব্বজ্ঞাত।
সুধা হইতে স্বাদাধিকা হরি নামামৃত॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কহে কৈছে করোঁ সুবিশ্বাস
শ্রীঅচ্যুত কহে বস্তু শক্তিতে প্রকাশ॥
সুধাপায়ী দেবে নামামৃত করি পান।
পরম কৃতার্থ মানে শাস্ত্রেতে প্রমাণ॥
শুনি মহাপ্রভু গূঢ় প্রেমে আর্দ্র হঞা।
অচ্যুতের শিরে চুম্বে নিজকোলে লঞা
ভক্তসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের লীলা গুহ্যতম।
তার সূত্র বর্ণি হৈছে নাহি মোর ক্ষম॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
এবে শুন কহি এক অপূর্ব্ব আখ্যান।
নবদ্বীপে আইলা [১]ঈশ্বরপুরী সর্ব জান।

১। ঈশ্বর পুরী—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী প্রাচীন কুমারহট্ট, বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য্যের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ তীর্থভ্রমণ কালে প্রভু নিত্যানন্দকে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে হাড়াই পণ্ডিতের

শ্রীউজ্জ্বল রূপ রস প্রভু যারে কয়।
যাহার দর্শনে প্রেমভক্তি উপজয়॥
পরম বৈষ্ণবপুরী বিরক্ত উদাস।
আগে উত্তরিলা প্রভু অদ্বৈতের বাস॥
তেজস্বী সন্ন্যাসী বড় দেখি সীতানাথ।
নমো নারায়ণ বলি কৈলা দণ্ডবৎ॥
শ্রীঅদ্বৈতে দেখি পুরী মনে কৈলা ধার্য্য।
ইহোঁ বুঝি কৃষ্ণ প্রকটের মূলাচার্য্য॥
শ্রীমাধবেন্দ্রের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
পরিচয় পাঞা প্রভুর ঝোরে প্রেমবারি॥
তবে দোঁহার কৃষ্ণকথার তরঙ্গ বাঢ়িল।
ক্রমে দোঁহে প্রেমামৃত সাগরে ডুবিল॥
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
কভু বলী সিংহসম গম্ভীর গর্জ্জয়॥
কথোক্ষণে দোহাকার বাহ্যস্ফূর্তি হৈল।
সীতানাথ পুরীরাজে ভিক্ষা করাইল॥
তবে পুরী নবদ্বীপে করয়ে ভ্রমণ।
শুভক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গে পাইলা দর্শন॥
গৌরচন্দ্রের অঙ্গকান্তি কোটি সূর্য্যসম।
দেখি পুরীর হৈল মহাভাবের উদগম॥
পুরী ভাবে ইহোঁ সত্য স্বয়ং ভগবান।
গৌররূপে নবদ্বীপে হৈলা অধিষ্ঠান॥
জ্যোতির্ম্ময় পুরীরাজ দেখি বিশ্বম্ভর।
ভাবে ইহোঁ মহাভাগবত ন্যাসীবর॥
আগু গিয়া গৌর তানে কৈলা পরণাম।
পুরী কহে সিদ্ধ হৈব তোর মনস্কাম॥
দোঁহার প্রসঙ্গে দোঁহার হৈল পরিচয়।
দোঁহে শাস্ত্রালাপ করি আনন্দে ভাসায়॥
তবে গৌর পুরীরাজে আগ্রহ করিয়া।
ভিক্ষা করাইলা তানে নানাদ্রব্য দিয়া॥
দিন কত পুরী তাঁহা বিশ্রাম করিলা।
গৌর প্রকাশের গৌণ দেখি তীর্থে গেলা॥
একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ কহে শচী পাশে।
শিষ্যগণ লঞা মাগো যাও পূর্ব্বদেশে॥
ফিরি আসিয়াও ঝাট প্রবাস করিয়া।
মো বিপদ চিন্তা না করিহ দুঃখী হঞা॥
ঘরে বসি কর মাগো কৃষ্ণ আরাধনা।
প্রেমানন্দে রহিলে না ঘটিবে যন্ত্রণা॥
এত কহি শচীপদে কৈলা নমস্কারে।
মাতা আশীর্ব্বাদ কৈলা বাথিত অন্তরে॥
তবে গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব দিগের চলয়।
পদ্মনাভের ঘরে যাঞা হইলা উদয়॥

গৃহ হইতে বাহির করেন এবং পাণ্ডুপুর তীর্থে বিশ্বরূপের ঐশি শক্তি গ্রহণ করিয়া নিত্যানন্দকে দীক্ষা প্রদান করেন। তারপর গুরুসেবার মাধ্যমে মাধবেন্দ্র পুরী প্রদত্ত প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া গৌরাঙ্গে দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অর্পণ করেন। ১৪৩৩ শকাব্দে তিনি প্রকট হন।

মহাপ্রভুর সঙ্গী লোকনাথ চক্রবর্ত্তী।
পিতারে ফুকারি কহে হও অগ্রবর্ত্তী॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী পরম পবিত্র।
যেহোঁ শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রের হন কৃপাপাত্র॥
নবদ্বীপে কৃষ্ণ গৌররূপী স্বপ্রকাশ।
প্রভুর কৃপাবলে তিহোঁ জানে তদাভাস॥
পূর্ব্বেতিঁ জানিলা তোহোঁ ভাবের আবেশে।
গৌররূপী স্বয়ং কৃষ্ণ আইলা মোর বাসে॥
আগুলিয়া আইলা দ্বিজ বস্ত্র বান্ধি গলে।
গৌরাঙ্গে দেখিয়া তিহোঁ চিনে অবহেলে
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে মহাপ্রভুর আগে।
বিষ্ণু বিষ্ণু বলি গৌর যায় অন্য দিগে॥
পদ্মনাভ কহে গৌর না ভাণ্ডিহ অন্তরে।
তোর গূঢ় তত্ত্ব স্থিতি ভক্তের অন্তরে॥
তুমিহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সর্ব্ব রস-পূর্ণ।
জীব নিস্তারিতে স্বয়ং হৈলা অবতীর্ণ॥
এত কহি দিব্যাসন করিলা প্রদান।
বিষ্ণু স্মরি গৌর তাহে কৈলা অধিষ্ঠান॥
পদ্মনাভ তারে সৎকার কৈলা বিহিমত
মহাপ্রভু তথি বাস কৈলা দিন কত॥
নিমাই পণ্ডিত আইলা হৈল মহাধ্বনি।
পণ্ডিতের গণ আইলা আর যত জ্ঞানী॥
দেখিতে আইলা শত শত ধন্য মানী।
আবাল বৃদ্ধ যুবা আর যতেক রমণী॥
মহা কোলাহল হৈলা গৌর দেখিবারে।
যুক্তি করি গোরা উঠে অট্টালিকা' পরে॥
অতি সমুজ্জ্বল হেম-কান্তি গৌররূপ।
আজানুলম্বিত বাহু রসামৃত কূপ।
চঞ্চল নয়ন মুখ পদ্ম প্রফুল্লিত।
বামভুজে অচ্যুতের কণ্ঠ আলিঙ্গিত॥
অপূর্ব্ব রূপ গঙ্গামৃতে সভে স্নান কৈলা।
কেহ ভাগ্যে তাহা পিয়া উনমত্ত হৈলা॥
কেহ বহু অশ্রুপাত কৈলা প্রেমাবেশে।
কেহ উর্দ্ধবাহু হঞা নাচয়ে হরিষে॥
রাত্রে মহাসভা কৈলা মিলি বিজ্ঞজন।
চতুর্দিকে দীপ জ্বলে যৈছে মণিগণ॥
শিষ্যগণ লঞা গৌর সভাতে আইলা।
দেখি সভে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান কৈলা॥
সভামাঝে গৌরচন্দ্র বৈসে চন্দ্রসম।
তানে ঘেরি বৈসে সুধী যৈছে তারাগণ॥
তাহে এক সুধী বিপ্র তর্কচূড়ামণি।
শাস্ত্রে সুনিপুণ পণ্ডিতের শিরোমণি॥
তর্কশাস্ত্রের প্রশ্ন এক কৈলা উত্থাপন।
শুনি মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ করিল খণ্ডন॥
সেই দ্বিজ পুন পুন করয়ে স্থাপন।
অবহেলে মহাপ্রভু করয়ে খণ্ডন॥
পূর্ব্ব পক্ষ উড়ি গেল স্থাপিতে নারিলা
তবে পণ্ডিতের গণ পরাস্ত মানিলা॥
সভে কহে নিমাই বিদ্যাসাগরের নাম।
শুনিছিলুঁ দৈব্যবিদ্যা হৈল [illegible]॥

একদিন বিষ্ণুভক্ত এক দ্বিজবর ।
করজোড়ে কহে মহাপ্রভুর গোচর ।
কলি ঘোরি পাপাচ্ছন্ন নিরখি সংসার ।
কহ কৈছে জীবগণ হইব নিস্তার ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে হরিনাম সার ।
শ্রবণ গ্রহণে জীব হইব উদ্ধার ॥
হরিনাম বিনে জীবের নাই অন্য গতি ।
নামে সর্ব্বপাপ খণ্ডে পায় শুদ্ধভক্তি ॥
তাহা শুনি দ্বিজবরের হৈল প্রেমোল্লাস ।
হরি বলি নাচে কান্দে নাহি বাহ্যাভ্যাস ॥
তাহা দেখি হাসে যত পাষণ্ডীর গণ ।
মহাসুখী হৈল কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মন ॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর অতি ভাগ্যোদয় ।
যাঁর ঘরে শ্রীচৈতন্যের হইল বিজয় ।
তবে গৌর ক্রমে আইলা পদ্মাবতী তীরে
পদ্মা দেখি গোরা কহে আনন্দ অন্তরে ।
এই পদ্মাবতী লক্ষ্মীর দ্বিতীয় শরীর ।
ইথে স্নানে পাপক্ষয় হইবেক স্থির ॥
তবে সেই পুণ্য-পদ্মাবতী নদীতীরে ।
রম্যস্থানে রহি গোরা আনন্দে বিহরে ।
গৌরাঙ্গ সদগন্ধ চতুর্দ্দিগে বিস্তারিল ।
পরস্পরে সাধুগণ কহিতে লাগিল ॥
গঙ্গার পূর্ব্বতটে নবদ্বীপ সুধীস্থল ।
তাঁহা হইতে আইলা এক পণ্ডিতপ্রবর ॥
বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাই পণ্ডিত ।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাঁহার রচিত ॥
শব্দ শুনি বহু বিজ্ঞগণ তথি আইলা ।
গৌরাঙ্গ দর্শনালাপে পবিত্র হইলা ॥
অধ্যাপকগণ আইলা নানা দ্রব্য লঞা ।
আনন্দিত হৈলা গৌরসহ আলাপিঞা ॥
শাস্ত্রজ্ঞ বহুত ছাত্র আইলা পড়িবারে ।
স্থানে স্থানে অল্প পড়ি উপাধিক ধরে ॥
হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ দশনে ।
নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী হৈলা অন্তর্দ্ধানে ॥
কিছুদিন পরে শ্রীমান্ শচীর নন্দন ।
নিজধামে যাইবারে কবিলা মনন ॥
হেনকালে এক দ্বিজ ধার্ম্মিক প্রবর ।
স্বপ্ন দেখি আইলা মহাপ্রভুর গোচর ॥
অষ্ট অঙ্গে গৌর পাদপদ্মে প্রণমিলা ।
গোপনে স্বপনতত্ত্ব সভ প্রকাশিলা ।
গৌর কহে এই কথা রাখিহ গোপনে ।
এবে কাশীধামে তুহুঁ করহ প্রস্থানে ॥
আমা সহ তহিঁ কালে সাক্ষাৎ হইবে ।
তব মন অভিলাষ অবশ্য পূরিবে ॥
১ তপন মিশ্র নাম তার সরল হৃদয় ।
কাশীধামে গেলা মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ॥

১। তপন মিশ্র—তপন মিশ্র বঙ্গদেশবাসী। মহাপ্রভু বঙ্গদেশে বিদ্যাবিলাসে গমন করিলে তাঁহার সমীপে সাধ্যসাধন তত্ত্বজ্ঞাত হইয়া প্রভুর আদেশে কাশীধামে অবস্থান করেন। প্রভু কাশীতে গমন করিলে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা অঙ্গীকার করেন। তাঁরই পুত্র ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

ঐছে পূর্ব্ব বঙ্গদেশ কৃতার্থ করিয়া।
দেশে চলে বিশ্বম্ভর বহু অর্থ লঞা॥
তবে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে উত্তরিলা।
লক্ষ্মীর তিরোভাব শুনি দুঃখ প্রকাশিলা॥
শ্রীশচী মাতাকে দেখি অতি শোকমনা।
নানা যোগ কহি তানে করিল সান্ত্বনা॥
তবে গৌরের ভক্ত আর প্রিয় বন্ধুগণ।
গৌরাঙ্গের বিবাহ তথি কৈলা সংঘটন॥
রাজপণ্ডিত ১ সনাতন মিশ্র দ্বিজরায়।
শ্রীসত্রাজিতাবির্ভাব প্রভু যাঁরে কয়॥
তান কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া সাধ্বী শিরোমণি।
সর্ব্ব সদ্গুণ সম্পূর্ণা রূপামৃতের খনি॥
শ্রীমত্যাহ্লাদিনী লক্ষ্মী প্রভু যারে কয়॥
তাঁহারে শ্রীগৌরচন্দ্র কৈলা পরিণয়॥
তাতে মহোৎসব হৈল শচীর মন্দিরে।
পুত্রবধূ পাঞা শচী আনন্দে বিহরে॥
শ্রীঅচ্যুত কহে মোরে এই শুভাখ্যান।
তার সূত্র লবমাত্র করিনু ব্যাখ্যান॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ
ত্রয়োদশোঽধ্যায়।

—০—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
তবে কিছুদিন পরে শ্রীশচীনন্দন।
পিতৃকার্য্যে গয়াধামে করিলা গমন॥
ভক্তি করি গদাধরের পদে পিণ্ড দিলা।
তহিঁ শ্রীঈশ্বরপুরীর সাক্ষাত পাইলা॥
পুরীরাজে দেখি নিমাই দণ্ডবৎ কৈলা।
তিহোঁ সসম্ভ্রমে গৌরচন্দ্রে আলিঙ্গিলা॥
পুরীরাজ বক্তা শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর শ্রোতা।
সমগ্র রজনী আলাপিলা কৃষ্ণকথা॥
হরি-কথামৃত পিয়া দোঁহে হৈলা মত্ত।
প্রেমাবেশে নাচে কান্দে যৈছে উনমত্ত॥
পরদিন মহাপ্রভু দেখি শুভক্ষণ।
পুরীরাজ স্থানে মন্ত্র করিলা গ্রহণ॥
দশাক্ষর মন্ত্র তাহে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।
প্রত্যক্ষেতে দেখাইলা কৃষ্ণ মূর্ত্তিমান॥
দেখিয়া অপূর্ব্বরূপ শ্রীশচীনন্দন।
শুদ্ধপ্রেমে মত্ত হৈয়া করয়ে ক্রন্দন॥
পুরীরাজে প্রণমিয়া কহে বারে বার।
বড় কৃপা করি কৈলা মো-ছারে উদ্ধার॥

১। সনাতন মিশ্র—সনাতন মিশ্রের বংশ পরিচয় বিষয়ে প্রেমবিলাস গ্রন্থের ২৪ বিলাসের বর্ণন—
শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি। সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিলা বসতি॥
তাঁহার দুই পুত্র অতি গুণধাম জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর নাম॥
সনাতন মিশ্রের মাতার নাম বিজয়া। আর পত্নীর নাম মহামায়া॥

পুরী কহে তত্ত্ব জানি না করিহ দৈন্য।
জীব শিক্ষাইতে ধরায় হৈলা অবতীর্ণ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুহুঁ চিদানন্দময়।
তব মায়া নাটে কার নাহি ভ্রম হয়॥
তুয়া গূঢ় প্রতিবিম্ব মন্ত্র-দরপণে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈলা আপনার মনে॥
যৈছে শিশু নিজবিম্ব দেখি ক্রীড়া করে।
তৈছে নিজবিম্ব দেখি তব প্রেমাঙ্কুরে॥
রাধা অঙ্গ কান্তো কৈলা অঙ্গ
আচ্ছাদন।
রাধাভাবে কর স্বমাধুর্য্য আস্বাদন।
শুনি মহাপ্রভু করি বিষ্ণু স্মরণ।
কহে গুরু কিবা কহ মুঞি অভাজন॥
তুয়া দিব্যভক্তি চক্ষে না হয় অন্য স্ফূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র দেখয়ে চিদানন্দ কৃষ্ণমূর্ত্তি॥
পুরীরাজ প্রেমাবেশে তাহা না শুনিয়া।
অট্ট অট্ট হাসে নাচে উর্দ্ধবাহু হঞা॥
লোকের সংঘট দেখি প্রেম সঙ্কোচিলা।
গৌরে গাঢ় আলিঙ্গিয়া কৃতার্থ মানিলা॥
তবে ১কুমারহট্টে গেলা গৌর বিশ্বম্ভর।
পুরীরাজের জন্মস্থান অতি পুণ্যতর॥
কুমারহট্টের গৌর বহু প্রসংশিলা।
পুরীরাজে প্রণমিয়া বিদায় মাগিলা॥
ক্রমে মহাপ্রভু নবদ্বীপ ধামে আইলা।
প্রিয়বন্ধু ভক্তবৃন্দ আসিয়া মিলিলা॥
গৌরে দেখি বন্ধুগণ স্মিতমুখে কহে।
কাহে নববেশ নিমাই দেখি তব দেহে॥
দ্বাদশ অঙ্গেতে কৈলা তিলক রচন।
সর্ব্ব অঙ্গে হরিনাম করিলা লিখন॥
তুলসীকাষ্ঠের মালা কণ্ঠেতে পরিলা।
শঙ্খ চক্র করে চিহ্ন কেন বা ধরিলা॥
শুনি গোরা কহে উপহাস না করিহ।
তিলকাদি ধারণের নিত্যতা জানিহ॥
তিলক তুলসী মালা যেই না ধরয়।
তার সন্ধ্যা পূজাদি বিফল শাস্ত্রে কয়॥

কুমারহট্ট—কুমারহট্ট গ্রামের বর্ত্তমান নাম হালিসহর। শিয়ালদহ—রাণাঘাট রেলপথে কাঁচরাপাড়া কিংবা নৈহাটী ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর 'শ্রীচৈতন্যডোবা' বাস ষ্টপেজে নামিলেই মন্দির বিরাজিত। গৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবন যাত্রা উপলক্ষ্যে ১৪৩৬ শকাব্দে হালিসহর গ্রামে আগমন করতঃ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর পদরেণু স্বরূপ তাঁর জন্মভূমি হইতে একমুঠি মৃত্তিকা গ্রহণ করেন অনুগামী ভক্ত বৃন্দ গ্রহণ করায় একটি ডোবার সৃষ্টি হয় তাহাই শ্রীচৈতন্যডোবা নামে অদ্যাপি বিরাজিত। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পর শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে কুমারহট্টে আসিয়া অবস্থান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস ভবনে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া প্রভৃত লীলা করেন।

অতএব ইহাকে সদ্‌বেশ করি মানি।
সদ্‌বেশের অনন্তশক্তি কহে মহামুনি॥
সদ্‌বেশ ধারণ চিত্ত শুদ্ধির কারণ।
গুরু পরম্পরা ধর্ম্ম সেহ পূজ্যতম॥
সদ্‌বেশ ধরিয়া জীবন্মুক্তি পায়।
সদ্‌বেশে পূতনা দিব্যগতি প্রাপ্ত হয়॥
শুনি সভে কহে গৌরের হৈল ভাবান্তর।
আনন্দে ডুবিল ভক্ত মানস-মকর॥
গৌরের প্রিয়তম শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
গৌরে পুছে কহ গয়ার শুভ সমাচার॥
মহাপ্রভু কহে গয়াধাম তীর্থরাজ।
পাদপদ্ম তীর্থ তহিঁ করয়ে বিরাজ॥
অনাথের বন্ধু হরি দয়ার ভাণ্ডার।
পদচিহ্ন দ্বারে জীবে করয়ে নিস্তার॥
যেই দেখে গয়াসুরের শিরঃস্থিত পদ।
অন্তে সেই পায় দেবদুর্লভ পদ॥
সেই হরিপদে যেই করে পিণ্ড দান।
তার মাতৃ-পিতৃকুল পায় পরিত্রাণ॥
বহু স্থানে বহুরূপে হরি কৃপা করে।
ভাগ্যবন্ত সুবিশ্বাসী জীবে মাত্র স্ফুরে॥
কহিতে কহিতে হইল প্রেম উদ্দীপন।
লোকাপেক্ষা নাহি করি করয়ে ক্রন্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে গোরা ছাড়য়ে হুঙ্কার।
ভক্তগণ কহে ঠাকুর হৈল পরচার॥
মহাপ্রভুর প্রেম দেখি কান্দে ভক্তগণ।
সভে মিলি আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন॥
ক্রমে সংকীর্ত্তনের প্রেম তরঙ্গ বাড়িল।
গৌর গদাধর দোঁহে বহু নৃত্য কৈল॥
শ্রীবাসাদি কহে এবে হইনু বিজয়।
শ্রীগৌরাঙ্গে হৈল যবে মহাপ্রেমোদয়॥
গয়া হইতে নিমাই পণ্ডিত আইলা ঘরে।
শুনি বহু পড়ুয়া আইলা পড়িবারে॥
কেহ ব্যাকরণ পড়ে কেহ দরশন।
সর্ব্বসূত্রে গৌর করে কৃষ্ণের বর্ণন॥
ছাত্রগণ কহে বিদ্যাসাগর কিবা কহ।
মহাপ্রভু কহে ইথে না কর সন্দেহ॥
শব্দ ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইহা চারিবেদে কয়।
ইহা বৈ অর্থ মোর নাহিক স্ফুরয়॥
শুনি শ্রীঅচ্যুতের হৈল বৈরাগ্য উদয়।
শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে তিঁহো কৃষ্ণ গুণ গায়॥
আর যে যে ছাত্রের ছিল পরম সৌভাগ্য।
অচ্যুতের উপদেশে পাইলা বৈরাগ্য॥
মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস দেখি ভক্তগণ।
শ্রীঅদ্বৈত স্থানে সব কৈলা নিবেদন॥
যদ্যপি আচার্য্য গৌরের জানে সব তত্ত্ব।
তবু তার প্রকাশ শুনি হৈলা প্রেমোন্মত্ত॥
ভাবাবেশে কহে ভক্তস্থানে সীতানাথ।
শুন শুন কহি মুঞি গূঢ় এক বাত॥
নিত্য মোর গীতা পরায়ণের নিয়ম।
অর্থগ্রহ করি যাঙ করিতে পঠন॥

একদিন এক শ্লোকে হইল সংশয়।
বহুবিধ চিন্তা কৈলোঁ নৈল সমন্বয়॥
উপবাস করি মুঞি রহিল শুতিয়া।
স্বপ্নে একজন মোরে কহিলা হাসিয়া॥
উঠহ আচার্য্য কাহে কর উপবাস।
এই শ্লোকের এই অর্থ জানিহ নির্য্যাস॥
শুনি মোর মনে হৈল অতি চমৎকার।
চক্ষু মেলি দেখি আগে গৌর বিশ্বম্ভর॥
দেখিতে দেখিতে তেঁহো হৈলা অন্তর্দ্ধান
বুঝিলুঁ নিমাই হয় পুরুষ প্রধান।
ধূমদৃষ্ট যৈছে হয় অগ্নি অনুমান।
তৈছে অলৌকিক গুণে ঈশ্বরের প্রমাণ॥
প্রেম মহাসিন্ধু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
কৈছে লুকাইতে পারে তরঙ্গ তাহা'ন॥
সত্যানুকরণ ঈশ্বরের লীলা হয়।
আপনে আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়॥

কহিতেই হৈল প্রভুর মহাভাবাবেশ।
কহে প্রেমবন্যায় ভাসাইমু সর্ব্বদেশ॥
সঘনে হুঙ্কার করে লোকে চমৎকার।
ভক্তগণের মনে হৈল আনন্দ অপার॥
সাধু সমুঝিলা কৃষ্ণ হৈলা অবতীর্ণ।
শুদ্ধ প্রেমদানে বিশ্ব করিবেন ধন্য॥
তবে সভে সংকীর্ত্তন করে প্রেমানন্দে।
হাসে কান্দে নাচে গর্জ্জে যৈছে মেঘবৃন্দে॥

এবে শুন প্রভু নিত্যানন্দের বিজয়।
যাহার শ্রবণে জীবের হয় প্রেমোদয়॥
রাঢ়দেশে ১একচাকা নামে গ্রাম ধন্য।
যহিঁ নিত্যানন্দ রাম হৈলা অবতীর্ণ॥
বসুদেব অবতার ২হাড়াই পণ্ডিত।
তান পুত্র নিত্যানন্দ সদাই আনন্দিত॥

১। একচাকা—একচাকা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া—আসানসোল মেইন লাইনে খানা জংশন থানা-নলহাটী রেলপথে আহম্মদপুর নলহাটীর মধ্যবর্ত্তী সাঁইথিয়া ও রামপুর হাট ষ্টেশনদ্বয়ে নামিয়া বাসযোগে বীরচন্দ্রপুর নামিতে হয়। একচাকা ধামই বীরচন্দ্রপুর নামে খ্যাত।

২। হাড়াই পণ্ডিত—হাড়াই পণ্ডিত প্রভু নিত্যানন্দের পিতা। প্রভু নিত্যানন্দের মাতার নাম পদ্মাবতী। পূর্ব্ব অবতারের বসুদেব ও দশরথের মিলনে হাড়াই পণ্ডিত, রোহিণী ও সুমিত্রার মিলনে পদ্মাবতী প্রকট হন। হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম সুন্দরামল ওঝা। হাড়াই পণ্ডিতের সাত পুত্র—নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দ সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ। হাড়াই পণ্ডিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর হস্তে জ্যেষ্ঠপুত্র নিত্যানন্দকে অর্পণ করিয়া দশরথের ন্যায় পুত্র বিরহে বিরহান্বিত অবস্থায় কতদিনে অন্তর্দ্ধান করেন।

পদ্মাবতী মাতা তাঁর সাধ্বী শিরমণি।
মোর প্রভু কহে যাঁরে সাক্ষাত রোহিণী॥
তেরশত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥
ব্রজে বলরাম যেহ সেই নিত্যানন্দ
অবতীর্ণ হৈলা বিতরিতে প্রেমানন্দ॥
১ সন্ন্যাসীর সঙ্গছলে গৃহত্যাগ কৈলা।
বহুতীর্থে ভ্রমি শেষে ব্রজধামে গেলা।
তঁহি কিছুদিন রহি প্রভু নিত্যানন্দ।
গৌর পরকাশে মনে পাইলা প্রেমানন্দ।
তাঁহা হৈতে তিহেঁ শ্রীধাম নবদ্বীপে আইলা।
২নন্দন আচার্য্য ঘরে অবস্থিতি কৈলা॥
নিত্যানন্দের আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
গোপনে কহয়ে তত্ত্ব ভক্তের গোচর॥
এক মহাপুরুষ সংকল্পতরু প্রায়।
ভক্তিফল সমর্পিতে আইলা হেথায়॥
চল সভে যাইবাঙ তাঁহার গোচর।
দেখিলে জানিবা তান মহিমা বিস্তর॥
শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ উৎকণ্ঠিত হৈলা।
মহাপ্রভু সঙ্গে সভে আনন্দে চলিলা॥
শ্রীনন্দন আচার্য্যের ঘরে উত্তরিলা।
নিত্যানন্দে দেখি সভে বিস্ময় মানিলা॥

অলৌকিক রূপ তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
কোটি সূর্য্যসম কান্তি প্রকৃতি গম্ভীর॥
ললাটে তিলক শোভে যৈছে চন্দ্রপ্রভা।
তুলসী কাষ্ঠের মালায় কণ্ঠ করে শোভা॥
হাস্য যুত মুখপদ্ম পরম সুন্দর।
ন্যাসী চূড়ামণি দয়া গুণের আকর॥
নিত্যসিদ্ধ বলদেবে দেখি বিশ্বম্ভর।
গণসহ তাঁর পদে কৈলা নমস্কার॥
গৌর সূর্য্যের ছটা পড়ি নিত্যানন্দ চাঁদে।
শুদ্ধ প্রেমামৃত জ্যোৎস্নায় ব্যাপে অবিচ্ছেদে॥
গৌরে দেখি স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ।
কৃষ্ণজ্ঞানে হৈল তান স্তম্ভ উদ্দীপন॥
নিত্যানন্দ স্তম্ভিত দেখিয়া গৌররায়।
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে সৃজিলা উপায়॥
ভক্ত দ্বারে ভাগবতের শ্লোক পড়াইলা।
শুনি নিত্যানন্দ প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
চেতন পাইয়া প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
কভু নাচে কভু হাসে উন্মত্ত সম।
কভু কৃষ্ণ পাইলু বুঝি ছাড়য়ে হুঙ্কার।
কভু অবিশ্রান্ত নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ মেঘ বরিষণে।
ভক্তনেত্র গঙ্গাস্রোত বহয়ে দ্বিগুণে॥

১। সন্ন্যাসীর সঙ্গ—সন্ন্যাসীর সঙ্গ অর্থাৎ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে।
২। নন্দন আচার্য্য—নবদ্বীপবাসী চতুর্ভূজ পণ্ডিতের পুত্র। বিষ্ণুদাস, নন্দন আচার্য্য ও গঙ্গাদাস তিন ভাই।

তাহে গৌর প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ বাঢ়িল।
সর্ব্বজ্ঞের মন মকর তাহাতে ডুবিল॥
কথোক্ষণ পরে সভে সুস্থির হইলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে সন্দেশ্যে কহিলা॥
তুহুঁ শুদ্ধভক্তি মেঘ দয়া প্রকাশিলা।
বরিষণ করি মোরে পবিত্র করিলা॥
কোটি সিংহরব সম তুয়া গরজনে।
বিশ্ব ভাসাইয়া প্রেমে হেন বাসোঁ মনে॥
শুনি নিত্যানন্দ হাসি কহে মৃদুভাষে।
অতি গুরুত্বের গতি নিয়ে পরকাশে॥
প্রেম মহাসিন্ধু তুহুঁ মেঘের কারণ।
তব দয়া সূর্য্যাকর্ষণ দ্বিতীয় কারণ॥
হেনমতে দিহোঁ শুদ্ধভক্তির উল্লাসে।
গৌরহরি বস্তুতত্ত্ব গূঢ় পরকাশে॥
তবে নিত্যানন্দ সঙ্গে শ্রীশচীনন্দন।
নিতি সংকীর্ত্তন করে লঞা ভক্তগণ॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত মনে বিচারিলা।
ভক্তি প্রচারিতে কৃষ্ণ নবদ্বীপে আইলা॥
ভক্তি হইতে জ্ঞান বড় করিমু বাখ্যান।
ইথে কিবা আচরয়ে স্বয়ং ভগবান॥
এই গূঢ় ভাবাবেশে আচার্য্য গোসাঞি।
যোগবাশিষ্ঠের বাখায় করে চতুরাঞি॥
শিষ্যগণে প্রভু কহে জ্ঞান ভক্তির বড়।
জ্ঞানাৎ পরতরং নহি এই কথা দৃঢ়॥
শিষ্যগণ দুঃখী হঞা ভাবে মনে মনে।
বিপরীত বুদ্ধি প্রভুর উপজিল কেনে॥
যেই প্রভু কহে ভক্তি মহারাণী হয়।
জ্ঞান তার দাসের দাস জানিহ নিশ্চয়॥
ভক্তিশূন্য জ্ঞানে নাহি মিলে সারংসার
তুষার ঘাতীর যৈছে ক্লেশমাত্র সার॥
সেই প্রভু কহে ভক্তির কিবা প্রয়োজন।
অহংব্রহ্ম জ্ঞানে মুক্তি কহে শ্রুতিগণ॥
হেথা নবদ্বীপ সর্ব্বজ্ঞান বিশ্বম্ভর।
পূর্ব্বেই জানিয়া ছিলা আচার্য্যের অন্তর॥
নিত্যানন্দে সঙ্গে লঞা ধাইয়া চলিলা।
মধ্যাহ্নে দয়া করি শান্তিপুরে গেলা॥
মহাপ্রভুর শুভাগতি জানিয়া আচার্য্য।
দৃঢ় করি জ্ঞান-বাখায় বাঢ়ায় মাধুর্য্য॥
হেনকালে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সনে।
উত্তরিলা আসি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য স্থানে॥
ক্ষীরনিধি হৈতে যৈছে বিষ উদ্গীরণ।
তৈছে সীতানাথ মুখে ভক্তির খণ্ডন॥
ভনিরা আচার্য্য মানি গৌর ভগবান।
বজঃ স্বীকারিয়া ক্রোধে হৈলা কম্পবান॥
উচ্চস্বরে কহে নাঢ়া কিবা বুদ্ধি তোর।
স্পর্শমণি ছাড়ি কাঁচে করহ আদর॥
লোকে আচার্য্য হয় ভক্তি প্রযোজক।
এবে দেখি হৈলি তুঞি ভক্তির কণ্টক॥
তোরে সংহারিয়া করোঁ ভক্তি সংস্থাপন।
ত্রিলোকে কাহার শক্তি করিবে খণ্ডন॥

এত কহি মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহাবেশে।
পিণ্ডা হৈতে আচার্য্যেরে ফেলে নীচ দেশে॥
গৌরে দেখি ভক্তি রক্ষার গাঢ় অনুরাগ।
প্রেমে মূর্চ্ছা হৈলা শ্রীঅদ্বৈত মহাভাগ॥
তাহা দেখি হাহাকার করে শিষ্যগণ।
সর্ব্বজ্ঞা শ্রীসীতা প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥
কথক্ষণে মোর প্রভুর বাহ্যস্ফুর্ত্তি হৈল।
তবে বিশ্বম্ভর তানে কহিতে লাগিল॥
আর নাঢা মনে যদি এই ছিল আশ।
তবে কাহে মোরে তুঞি করিলি প্রকাশ॥
বেদে কহে ব্রহ্মের অংশমধ্যে জীব গণ্য।
যৈছে দুগ্ধ দধি হয় বহু তারতম্য॥
সোহং জ্ঞানে জীবের কৃষ্ণে অপরাধ হয়।
ক্ষণিক মুকতি পাঞা পুন ভবে যায়॥
শুনি ভক্ত অবতার ভক্তিনেত্রে চায়।
ভক্তরূপে কৃষ্ণ প্রকট দেখিবারে পায়॥
দ্বিভুজ মুরলীধর শিরে শিখি পাখা।
রাধা অঙ্গ কান্ত্যে তার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
যদ্যপি অদ্বৈত কৃষ্ণ-সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান।
সিদ্ধরূপ দেখি প্রেমে হৈলা অজ্ঞান॥
সংজ্ঞা পাঞা কহে অপরাধ হৈল মোর।
এবে ভক্তি বিলাইবাঙ আজ্ঞা পাইলু তোর॥
এত কহি দুই গ্রন্থ আনি সযতনে।
গৌর নিত্যানন্দ আগে করিলা স্থাপনে॥
শ্রীযোগবাশিষ্ঠ আর শ্রীভগবদ্গীতা।
এই দুয়ের ভাষ্য মোর প্রভু রচয়িতা॥
ভক্তিবর্ত্ম ভাষ্য সেই অতি চমৎকার।
গৌরে দেখাইলা প্রভু করিয়া আদর॥
গৌরাঙ্গ সেই দুই ভাষ্য পাঠ করি।
শুদ্ধপ্রেমে আর্দ্র হঞা কহয়ে ফুকারি॥
এই দুই ভক্তিবর্ত্ম ভাষ্য যে রচিল।
সেই অপ্রাকৃত ভক্তি-সাগর মথিলা॥
সেই কৃষ্ণের অ স্বরূপ ভক্ত অবতার।
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার॥
উর্দ্ধবাহু হঞা কহে প্রভু নিত্যানন্দ।
এই ভাষ্যকার হয় জগতের বন্দ্য॥
শুনি শ্রীঅদ্বৈত কহে সকলি সম্ভবে।
ভক্তমান বাঢাইতে কৃষ্ণের স্বভাবে॥
কৃষ্ণ কৃপায় ভক্ত হৃদে নিত্যাসরস্বতী।
উদয় হইয়া ভক্তিতত্ত্ব করে স্ফুর্ত্তি॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন।
তাঁর অবতীর্ণ জীব নিস্তার কারণ॥
এত কহি ভাবাবেশে করয়ে রোদন।
গৌর নিত্যানন্দ প্রেমে করয়ে নর্ত্তন॥
হরিদাস-হরি বলি গভীর গর্জ্জন।
অচ্যুতাদির হৈল শুদ্ধ প্রেম অভ্যোদয়॥

তবে মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
মহা প্রেমাবেশে ফুকারয়ে ঘনে ঘন॥
আইস আইস জীবগণ আর ভয় কারে।
মায়ারোগের মহৌষধি দেও সবাকারে॥
সেই মহৌষধি একবিন্দু পান কৈলে।
পাইবা অটল প্রেমানন্দ অবহেলে॥
শুনি ভক্তগণের শুদ্ধপ্রেম উপজিল।
সভে মিলি হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভিল॥
মহাপ্রভু অবিচিন্ত্য-প্রেমকল্পবৃক্ষ।
দুই প্রভু হয় তার দুই স্কন্ধ মুখ্য॥
তিনে এক বস্তু কেবল রূপমাত্র ভেদ।
যৈছে রাম নৃসিংহাদির কিঞ্চিৎ প্রভেদ॥
কেহ ভক্তরূপ কেহ ভক্তের স্বরূপ।
কেহ ভক্ত অবতার তিন রসকূপ॥
তিন বেদরূপ হয় তিনের হুঙ্কার।
হরিনামে নিস্তারিলা সকল সংসার॥
কতক্ষণে নিবর্ত্তিয়া নাম সংকীর্ত্তন।
যুক্তি করে কৈছে জৈব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন॥
হেথা গৌর-গত-প্রাণা সীতা পাকঘরে।
যত্নে মুখ বান্ধি রান্ধে হরিষ অন্তরে॥
বহুত ব্যঞ্জন শাক আর পিঠা পানা।
ঘৃতপক্ক পায়সান্ন অমৃত উপমা॥
মুঞি অধম কৈলো তার জলের টহল।
মোর প্রতি মাতা স্নেহ করয়ে অটল॥
তবে মদনগোপালে ভোগ লাগাইলা॥
তুলসী মঞ্জরী ভোগের উপরে অর্পিলা॥
ভোগ সরাইয়া আসন দিলা তিন ঠাঁই।
দক্ষিণে নিতাই মধ্যে বসিলা নিমাই॥
অদ্বৈত বসিলা বামে করি দৈন্যপানা।
পরিবেশন করে সীতা যৈছে অন্নপূর্ণা॥
তিন ঠাকুর সেবা কৈলা নানাবিধ রসে।
তাঁহার উচ্ছিষ্ট মাগে শ্রীঈশান দাসে॥
ভোজনান্তে মহাপ্রভু যুকতি করিয়া।
নবদ্বীপে গেলা দুই প্রভুরে লইয়া॥
তিনে মিলি হরিনাম করিলা বিস্তার।
কত শত মহাপাপী করিলা নিস্তার॥
১ জগাই মাধাই আর কাজির উদ্ধার।
কৈলা অত্যদ্ভুত লীলা লোক চমৎকার॥
এই লীলাকথা লিখিবারে নাঞি ক্ষণ।
মুঞি করাইলুঁ মাত্র দিগ দরশন॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

১। জগাই মাধাই—বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয়ই জগাই মাধাই নামে প্রকট হন। নবদ্বীপবাসী শুভানন্দ রায়ের পুত্র রঘুনাথ ও জনার্দ্দন। রঘুনাথের পুত্র জগন্নাথ ও জনার্দ্দনের পুত্র মাধব। জগন্নাথ ও মাধব জগাই মাধাই নামে পরিচিত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
এবে কহি প্রভুর আর মুখ্য শাখাগণে।
ক্রমভঙ্গ দোষে পূর্ব্বে না কৈলোঁ লিখনে॥
চৌদ্দশত ছাব্বিশ শকের পৌষ মাসে।
সীতার চতুর্থ পুত্র তাহে পরকাশে॥
কেহ কহে ইন্দ্র আসি লভিলা জনম।
কেহ কহে চন্দ্র আসি হৈলা প্রকটন॥
যথাকালে জ্যোতির্বিদ পুরোহিত আইলা।
জাত বালকের তত্ত্ব গণিয়া কহিলা॥
দ্বিজ বলে এই শিশু কুবেরাবতার।
কমলার কৃপা বড় ইহার উপর॥
বৃহস্পতির সমতুল হৈব বুদ্ধিমান।
বিদ্যাবান হৈব আর অতি রূপবান॥
কিন্তু সদ্ধর্ম্মে করিবে কুতর্কাদি বাদ।
শেষে সাধুসঙ্গে সেই ঘুচিবে প্রমাদ॥
শুনি বৈষ্ণবের গণ হরিধ্বনি করে।
স্ত্রীগণে দেয় হুলুধ্বনি আনন্দ অন্তরে॥
দ্বিজ কহে এই বালক হৈব বলবান।
অতএব নাম রাখিলাঙ বলরাম॥
তবে শ্রীমান বলরাম সাত মাসের হৈলা।
দেখি সীতানাথ তার অন্নাশন কৈলা॥
তাহে কৃষ্ণে ভোগ দিয়া কৈলা মহোৎসব।
ভুঞ্জাইলা অন্ধ দীন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব॥
বস্ত্র কৌড়ি সমর্পিয়া সভারে তুষিলা।
আশিস করিয়া সভে নিজস্থানে গেলা॥
তবে চৌদ্দশত ত্রিশ শকে জ্যৈষ্ঠমাসে।
সীতার যমজ পুত্র তাহে পরকাশে॥
যথাকালে দুই শিশুর নামকরণ কৈলা।
স্বরূপ জগদীশ নাম বাছিয়া রাখিলা॥
জ্যোতিষী কহয়ে দোঁহে হৈব বুদ্ধিমান।
বিষয় পাণ্ডিত্য হৈব রাজার সমান॥
লব কুশ সম দোঁহার প্রণয়োপজিবে।
গন্ধর্ব্বের সম সুললিত কণ্ঠ হবে॥
তবে যথাকালে মহা পরসাদ দিয়া।
অন্নাশন কৈলা দোঁহার আনন্দিত হঞা॥
বস্ত্র কৌড়ি পাঞা সভে আশীর্ব্বাদ কৈলা।
একদিন প্রভু কৃষ্ণের আরাত্রিক সারি।
ভক্ত সঙ্গে হরিনাম করে উচ্চ করি॥
হেনকালে আসি তঁহি বৈষ্ণব একজন।
প্রভুর আগে কহে নদীয়ার বিবরণ॥

বৈষ্ণব কহয়ে নিমাই গৃহত্যাগ কৈলা।
২ কণ্টক নগরে যাঞা মস্তক মুণ্ডিলা॥
১কেশব ভারতী তারে সন্ন্যাসী করিলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম তাহার রাখিলা॥
তান শোকে শচীমাতার নাহি বাহ্যজ্ঞান।
মূর্চ্ছা হঞা পড়ে কভু নাহি স্থানাস্থান॥
কভু হা নিমাই বুলি কান্দে উচ্চস্বরে।
সেই খেদ বজ্রাঘাতে পাষাণ বিদরে॥
কভু উন্মাদিনী সমা ইতি উতি ধায়।
কভু মরিবার তরে গঙ্গাতীরে যায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার কথা কহনে না যায়।
অবিশ্রান্ত অশ্রু মেঘে জগত ভাষায়॥
শুনিয়া হইল প্রভুর স্তম্ভ উদ্দীপন।
প্রহরেক পরে তিহোঁ করয়ে ক্রন্দন॥
কারণ জানিয়া সীতা কান্দে উচ্চস্বরে।
অদ্বৈতের গণ ভাসে শোকের সাগরে॥
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভুর হৈল উচ্ছ্বাস।
কার শক্তি সমুঝিতে পারে তদাভাস॥
গৌর প্রেমাবেশে সেই নিশি ভোর হৈল।
তবে প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তস্থানে বৈল॥
মহাসাগরের কূল মিলে বহুকালে।
কৃষ্ণ দয়া সিন্ধুর কূল নাহি মিলে॥
জীব উদ্ধারিতে কৃষ্ণের নানা লীলা স্ফুরে।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে কত দৈন্য করে॥
ভক্তাধীন কৃষ্ণ নিত্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
এই লীলায় তার পূর্ণ দিলা পরিচয়॥
কহিতে কহিতে হৈলা প্রেমমদে বিহ্বল।
কান্দে ভোর ভাবিভক্ত বুঝিল সকল॥
যৈছে নট লোকে মাতায় সাজি নানা বেশ।
তৈছে লোক শিক্ষাইতে হৈলি ন্যাসী বেশ॥

১। কেশব ভারতী—পূর্ব্বাবতারে সান্দীপন মুনিই কেশব ভারতীরূপে প্রকট হন।
কেশব ভারতীর পরিচয় বিষয়ে প্রেম বিলাস গ্রন্থের ১৩ বিলাসের বর্ণন—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকালীনাথ আচার্য্য। কুলিয়া নিবাসী বিপ্র সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হয়্যা করিলা সন্ন্যাস। কেশব ভারতী নাম জগতে প্রকাশ:

কেশব ভারতী বাল্যকালে দেনুড়ে অবস্থান করিয়া ছিলেন।

২। কণ্টক নগর—কণ্টক নগরের নামান্তর কাটোয়া। কাটোয়া বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া লুপ রেলপথে কাটোয়া জংশন। ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকেকাটোয়া ঘাটে গমনপথে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর শ্রীপাট বিরাজিত।

তবে শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রের বাহ্যস্ফুর্ত্তি হৈল।
উচ্চস্বরে নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভিল॥
হেনকালে ১ শ্রীআচার্য্যরত্ন মহাশয়।
সীতানাথের ঘরে আসি হইলা উদয়॥
তারে দেখি পুছে প্রভু উৎকণ্ঠিত মনে।
কহ কহ ঝাট নদীয়ার বিবরণে॥
শ্রীআচার্য্যরত্ন কহে শুনহ গোসাঞি।
সন্ন্যাস করিয়া হেথা আইলা নিমাই॥
শিহরিয়া প্রভু কহে কাঁহা তিহোঁ রয়।
আচার্য্যরত্ন কহে গঙ্গাপারেতে উদয়॥
নৌকা লঞা যাহ তাঁরে পার করি আন।
প্রেমাবেশে উপবাসী আছে চারিদিন॥
শুনি মোর প্রভু দুঃখে হাহাকার করি।
শীঘ্র গঙ্গাপারে উত্তরিলা লঞা তরী॥
প্রেমাবিষ্ট গৌর অদ্বৈতেরে দেখি ভণে।
কিবাশ্চর্য্য আচার্য্য আইলা বৃন্দাবনে॥
শুনি প্রভু কহে যাঁহা তোমার উদয়।
তাহাঞি শ্রীব্রজধাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
এত কহি শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দে লঞা।
শান্তিপুরে গেলা প্রভু গঙ্গা পার হঞা॥
গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসী বেশ দেখি সীতামাতা।
কত খেদ কৈলা তার নাহিক ইয়ত্তা॥
তবে মাতা রান্ধে অন্ন ব্যঞ্জন বহুত।
পিষ্টকাদি রান্ধিলা গৌরাঙ্গের প্রিয় যত॥

১। আচার্য্যরত্ন—চন্দ্রশেখর আচার্য্যের উপাধি বিশেষ। তাঁর পরিচয় বিষয়ে প্রেমবিলাস গ্রন্থের ২৪ বিলাসের বর্ণন—
"শ্রীহট্ট নিবাসী চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত। আচার্য্যরত্ন নামে হইল বিদিত॥
গঙ্গাতীরে তিহোঁ বসতি করিলা। যাঁর ঘরে দেবী ভাবে গৌরাঙ্গ নাচিলা॥"
তাঁহার পূর্ব্বাবস্তার বিষয়ে গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১১২ শ্লোকের বর্ণন—
"চন্দ্রশেখর আচার্য্যেশ্চন্দ্রো জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ।"
নিশাপতি চন্দ্রই চন্দ্রশেখর আচার্য্যরূপে প্রকট হন। শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা সর্ব্বজয়ার সহিত বিবাহ হয়। মহাপ্রভুর গয়া যাত্রাকালে চন্দ্রশেখর আচার্য্য সঙ্গে গিয়াছিলেন। নদীয়ালীলায় তাঁহার ঘরে দেবীভাবে নৃত্য করিয়া প্রভু প্রিয় পার্ষদবর্গে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসকালে প্রভুর সঙ্গে গিয়া প্রভু সন্ন্যাসের সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিয়া ছিলেন এবং সন্ন্যাসের পর নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর সন্ন্যাসলীলার সংবাদ প্রদান করেন।

সগন্ধাজ্য পঞ্চদ্রব্য দিব্যামৃত পুর।
গাঢ় নিষ্ঠায় মাতা পাক করিলা প্রচুর॥
তুলসী মঞ্জরী দিলা ভোগের উপরে।
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইলা আনন্দ অন্তরে॥
তবে গৌর নিত্যানন্দে করি আবাহন।
দিব্যপীঠে বসাইলা করিয়া যতন॥
আচার্য্য আগ্রহে দোঁহে ভোজনে বসিলা।
পারশ করিতে প্রভু নিজে দাণ্ডাইলা॥
তাহা দেখি হাসি গৌর কহে সীতানাথে।
শিবহীন যজ্ঞ সিদ্ধ না হয় কোনমতে॥
হাসি মোর প্রভু কহে তুহুঁ মূল শিব।
তব কৃপায় শিবত্ব লভয়ে সর্ব্বজীব॥
মহাপ্রভু কহে তুহুঁ ছাড় ভারিভুরি।
তোমা ছাড়ি মুঞি কিছু খাইতে না পারি॥
তাহা শুনি উচ্চহাসি নিত্যানন্দ কয়।
মোর এক বাত শুন গৌর দয়াময়॥
এই পেটুক বামুনারে না কর আদর।
চারি হাতে ভুঞ্জিলেহ না পুরে উদর।
কভু মাথা দিয়া ভুঞ্জে অগ্নির সমানে।
ঐছে মহাবিপ্রায় অধিকার নাহি আনে॥
শুনি শ্রীঅদ্বৈত কহে হাস্য প্রেমরোষে।
বহুরূপী হঞা তুহুঁ ভুঞ্জ দেশে দেশে॥
একাকিঞি অনন্ত মুখে করহ আহার।
তুয়া পেট পুরাইতে শক্তি আছে কার॥

হেনমতে দোঁহে দোঁহার তত্ত্ব প্রকাশিলা।
শুনি গৌর মন্দ মন্দ হাসিতে লাগিলা॥
মধ্যস্থ হইয়া তবে মহাপ্রভু বোলে।
দোঁহার তুলনা হৈব ভোজনের তুলে॥
শুনি মোর প্রভু কহে শুদ্ধভক্তি ভাবে।
একমাত্র তুহুঁ পরিমাণ শূন্য ভবে।
তোমাতে অনন্ত জগতের মান হয়।
অন্য তৌলযন্ত্রের কাজ না দেখি হেথায়
হেনমতে মহাপ্রভু প্রভু তুইজন।
ঠারেঠোরে বস্তুতত্ত্ব কৈলা উদ্‌ঘাটন॥
ভোজনান্তে তিন ঠাকুর বিশ্রাম করিয়া।
সাধু সঙ্গের মহাশক্তি কহে ফুকারিয়া॥
উর্দ্ধবাহু হঞা বোলে শুন সর্ব্বজন।
সাধু সঙ্গের অবিচিন্ত্য স্বাভাবিক গুণ॥
তৃণ হইতে আপনারে নীচ করি মানে।
বৃক্ষাপেক্ষা যার ক্ষম আছয়ে সহনে॥
মান পাইবার বাঞ্ছা নাহি যার মনে।
সর্ব্বদা সুব্রত সেই অন্যের মান দানে॥
নিরন্তর হরিনাম করয়ে কীর্ত্তন।
এই হয় সাধুগণের স্বরূপ লক্ষণ॥
সাধুর চরণাশ্রয় কর সর্ব্বজন।
তাহাতে মিলিবে সত্য নিত্যসাধ্য ধন॥
অনন্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে।
যেই জ্ঞানী সেই সাধু-বর্ত্ম-রথে চড়ে॥
সর্ব্বশাস্ত্রের সার সাধু করিয়া গ্রহণ।
সুলভ সংপথ যাঁহা করে প্রকটন॥

সেই পথে যেই চলে সেই চক্ষুষ্মান।
তাহে যেই বিমুখ সেই অন্ধের সমান॥
যৈছে কাঁচ ছেদিতে হীরার মাত্র ক্ষম।
ছিদ্র পাইলে সূত্রাদির হয় গম্যক্ষম॥
তৈছে সাধুর প্রচারিত পথে যেই চরে।
অজ্ঞ হইলেই সেই যায় ভবপারে॥
ইহা লাগি পুরাতন ঋষিগণে কয়।
সাধুসঙ্গ বিনা না হয় নির্ম্মল হৃদয়॥
সর্ব্ব জীবে সম দয়া সাধুর স্বভাবে।
সঙ্গ মাত্রে আপন স্বভাব দেয় জীবে॥
যৈছে কুমিরা কীটের স্বতঃ সঙ্গগুণে।
তৎস্বারূপ্য লভে সত্য অন্য কীটগণে॥
সাধুসঙ্গ বিনা না হয় ভজন নির্ণয়।
সদাচার আর কৃষ্ণভক্তির উদয়॥
মহাপাপী দুরাচারী হয় যদি কেহ।
সাধু সূর্য্যোদয়ে ধ্রুবপূত হয় সেহ॥
স্পর্শমণির স্পর্শে যৈছে লোহের স্বর্ণত্ব।
তৈছে সাধুসঙ্গে জীব হয় নিত্য মুক্ত॥
হেনমতে কতশত সদ্ধর্ম্ম বর্ণিলা।
শুনি শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ আনন্দে ডুবিলা॥
হেথা নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জননী।
শান্তিপুরে গৌর আইলা লোকমুখে শুনি॥
নদীয়ার গৌর ভক্তগণেরে মিলিঞা।
শান্তিপুরে উত্তরিলা আনন্দিত হঞা॥
শ্রীচৈতন্য মায়ে দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
পুত্রমুখ চাঞা শচী কান্দিতে লাগিলা॥
শচী কহে নিমাঞি তোর এ বেশ দেখিয়া।
শেলাঘাত সম মোর বিদরিছে হিয়া॥
ক্রমে মাতার শোকসিন্ধুর তরঙ্গ বাঢ়িল।
সেই স্রোতে জীবগণ ভাসিতে লাগিল॥
মহাপ্রভু মাতারে কহিলা মহাযোগ।
শুনি তান সর্ব্ব শোক হইল বিয়োগ॥
তবে শচী পাক কৈলা সুগন্ধি শাল্যন্ন।
গৌরের প্রিয় ঘৃতপক্ক বিবিধ ব্যঞ্জন॥
অমৃত নিছিয়া পায়সাদি মিষ্ট অন্ন।
গণ সহ আনন্দে ভুঞ্জিলা শ্রীচৈতন্য॥
হেনমতে দিন কত সীতানাথের ঘরে।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে বর্ণিতে পারে॥
দিনে মহাপ্রভু নাম উপদেশ দিলা।
রাত্রে পার্ষদ ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন কৈলা॥
প্রেমানন্দে গৌরগণ হঞা উনমত্ত।
প্রেমাশ্রুতে শান্তিপুর কৈলা অভিষিক্ত॥
একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সভাকার স্থানে।
বিদায় মাগয়ে অতি মধুর বচনে॥
শুনি সর্ব্ব ভক্তের শোক-বিষ উথলিল।
সেই জ্বালায় সর্ব্বজীব ছট ফট কৈল॥
শচীর শোকানলের কথা কি কহিমু আর।
অগ্নি আসিলেহ পুড়ি হয় ছারখার॥
হাহাকার রবে মাতা কহে গোরাচাঁদে।
কাহা যাইবে মোরে বন্দি করি শোক ফাঁদে॥

নদীয়ায় নাহি যাবি তাহে নাহি
ক্ষতি।
হরি ভজ এই দেশে করিয়া বসতি॥
মহাপ্রভু কহে মাতা না কহ ঐ বাত।
স্বদেশে রহিলে সন্ন্যাসীর ধর্ম্মবাদ॥
যদ্যপি শ্রীশচী পুত্র বাৎসল্যের খনি।
পুত্রে আজ্ঞা কৈলা দুস্তর অবিদ্যারে
জিনি॥
মাতা কহে বৃন্দাবন হয় দূর দেশ।
শ্রীপুরুষোত্তমে রহ পাইমু সন্দেশ॥
মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি শ্রীগৌরাঙ্গ
চলে।
প্রিয় ভক্তগণ তান পড়ে পদতলে॥
ভক্তগণ কহে তোঁহে পাও কি না
পাও।
জনমের মত দেখি পরাণ জুড়াও॥
শুনি শ্রীচৈতন্য কহে করুণার্দ্র হঞা।
তুমি সবে খেদ না করিহ মো লাগিয়া॥
শুধু এইবার নহে জনমে জনমে।
তুমি সব ছাড়া মুক্তি নাহি এক
ক্ষণে॥

যৈছে এই জন্মে সভে কৈলা
মহোৎসব।
তৈছে আর দুই জন্মে করিয়া উৎসব॥
মোর মাত্র খালি দেহ তোরা পঞ্চ
প্রাণ।
সভে ছাড়ি শূন্য দেহে যাইমু কোন
স্থান॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম এবে রক্ষণ কারণ॥
দেশে দেশে তীর্থক্ষেত্র করেঁ।
পর্য্যটন॥
সভে মিলি কর নিতি নাম সংকীর্ত্তন।
ধর্ম্মের প্রচার আর সংধুর সেবন॥
ইথে প্রেমানন্দ লভ্য হইব নির্ধাস।
মোহর লাগিয়া সভে না ভাব হুতাশ॥
হেন মতে গোরা সর্ব্ব ভক্তে
প্রবোধিয়া।
শ্রীপুরুষোত্তমে চলে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
সঙ্গে চলে নিত্যানন্দ আর ১ শ্রীমুকুন্দ

১। মুকুন্দ দত্ত—নদীয়া লীলার গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া। গৌরপ্রিয় বাসুদেব দত্তের ভ্রাতা। (বাসুদেব দত্ত দ্রঃ)

১দামোদর পণ্ডিত আর ২শ্রীজগদানন্দ ॥ সঙ্গী চারিজন নাম উচ্চ করি গায় ।
পথে কত পতিত পাষণ্ডী দুরাচারে । প্রেমাবেশে গৌর-সিংহ গর্জ্জিয়া চলয় ॥
উদ্ধারিলা শ্রীচৈতন্য নিজ কৃপাদ্বারে ।

১। দামোদর পণ্ডিত—দামোদর পণ্ডিতের পরিচয় প্রসঙ্গে দেবকীনন্দন দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনার বর্ণন—

বন্দোমহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর । শীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
বন্দো শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ । বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ।।

দামোদর পণ্ডিতের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ১৫৯ শ্লোকের বর্ণন—

"শৈবাযাসীদ্ ব্রজে চণ্ডী স দামোদর পণ্ডিতঃ ।
কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবেশওং সরস্বতী ।।

ব্রজে চন্দ্রাবলীর সখী শৈবার সহিত দেবী সরস্বতীর মিলনে দামোদর পণ্ডিতের আবির্ভাব। তিনি নীলাচলে প্রভুর সমীপে অবস্থান করিতেন। ভক্তির মর্য্যাদা স্থাপনে তাঁহার নিরপেক্ষতাগুণে সমস্ত ভক্ত স্বত্রস্ত থাকিতেন এবং প্রভু তাঁহাকে মাতার সেবায় মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। গৌর অন্তর্দ্ধানের পর দীর্ঘ দিন অবস্থান করিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করিয়াছেন ।

২। জগদানন্দের পরিচয় বিষয়ে তৎকৃত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থের বর্ণন—

ধন্য শিবানন্দ সেন কবি কর্ণপুর পিতা । মোরে বাল্যে শিখাইল ভাগবতগীতা ॥
নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভুপদে । শিবানন্দ ভ্রাতা মোর সম্পদ বিপদে ॥
তার ঘরে ভোগ রান্ধি পাক শিক্ষা হৈল । ভাল পাক করি গৌরাঙ্গ সেবা কৈল ॥

প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে শিশুকালে প্রভু সঙ্গে অধ্যয়ন, খেলাধূলাদি লীলা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখিত রহিয়াছে। সন্ন্যাসের পর সঙ্গী হইয়া ক্ষেত্রে গমন, তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ৫১ শ্লোকের বর্ণন—

'সত্যভামা প্রকাশোহপি জগদানন্দ পণ্ডিতঃ।'

দ্বারকার মহিষী সত্যভামা জগদানন্দ পণ্ডিতরূপে প্রকট হইয়া তৈলভঞ্জন ও শয্যাপ্রদানাদি লীলার মাধ্যমে পূর্ব্বভাবানুরূপ সেবানুরাগের প্রকাশ দেখাইয়াছেন। জগদানন্দের মাধ্যমে তরজা পাঠাইয়া অদ্বৈতপ্রভু গৌর অন্তর্দ্ধানের ইঙ্গিত প্রদান করেন।

ক্রমে চলি চলি ১শ্রীরেমুনা ধামে গেলা
গোপীনাথ দেখি সভে মহানন্দী হৈলা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গ প্রেমে হঞা মাতোয়ারা
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে ধায় হই দিশাহারা।
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমবন্যা উথলিল।
আকর্ষিয়া সর্ব্বজীবে তাহে ডুবাইল।
তবে সাক্ষীগোপালে করিয়া দরশন।
উত্তরিলা গৌরচন্দ্র শ্রীপুরুষোত্তম॥
জগন্নাথে দেখি মহাভাব উপজিল।
কভু কান্দে কভু হাসে যৈছে মাতোয়াল।
তবে গোরা প্রেমাবেশে হইলা মূর্চ্ছিত।
বহুক্ষণে বাহ্যস্ফুর্ত্তি নহিল কিঞ্চিত।
তাঁহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞতম।
পণ্ডিতের শিরোমণি বৃহস্পতি সম।
তিহোঁ গৌর অঙ্গে দেখি দিব্য মহাভাব
কহে এইজন মহাপুরুষ সম্ভব।।

তবে শ্রীগৌরাঙ্গে নিজগৃহে লঞা গেলা
নিত্যানন্দ আদি আসি তাহাক্রি মিলিলা।
গৌরে বেড়ি সভে করে নাম সংকীর্ত্তন।
হরি বলি উঠি গোরা করয়ে কর্ত্তন।
তবে ভট্ট শ্রীমহাপ্রসাদ আনাইলা।
যতনে চৈতন্যে গণসহ ভুঞ্জাইলা।
দিনকত পরে গৌরের বিভূতি প্রকাশ।
দেখি ভট্ট মনে হৈল ভক্তির উল্লাস।
পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ছিলা শুষ্ক জ্ঞানীচর।
গৌর স্পর্শমণির গুণে হৈলা ভক্তবর।
তবে গৌর দক্ষিণের তীর্থাদি ভ্রমিলা।
তাহে ২ রায়-রামানন্দের সহিত মিলিলা।
ভক্তিশাস্ত্রের সুসিদ্ধান্তে রায় পটুতর।
য রে মোর প্রভু কহে কৃষ্ণ পরিকর।

১। রেমুনা—রেমুনা উৎকলে বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে বাসে বা রিক্সায় যাইতে হয়। রেমুনায় “ক্ষীরচোরা গোপীনাথ” সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। গোপীনাথ মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নাম ধারণ করেন। এখানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধি বিদ্যমান।

২। রায় রামানন্দ —রামানন্দ রায় ক্ষেত্রবাসী ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ভবানন্দ রায় পাণ্ডুরাজ। পঞ্চপাণ্ডব তাঁর পুত্ররূপে প্রকট হইয়া রামনন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি ও বানীনাথ নাম ধারণ করেন। পাণ্ডব অর্জ্জুন, ব্রজের নর্ম্ম সখার্জ্জন, অর্জ্জুনীয়া সখি ও বিশাখা সখীর মিলনেই রামানন্দ রায়ের আবির্ভাব। তাঁহার গুরু পরিচয় বিষয়ক বর্ণন—

‘মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য রাঘবেন্দ্রপুরী। তাঁর শিষ্য রামানন্দ প্রেম অধিকারী॥’

রামানন্দ বক্তা তাঁহা শ্রীচৈতন্য শ্রোতা।
অমানুষি ভাব সেই ভক্তমন মাতা।
তবে গৌর পুন শ্রীপুরুষোত্তমে আইলা।
জগন্নাথ দেখি শুদ্ধপ্রেমে মগ্ন হৈলা॥
২ রাজা প্রতাপরুদ্রে কৃপা কৈলা ভক্ত ভাসে।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশে॥
ষড়্ভূজ হৈলা গোরা দয়ার নাহিক ওর।
সেরূপ নিরখি ভক্ত প্রেমে হৈলা ভোর॥
সেই রূপামৃত গঙ্গা কেহ ভাগ্যে পিলা।
কেহ তাহা না পাইয়া হাহাকার কৈলা॥
স্বয়ং ভগবানের হয় দয়ামৃত মূর্ত্তি।
নিশ্চয় ভক্তদ্বারে তার দয়া পায় স্ফূর্ত্তি॥
তবে জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে।
গৌরাঙ্গ দেখিতে প্রভু চলিলা শ্রীক্ষেত্রে॥
আচার্য্যের সঙ্গে ভক্ত চলে অগণন।
সেই সঙ্গে কৃষ্ণ মিশ্র যাইতে কৈলা মন॥
শ্রীঅদ্বৈত কহে পথ অতি সুদুর্গম।
এবে যাইবারে তোমার নাহি প্রয়োজন
কৃষ্ণমিশ্র কহে এই অসার সংসার।
শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রয় সেই সত্যসার॥
যদ্যপি নিত্য বৈরাগ্য কৃষ্ণমিশ্রের হয়।
গৌরাঙ্গ ধ্যানেতে হৈল বৈরাগ্যাতিশয়॥
তাহা জানি সীতামাতা কৃষ্ণদাসে কয়।
শ্রীক্ষেত্রে যাইতে তোর না হইল সময়॥
শুন কৃষ্ণমিশ্র মাতৃবাক্য শিরে ধর।
গৃহে রহি কৃষ্ণ ভজ সর্ব্ব শুভ কর॥
তোর জ্যেষ্ঠ অচ্যুতের কুমার বৈরাগ্য।
কৃষ্ণ আর পিতৃসেবায় তোরে মানি যোগ্য॥

দক্ষিণদেশের বিদ্যানগরের রাজ্যশাসক ছিলেন। গোদাবরী তীরে প্রভুর সহিত মিলন ঘটে। প্রভু ক্ষেত্রে ফিরিলে রামানন্দ রাজকার্য্য ছাড়িয়া প্রভুর সমীপে অবস্থান করেন। প্রভু রামানন্দ মুখে সাধ্য সাধন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করান।

২। প্রতাপরুদ্র রাজা—প্রতাপরুদ্র রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক ও উড়িষ্যার রাজাধিপতি। তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৮৮ শ্লোকের বর্ণন— ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা।
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন সম ইন্দ্রেন সোঽধুনা॥

জগন্নাথ দেবের প্রকটকারী ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাই প্রতাপরুদ্র রূপে আবির্ভূত হন। তিনি গদাধর পণ্ডিতের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন এতদ্বিষয়ে গদাধর শাখা নির্ণয়ের বর্ণন— রাজনং শ্রীযুতং রুদ্রং প্রতাপাদ্যং সুবিশ্রুতম্
বন্দে গদাধর যুতো গৌরো যেন সুবেবিতঃ।

তোর ভার্য্যা শ্রীবিজয়া সহ মন্ত্র লহ।
কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বসিদ্ধি নাহিক সন্দেহ॥
এতে কহি দোঁহে লঞা গঙ্গাতীরে
গেলা।
আপনার সিদ্ধমন্ত্র দোঁহাকারে দিলা॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণমন্ত্র পাইয়া দম্পতী।
প্রেমানন্দে মাতৃপদে কৈলা নতি স্তুতি॥
সংক্ষেপে কহিনু এই গূঢ় বিবরণ।
তবে শ্রীঅদ্বৈত কৈলা শ্রীক্ষেত্রে গমন॥
নিজগণ পাঞা গৌর মহানন্দী হৈলা।
মহাসংকীর্ত্তন করি নগর ভ্রমিলা॥
আগে আচার্য্যেরে দিলা করিয়া
সম্মান।
মধ্যে গৌর নিত্যানন্দ পিছে ভক্ত
যান॥
হইল অদ্ভুত নৃত্য লোকে চমৎকার।
কীর্ত্তন মাধুর্য্যে মন ডুবিল সভার॥
কেহ হাসে কেহ কান্দে প্রেমের স্বভাবে।
কেহ মেঘ সম গর্জ্জে হরে কৃষ্ণ রবে॥
বহু ক্ষণে হরি সংকীর্ত্তন নিবর্ত্তিয়া।
স্নানে গেলা মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দের কৌতুক বাঢ়িল
শুদ্ধ ভক্তগণ লঞা জলক্রীড়া কৈল॥
প্রেমাবেশে গোরা অদ্বৈতেরে
শোয়াইলা।
মোর প্রভু জলে শুতি ভাসিতে
লাগিলা॥

কিবা ভাবাবেশে গৌর উঠে তান বুকে
মহাপ্রভু লঞা প্রভু ভাসে অনুরাগে॥
কিবা শক্তি প্রকাশিলা নাহি পাও ওর।
দেখি ভক্তগণ হৈলা প্রেমানন্দে ভোর॥
যৈছে মহাবিষ্ণু শুইলা অনন্তশয্যায়।
তৈছে অদ্বৈতাঙ্গ-শয্যায় গৌর
লীলোদয়॥
অপূর্ব্ব দোঁহার নবলীলা প্রকটনে।
হরি হরি ধ্বনি করে সর্ব্ব ভক্তগণে॥
হেনমতে গৌর করি শেষ-শায়ী লীলা।
গণসহ আচার্য্যের নিমন্ত্রণ গেলা॥
স্বগণ কৃষ্ণচৈতন্য করিলা ভোজন।
সীতানাথ প্রেমাবেশে করয়ে স্তবন॥
এ হেন অদ্ভুত লীলা না দেখিনু মুই।
দেখিলা প্রত্যক্ষে মহাভাগ্যবন্ত যেই॥
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর মুখাব্জ
নিঃসৃত।
এই লীলারসামৃত পিয়া হৈনু পূত॥
চৈতন্যাদ্বৈতের লীলার নাহিক গণন।
সূত্র লবমাত্রে মুঞি করিনু লিখন
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ।

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

—०—

ষোড়শ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
একদিন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভক্তগণে।
বৃন্দাবনে যাঙ বলি কহে সংগোপনে।
ভক্তগণ কহে এই হয় বর্ষাকাল।
এবে ব্রজধামে যাওয়া নাহি দেখি ভাল।
সাধু বৈষ্ণবের বাক্য মহাবেদ হয়।
তাহার লঙ্ঘনে সর্ব্ব শুভ করে ক্ষয়॥
এত কহি গৌর ভক্ত-বাক্য স্বীকারিল।
নিজগণ লঞা গৌড়দেশেরে চলিলা॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে উত্তরিলা।
গৌর দেখি প্রভু প্রেমে বিহ্বল হইলা॥
হুঙ্কার করয়ে ক্ষীণ উদ্দণ্ড নর্ত্তন।
অদ্য কি সৌভাগ্য মোর কহে অনুক্ষণ॥
সীতামাতার প্রেমের কথা কহনে না যায়।
নেত্র গঙ্গাজলে গোরার সর্ব্বাঙ্গ ধোয়ায়।
সীতার নন্দনগণ মহা তেজীয়ান।
তার মধ্যে ভক্তিযোগে এ তিন প্রধান॥
শ্রীঅচ্যুত কৃষ্ণমিশ্র শ্রীগোপাল দাস।
এই তিনের সুচরিত্রে প্রভুর উল্লাস॥
ইহা সভার হয় নিত্য গৌরগত প্রাণ।
গৌরাঙ্গে দেখিয়া প্রেমামৃতে কৈলা স্নান॥
উচ্চঃস্বরে নাম গায় গন্ধর্ব্ব জিনিয়া।
কভু প্রেমে মত্ত হঞা বুলেন গর্জ্জিয়া।
বাহু পসারিয়া নাচে গৌর নিত্যানন্দ।
মহাসংকীর্ত্তন করে যত ভক্তবৃন্দ॥
সুদর্শন গঙ্গামৃতে মুঞি স্নান কৈলো।
কোটি ভাগ্যোদয়ে সেবাকার্য্যে ব্রতী হৈলো॥
সীতামাতা পাক কৈলা অমৃত নিছিয়া।
তিন ঠাকুর সেবা কৈলা ভক্তগণ লৈয়া॥
কি আনন্দ হৈল তাহা কহনে না যায়।
যার মহাভাগ্য সেই মহাপ্রসাদ পায়॥
শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন শুভ বার্ত্তা পাঞা।
শান্তিপুরে শচীমাতা আইলা হর্ষ হঞা॥
মাতার দর্শনে গোরা দণ্ডবৎ কৈলা।
স্নেহভরে শচীদেবী তানে কোলে লৈলা॥
যৈছে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ যশোদার কোলে।
সেই ভবোদ্গম হৈল ভক্ত হৃৎকমলে॥
হেন লীলা দেখি কেবা স্থির হৈতে পারে।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষিলা প্রেম সিন্ধুনীরে॥
তবে শচী বিবিধ ব্যঞ্জন কৈলা পাক।
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় যত আর বাতুয়া শাক॥
লাউন কলকী আর পায়স পিঠাপানা।
অমৃত নিছিয়া সভ নাহিক উপমা॥
ভোজনে বসিলা তবে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
দক্ষিণে নিতাই বামে শ্রীঅদ্বৈত ধন্য॥

মহাপ্রভু কহে শাক সর্ব্বোত্তম হয়।
আর কিছু পাইলে ভাল নিত্যানন্দ কয়॥
মোর প্রভু হাসি কহে প্রভু নিত্যানন্দে।
গঙ্গা সম তুয়া প্রীতি হয় নীচবৃন্দে॥
নিত্যানন্দ কহে তব শিব উর্দ্ধমুখে।
উর্দ্ধবস্তু বিনা কৈছে নীচবস্তু দেখে॥
তবে তিন ঠাকুরের হইল উচ্চহাস।
মহা ভাগ্যবন্তে সমঝিলা তদাভাস॥
ক্রমেত্রি বাড়ায় মাতা সেবার সৌষ্ঠব।
প্রতিদিনে প্রভুর ঘরে হৈল মহোৎসব॥
দিন কত পরে শ্রীচৈতন্য মহেশ্বর
ব্রজে যাইবাঙ বুলি চলিলা সত্বর।
ক্রমে ১রামকেলি গ্রামে করিলা গমন।
২ রূপ সনাতন সহ হইল মিলন॥
শ্রীরূপ আর সনাতন সর্ব্ব বিদ্যানিধি।
রাজমন্ত্রী ছিলা বৃহস্পতি সম বুদ্ধি॥
মহাপ্রভু দোঁহার প্রতি বড় কৃপা কৈলা।
বিষয়-সুখ ছাড়ি দোঁহে নির্ম্মৎসর হৈলা॥
শ্রীচৈতন্য কহে যাইবাঙ বৃন্দাবন।
নিভৃতে নিষেধ করে রূপ সনাতন॥
দোঁহে কহে শুন দয়াসিন্ধু মহাপ্রভু
বহুজন সঙ্গে লঞা না যাইবা কভু॥
ভক্ত বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গ চলিলা দক্ষিণে
শান্তিপুরে উপনীত হৈলা কতদিনে॥
গৌর সমাগমে প্রেমানন্দ উথলিল।
মোর প্রভু সংকীর্ত্তন মহোৎসব কৈল॥
তহি গোরা শচীমাতার দরশন পাঞা।
দক্ষিণে চলিলা ব্রজে যাওয়ার আজ্ঞা লঞা॥

১। রামকেলি—রামকেলি মালদহ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ফারাক্কা রেলপথে ফারাক্কার কয়েক ষ্টেশন পর মালদহ ষ্টেশনে নামিয়া সহর হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্রীরূপ সনাতনাদি গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের বিহারভূমি।

২। রূপ সনাতন—রূপ সনাতন দুই ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। দু'জনই গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। উভয়ের নবাব প্রদত্ত নাম দবির খাস ও সাকর মল্লিক। মহাপ্রভু রূপ সনাতন নাম রাখেন। উঁহাদের বংশ বিবরণ— কর্ণাটদেশের অধিপতি যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ গৌত্রীয় সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ তৎপত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। ভ্রাতৃবিরোধে রূপেশ্বর পৌলাস্ত্য রাজ্যে আসিয়া বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবহট্ট বা নৈহাটীতে বাস করেন। তৎপুত্র মুকুন্দের পুত্র কুমার দেব। তৎপুত্র রূপ সনাতন। ১৪৩৬ শকাব্দে মহাপ্রভু রামকেলিতে গমন করিলে গোপনে সাক্ষাত করেন। পরে উভয়ে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে অবস্থান করতঃ লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার করেন।

পথে রঘুনাথ দাস সহ সম্মিলন।
যাহার ভজনে চমৎকার সাধুগণ ॥
গৌর-চন্দন কল্পবৃক্ষের সদগন্ধ হিল্লোলে।
যার বিষয়-বিষ ক্ষয় হৈল অবহেলে।
যাহার বৈরাগ্য মহাপ্রভু প্রশংসিলা।
সে তত্ত্ব বর্নিতে ক্ষম মোহর নহিল।
একদিন শ্রীচৈতন্য ক্ষেত্রধামে গেলা।
জগন্নাথে দেখি প্রেম রসাদ্র হইলা ॥
গৌরে দেখি ভক্তগণ আনন্দে মাতিল।
নাম সংকীর্ত্তন মহা মহোৎসব কৈলা ॥
দিন কত পরে শ্রীমান্ গৌর-বিশ্বম্ভর।
বৃন্দাবন যাইতে দৃঢ় করিলা অন্তর ॥
একদিন গূঢ় ভাবে রজনীর শেষে
ব্রজধামে চলে গোরা মহা ভাবাবেশে।
সুপ্রশস্ত পথ ছাড়ি উপপথে যায়।
ঝারিখণ্ডের পথ চলে লোকের বিস্ময় ॥
উচ্চ করি হরিনাম সংকীর্ত্তন করে।
গৌরে দেখি পশুগণের হিংসা গেল দূরে।
মহাপ্রভু কহে অরে বনপশুগণ
কৃষ্ণ বলি কান্দ সভার ছিণ্ডিবে বন্ধন।
স্বয়ং ভগবানের আজ্ঞা অমোঘ নিশ্চয়।
প্রেমে পশুগণ কৃষ্ণ বলিয়া কান্দয়।
নিবিড় কাননে হৈল হইল মহা মহোৎসব।
নাম বলে মুক্ত হৈলা পশুপক্ষী সব।

কি কহব শ্রীচৈতন্যের দয়ার মহত্ত্ব।
হরিনামে স্থাবরাদি হৈলা জীবন্মুক্ত ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের লীলা মহারত্নাকর।
চতুর্ম্মুখ আদি অন্ত না পায় ইহার।
মুঞি ক্ষুদ্রতম জীব কিছুই না জানি।
মনের আনন্দে ক্ষুদ্র সূত্র মাত্র গণি ॥
অজ্ঞের বিশ্বাস ইথে না হয় কিঞ্চিত।
বিজ্ঞের গোচর ইহা জানিহ নিশ্চিত ॥
স্বয়ং ভগবানের লীলাকথা বহুদূরে।
ভক্তের দিব্য-শক্তি ভাগ্য প্রত্যক্ষে নেহারে ॥
ক্রমে মহাপ্রভু চলে নাম প্রচারিয়া।
পথে বহু বৈষ্ণব কৈল শক্তি সঞ্চারিয়া।
দিন কত পরে গৌর কাশীধামে গেলা।
মনিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গাস্নান কৈলা।
তাহাঞি তপনমিশ্র দেখি শ্রীগৌরাঙ্গে।
মহানন্দী হঞা প্রণমিল অষ্ট অঙ্গে।
নিজগৃহে লৈয়া গেলা করিয়া মিনতি।
তহি গৌরচন্দ্র দিনকত কৈলা স্থিতি।
তবে গোরা বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া।
মনোহর নৃত্য করে উর্দ্ধবাহু হঞা।
প্রেম সম্বরিয়া করে দণ্ডবৎ প্রণতি।
অনন্ত সমানে করে বহুবিধা স্তুতি।
বিশ্বেশ্বর দেখি গোরার প্রেম উথলিল।
মুখে মাত্র হরি হর হরি হর বোল।
প্রণমিয়া শিবে কৈলা দিব্য স্তুতি পাঠ।
ব্রহ্মা যৈছে চতুর্ম্মুখে করে বেদপাঠ ॥

অলৌকিক প্রেম গোরার অলৌকিক মূর্ত্তি।
দেখি সবে কহে এই সাধক চক্রবর্ত্তী॥
তবে শ্রীচৈতন্য অন্নপূর্ণারে দেখিয়া।
পৌর্ণমাসী বুলি ডাকে প্রেমেতে মাতিয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুচ্ছা যায়।
ক্ষণে বা হুঙ্কার করি নাচিয়া বেড়ায়॥
দেখি কাশীবাসীর মনে লাগে চমৎকার।
কেহ কেহ কহে ইহোঁ দেব অবতার॥
তবে মিশ্র আপনার ঘরে লঞা গেলা।
নানা উপহারে মহাপ্রভুর ভোগ দিলা॥
সবান্ধবে মহাপ্রসাদ করিলা ভোজন।
তহি গোরাসহ ১চন্দ্রশেখর মিলন॥
তবে শ্রীগৌরাঙ্গ আদিকেশব বিগ্রহ।
দরশন করি শুদ্ধপ্রেমে হৈলা মোহ॥
হেনমতে কাশীধামে মহোৎসব করি।
তাঁহা হৈতে শ্রীপ্রয়াগে গেলা গৌরহরি॥
ত্রিবেণী দেখিয়া হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল
কলিন্দ নন্দিনী বুলি ডাকয়ে কেবল॥
অহো ভাগ্য যমুনার পাইনু দর্শন।
হাহাকার করি জলে হৈল উৎপতন॥
দিনব্যাপী গোরা যমুনায় ডুবি রৈলা।
দয়া করি সন্ধ্যাবেলা ভাসিয়া উঠিলা॥
নৌকায় উঠাইলা তাঁরে কৈবর্ত্তের গণ।
নায়ে বসি গোরা করে হরিসংকীর্ত্তন॥
সেই সুমধুর রবে সভে মোহ গেলা।
অতি হরষিতে গোরা তটেতে আইলা॥
আরাত্রিক কালেতে তবে শচীর নন্দন।
মাধব দেখিয়া প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥
উর্দ্ধবাহু হঞা গোরা ছাড়য়ে হুঙ্কার।
ভক্তিং দেহি ভক্তিং দেহি বোলে বার বার॥
করয়ে অদ্ভুত নৃত্য লোক অগোচর।
গৌরাঙ্গ প্রেমবৈচিত্র্যে কান্দে চরাচর॥
বহুক্ষণে গোরা প্রেম কৈলা সম্বরণ।
ভীমগদা দেখি হৈল কৌতুকোদ্দীপন॥

১। চন্দ্রশেখর—চন্দ্রশেখর পূর্ব্ববঙ্গবাসী। পুঁথী লিখিয়া উপজীবিকার জন্য কাশীতে বাস করিতেন। মহাপ্রভু কাশীধামে গমন করিলে তাহার ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। তপন মিশ্র সহ সখ্যতা ছিল।

চৈতন্য চরিতামৃতে—১৭ পরিচ্ছেদ

'মিশ্রের সখা তিঁহ প্রভুর পূর্ব্বদাস। বৈদ্যজাতি লিখন বৃত্তি বারানসী বাস॥'
প্রেমবিলাসে প্রকাশ বিশ্বেশ্বর মন্দিরের উত্তর দিকের ঘাটের বামপার্শ্বে তাহার ভবন ছিল।

তবে শ্রীপ্রয়াগ হৈতে চলে বৃন্দাবন।
পথে জীব নিস্তারিলা দিয়া প্রেমধন॥
ক্রমে গৌর মথুরামণ্ডলে উত্তরিলা।
গোপী ভাবাবেশে আত্মবিস্মরণ হৈলা॥
কাঁহা কানু কাঁহা কানু কাঁহা তারে পাঙ।
বিচ্ছেদ অনলে পোড়া পরাণ জুড়াঙ॥
এই পদ গাইতে গাইতে বাক্য স্তম্ভ হৈল।
কাঁহা কাঁহা বুলি মাত্র কান্দিতে লাগিল॥
এইভাবে গেল গোরার দ্বিতীয় প্রহর।
শেষে গড়াগড়ি যায় লোক ভয়ঙ্কর॥
কতক্ষণ পরে আত্মলীলা ভাবাবেশে
ইতি উতি বুলে গোরা কংসের উদ্দেশে॥
সিংহনাদ করে আর বাহু আস্ফালন।
লাফ দিয়া উঠে উর্দ্ধে কে জানে তার মন।
হেনমতে নানা ভাবের হৈল উদ্দীপন।
দিবস রজনী গেল যৈছে একক্ষণ।
তবে ধ্রুবঘাটে গেলা শচীর নন্দন।
ধ্রুবের চরিত্র স্মরি করয়ে ক্রন্দন॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রেম সঙ্কোচিলা।
স্নান করি শ্রীবিগ্রহ দরশন কৈলা।
তবে গেলা মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে।
ব্রজপ্রাপ্তি মাত্র প্রেমে হৈলা অচেতনে॥
বহুক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ পাইয়া চেতন।
এই এই বুলি হৈল বাক্যের স্তম্ভন।
চিন্ময় রজে গড়াগড়ি করে অবিশ্রান্ত।
মহাভাবে ডাকে গোরা কাঁহা মোর কান্ত॥
কুঁাহা কানু কাঁহা কানু ডাকে ঘনে ঘন।
দিবস রজনী করে কৃষ্ণ অন্বেষণ॥
অবিশ্রান্ত প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
কভু উচ্চৈঃস্বরে কান্দি বুলে বনে বনে॥
কভু উচ্চ হাস্য করে প্রহর পর্য্যন্ত।
কভু সিংহনাদ করে কে বুঝে তার অন্ত॥
মহাপ্রভুর মহাভাব দেব অগোচর।
সেই ভাব বর্ণিতে শকতি আছে কার॥
ব্রজের পথে পথে গোরা করয়ে ভ্রমণ।
কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল কহে অনুক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আজ্ঞায় স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব করে অনন্তের সম॥
হেনকালে গৌরে ঘিরি গাভী বৎস্যগণ।
কৃষ্ণগন্ধে গৌর অঙ্গ করয়ে লেহন॥
গৌরাঙ্গ অমৃত গন্ধ করি আস্বাদন।
মহা প্রেমাবেশে গোকুল করয়ে ক্রন্দন॥
দেখি গোরা কহে ব্রজের অবিচিন্ত্য গুণ।
ব্রজবাসী জনে স্বাভাবিক কৃষ্ণপ্রেম॥
এক কহি কর পদ্ম দিলা সভার গায়।
গোকুল করয়ে নৃত্য ব্রজগোপী প্রায়॥
গো বৎস্যের নৃত্যে গোরার প্রেম উথলিল।
হী হী ধ্বনি করি নাচে যৈছে মাতোয়াল॥

হেথা শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত নন্দন।
গোরা চাহি বুলে যৈছে উন্মাদ লক্ষণ॥
ক্ষণে কাঁহা গোরা বুলি ছাড়য়ে হুঙ্কার।
শ্রীগৌরাঙ্গ বুলি কভু কান্দে অনিবার॥
ক্ষণে কহে কাঁহা মোর প্রাণ গোরাচাঁদ।
গৌরাঙ্গ জানিলা প্রিয় ভক্তের বিষাদ॥
আয় আয় আয় বুলি গোরা কৈলা আকর্ষণ।
যোগী সম তাঁহা আইলা সীতার নন্দন॥
শান্তিপুর হৈতে ব্রজ বহুদিনের পথে।
অচ্যুত আইলা গোরার আজ্ঞা পুষ্পরথে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তের অচিন্ত্য শক্তি হয়।
সকলি সম্ভবে ইথে নাহিক বিস্ময়॥
গৌরাঙ্গে দেখি অচ্যুত কহে উচ্চভাবে।
অরে গোরা প্রাণ লঞা আইলি দূরদেশে॥
ভক্তি ব্রজ ছাড়ি আইলি গোপী ব্রজধামে।
ভক্তিব্রজে যাবি কি না মজবি গোপীপ্রেমে॥
যগুপি শ্রীগোপী ব্রজ নিত্যানন্দময়।
তার উত্তমাঙ্গ সেই ভক্তি ব্রজ হয়।
তুয়া লাগি শ্রীযশোদা আদি ব্রজ জন।
ভক্তি ব্রজ নবদ্বীপে হৈল প্রকটন।
শূন্যগোপী ব্রজে আইলি কিবা ভাবাবেশে।
তাহা জানিবারে মুঞি আইনু তোর পাশে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কহে তুহুঁ ভাগবতোত্তম।
সর্ব্বজীবে হয় তোমা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ।
প্রেমাবেশে কহ কত বাতুলের সনে।
শূন্য কহ রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা স্থানে॥
শ্রীঅচ্যুত কহে রাধাকৃষ্ণ দুয়ে মিলি।
কিবা বাঞ্ছা লাগি এবে এক অঙ্গ হৈলি॥
অনন্তাদি না দেখিয়া যেই দিব্যমূর্ত্তি।
কোটি ভাগ্যে সেইরূপ মোর আগে স্ফুর্ত্তি।
তথাপি কহিনু মুঞি শূন্য বৃন্দাবনে।
মহা অপরাধ কৈলোঁ ক্ষম নিজগুণে॥
গোরা কহে কৃষ্ণের নিত্য সিদ্ধভক্ত যেই।
রাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখে সেই।
কৃষ্ণ তারে প্রাণ প্রিয়তম করি মানে।
তার অপরাধ কভু না করে গ্রহণে।
তুহুঁ কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত সনাতন।
তোমা সঙ্গে মোর হৈল প্রেম উদ্দীপন॥
শ্রীঅচ্যুত কহে তুয়া আজ্ঞা মহাবেদ।
তব সুনির্ম্মল কৃপার নাহি জীবভেদ।
তোমার কৃপাতে তোমায় করায় দৈন্য উক্তি।
তোমার মহিমা জানে যার শুদ্ধভক্তি।

মুঞি ক্ষুদ্র বস্তুতত্ত্ব কিছুই না জানি।
তব পদাশ্রয়ে মাত্র মহাভাগ্য মানি॥
গোরা কহে কৃষ্ণে তোর গাঢ় অনুরাগ।
তব অঙ্গ স্পর্শি জীব হয় মহাভাগ॥
এত কহি শ্রীচৈতন্য অচ্যুতেরে ধরি।
দৃঢ় আলিঙ্গিয়া প্রেমে বলে হরি হরি॥
শ্রীঅচ্যুত গৌরপ্রেমে হইয়া বিহ্বল।
সখীভাবে নাচে গায় যেছে মাতোয়াল॥
তাহে শ্রীচৈতন্যের হৈল রাধাকুণ্ড স্মৃতি।
প্রেমাবেশে সভে পুছে রাধাকুণ্ড কতি॥
ব্রজজনে কহে তাহা কেহ নাহি জানে।
শুনি গোরা মূর্চ্ছা হঞা পড়ে সেই স্থানে॥

অচ্যুত গৌরাঙ্গের সেই মহাভাব দেখি।
রাধাকৃষ্ণ নাম ডাকে ঝরে দুই আঁখি॥

রাধা নাম শুনি গোরা গর্জ্জিয়া উঠিলা।
কাঁহা রাধাকুণ্ড বলি কান্দিতে লাগিলা॥
শ্রীঅচ্যুত কহে ওহে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
রাধাকুণ্ডের গূঢ় তত্ত্ব মোরস্থানে শুন॥

গোরা কহে তুহুঁ কৃষ্ণের নিত্যসহচর
চিন্ময় তীর্থক্ষেত্রাদিতে তোহার গোচর॥
শ্রীঅচ্যুত কহে তব দয়ারে প্রণাম।
সর্ব্বদা বাড়ায় নিজ ভক্তের সম্মান॥

দুই মহাতীর্থ প্রচারিতে কৈলা মনে
আর নিজ ভক্তের সর্ব্বজ্ঞত্ব বিজ্ঞাপনে।
কুণ্ডেশ্বরী কুণ্ডের অচিন্ত্য শক্তি হয়।
তার সম শক্তি শ্যামকুণ্ডের নিশ্চয়॥
অনন্তাদি দেবে দোঁহার অন্ত নাহি পায়।
মুঞি ছার কৈছে জানোঁ তার পরিচয়॥
কাষ্ঠের পুত্তলী সম জানিহ মোহরে।
সেই মত নাচো যেই তব ইচ্ছা স্ফুরে॥

মোর উপদেষ্টা তব প্রিয় গদাধর।
পণ্ডিত গোস্বামী যিহঁ প্রেমের ভাণ্ডার॥
মোর পিতা কহে যাঁরে শ্রীরাধিকার অঙ্গ।
কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় পাইলে যার সঙ্গ॥
তিহোঁ মোরে দয়া করি কহিলা সে বাণী।
তাহা মুঞি কহোঁ ভাল মন্দ নাহি জানি॥
যাঁহা কুণ্ডেশ্বরী রাধার নিত্য অধিষ্ঠান।
তাহাঞি শ্রীরাধাকুণ্ড প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥
শ্রীরাধাকুণ্ড মাহাত্ম্য কেবা জানে শেষ।
সর্ব্বতীর্থের অধিষ্ঠাতৃ শুন নির্ব্বিশেষ॥
সর্ব্বতীর্থ পাপীর পাপ করিয়া ক্ষালন।
নিজে সেই পাপপুঞ্জ কররে বহন।
সাধু সমাগমে সেই পাপ হয় ক্ষয়।
তীর্থের তীর্থত্ব লভ্য শ্রুতিগণে কয়॥
কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি রূপ রাধাকুণ্ড হয়।
নিত্যসিদ্ধ বস্তু সর্ব্বশক্তি সমাশ্রয়॥

শ্রীরাধাকুণ্ড স্মরণে সর্ব্ব পাপ নাশ।
কথনে হয় সনাতন ধর্ম্মেতে বিশ্বাস॥
শ্রীকুণ্ড দর্শনে ভক্তির অঙ্কুর উপজয়।
স্পর্শমাত্র হয় প্রেমভক্তির উদয়॥
কুণ্ডজলে স্নানে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুনিশ্চয়।
তীরে দেহত্যাগ হৈলে কৃষ্ণদাস্য পায়।
শ্রীকুণ্ডের অসংখ্য গুণ কে কহিতে পারে।
আনুষঙ্গিক গুণ কিছু শুন অতঃপরে।
কুণ্ডতীরে বৈসে যত সিদ্ধ জীবগণ।
রাধাকৃষ্ণ নাম শুনি করয়ে ক্রন্দন।
শ্রীকুণ্ড দর্শনমাত্র তাপ হয় নাশ
সংসার বিস্মৃতি মনের বাঢ়য়ে উল্লাস॥
স্বতঃ সেই জল মধুর ঔষধির সমে
আয়ুবৃদ্ধি রোগ ক্ষয় স্নান আর পানে॥
শ্রীকুণ্ড সংশ্লিষ্ট শ্রীমান শ্যামকুণ্ড হয়।
রাধাকুণ্ড সম কৃষ্ণপ্রিয় সে চিন্ময়।
তাঁহা শ্রীনন্দ নন্দনের নিত্যরূপে স্থিতি।
তাহার দর্শনে কৃষ্ণরূপ হয় স্ফূর্ত্তি।
তাহার মহিমা শ্রীঅনন্ত নাহি জানে।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় স্নান আর পানে॥
এত কহি শ্রীঅচ্যুত গৌরে প্রণমিলা।
প্রেমাবেশে গোরা তাঁরে গাঢ় আলিঙ্গিলা॥
গোরা কহে শ্রীকুণ্ড মাহাত্ম্য আজি শুনি।
দেহ-প্রাণ-মন মোর ধন্য করি মানি॥
এত কহি চলে মহাভাবের আবেশে।
উত্তরিলা লুপ্তপ্রায় রাধাকুণ্ড পাশে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কহে আচার্য্য নন্দনে।
এই রাধাকুণ্ড হয় দেখহ লক্ষণে॥
যদ্যপি এই মহাতীর্থ হইল লুপ্তপ্রায়।
তথাপি দেখিয়া মনস্তাপ গেল ক্ষয়॥
সহসা পরমোল্লাস কেনে বা বাঢ়িল।
এত কহি রাধা বলি হুঙ্কার করিল।
রাধা নাম শুনি যত পশু বিহঙ্গম।
প্রেমাবেশে কান্দে যৈছে কৃষ্ণ ভক্তোত্তম॥
একে রাধানাম নিত্য আনন্দজনক।
তাহে গৌর মুখচ্যুত সৎপ্রেম পূরক।
সেই ধ্বনি শুনি কাঁহে প্রেম নাহি স্ফুরে।
প্রেমানন্দ স্থাবর জঙ্গমের অশ্রু ঝুরে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কহে দেখ আচার্য্য তনয়।
রাধা নামে জীবমাত্রের হৈল প্রেমে দয়॥
এই সত্য রাধাকুণ্ড নাহিক সংশয়।
ইহার সংশ্লিষ্ট খাদ শ্যামকুণ্ড হয়।
অহো ভাগ্য শ্রীকুণ্ড মুই পাইনু দর্শন।
সাধু সঙ্গের হয় এই দিব্যাচিন্ত্য গুণ॥
এত কহি প্রেমামৃতে হইল বিভোর।
ঝাঁপ দিয় পড়ে জলে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর॥
রাধাকুণ্ডে ডুব দিয়া শ্যামকুণ্ডে গেলা।
শ্যামকুণ্ডে স্নান করি রাধাকুণ্ডে আইলা॥

স্নান সমাপিয়া কুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে গোরা প্রেমাবিষ্ট হঞা
গাঢ় অনুরাগে শত দণ্ডবৎ করি।
কুণ্ডে বহুবিধ স্তব কৈলা গৌরহরি॥
তাহা দেখি শ্রীঅচ্যুত প্রেমেতে মাতিয়া
এই চিন্ময় কুণ্ড বুলি ফিরয়ে গর্জ্জিয়া॥
তবে মহাপ্রভু কুণ্ডেশ্বরী রাধাভাবে।
কাঁহা প্রাণনাথ বলি কান্দে উচ্চরবে॥
ক্ষণে স্তম্ভ ক্ষণে কম্প ক্ষণে উচ্চ-হাস।
ক্ষণে হুঙ্কার ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে দৈন্যভাষ॥
ক্রমে মহা প্রেমাব্ধি তরঙ্গ বাঢ়িল।
মূর্চ্ছা হঞা শ্রীচৈতন্য ভূমিতে পড়িল॥
নিষ্পন্দ গৌরাঙ্গ অঙ্গ দেখি শ্রীঅচ্যুত।
হাহা প্রাণগৌর বুলি কান্দে অবিরত॥
কতক্ষণে সীতাসুত হঞা কিছু স্থিত।
হরি হরি বলি রব করয়ে গভীর॥
তৃতীয় প্রহরে গোরা পাইয়া চেতন।
রাধাকুণ্ড পাইনু বলি করয়ে নর্ত্তন।
যে দু'এর কুণ্ড দুই সেই দুই মেলি।
দয়া করি প্রকটিলা দেখি ঘোরকলি॥
তবে গৌরচন্দ্র অচ্যুতের হাতে ধরি।
কুণ্ড প্রদক্ষিণ কৈলা মহামন্ত্র পড়ি।
পুন পুন অষ্ট অঙ্গ কৈলা শত শত।
প্রেমাবেশে কুণ্ডে স্নান করে শ্রীঅচ্যুত॥
তাহান আগ্রহ ভক্তি দৈন্যোক্তি শুনিয়া
বৃক্ষমূলে বৈসে গোরা কিছু সুস্থ হঞা।

গৌরাঙ্গ কহে অচ্যুত তোর সঙ্গগুণে।
দয়া করি রাধাকুণ্ড হৈলা প্রকটনে॥
অচ্যুত কহয়ে কেনে কর অপরাধী।
তুয়া পদাশ্রিত মুঞি হঙ নিরবধি॥
যুগে যুগে কর তুহুঁ অলৌকিক লীলা।
জীব উদ্ধারিতে গুপ্ততীর্থ প্রকাশিলা॥
গুপ্তপ্রেম গুপ্ত কুণ্ড ছিলা চিরদিনে।
দয়া করি রাধাকুণ্ড হৈলা প্রকটনে॥
শুনি মহাপ্রভু কহে এই অতি স্তুতি।
এই তার পিতৃধর্ম্মে নাহি মোর প্রীতি॥
একে কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর আর সব দাস।
জীবেতে ঈশ্বর বুদ্ধ্যে হয় সর্ব্বনাশ॥
শ্রীঅচ্যুত কহে তব লীলার ধরমে।
দৈন উক্তি কর আত্ম-তত্ত্ব আচ্ছাদনে॥
যৈছে লুকাইতে নারে মেঘেতে তপন।
তৈছে প্রকট লীলাতে কৃষ্ণের গোপন॥
এত কহি শ্রীঅচ্যুত করে হরিধ্বনি।
গোরা কহে নাম সত্য ছাড় অন্য বাণী॥
শ্রীঅচ্যুত কহে আমি পাইনু কোটি
ভাগ্যে।
এত বুলি কান্দে গোরার ধরি
পাদযুগে॥
তবে দয়াসিন্ধু গোরা দয়া প্রকাশিলা।
নিজ সিদ্ধমূর্ত্তি যুগ তারে দেখাইলা॥
রসরাজ পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণে মূর্ত্তি।
তার বামে মহাভাব রাধারূপ স্ফূর্ত্তি॥

এই দুই নিত্যবস্তু দেখি শ্রীঅচ্যুত।
প্রেমেতে বিহ্বল হঞা কৈলা দণ্ডবৎ॥
বহুবিধ স্তুতি কৈলা পদ্য বিরচিয়া।
গোরা কহে মোর স্তব কর কি লাগিয়া॥
পুন শ্রীঅচ্যুত গৌরে দেখি ন্যাসীরূপ।
কহে রাধা অঙ্গে লুকাইলি নিজ রূপ॥
ভালি তব দেবাতে যুগল সেবাসিদ্ধ।
এত কহি শিরে ধরে গৌর পাদপদ্ম॥
গোরা কহে তুহুঁ কৃষ্ণপ্রেম চক্রবর্ত্তী
যাঁহা তাঁহা হয় তব রাধাকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি॥
এত কহি শিরে শ্রীচৈতন্য তারে
আলিঙ্গিয়া।
প্রেমানন্দে শ্রীঅচ্যুত নাচিতে লাগিলা।
সর্ব্বলোকে জ্ঞাত হঞা কুণ্ড বিবরণে।
পবিত্র হইলা স্নান পান দরশনে।
তবে মহাপ্রভু গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে।
লীলাশৈল দেখি প্রেমে হৈলা
আগেয়ানে॥
চৈতন্য পাইয়া কহে ওহে গিরিবর।
কৃষ্ণ বিনা হৈলা বুঝি শীর্ণ কলেবর॥
পুন কহে কিবাশ্চর্য্য দেখি হায় হায়।
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ লাগি রৈল তুয়া গায়॥
আইস আলিঙ্গিয়া পোড়া পরাণ জুড়াও
তবে চল যাও যদি প্রাণকান্ত পাও॥
ইহা কহি শ্রীচৈতন্য বাহু পসারিয়া।
গিরি গোবর্দ্ধনে আলিঙ্গিতে চলে
ধাঞা॥

ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে নাহি স্থানাস্থান।
প্রদক্ষিণ করে কভু গাহি হরিনাম॥
অলৌকিক প্রেম গোরার অবিচিন্ত্য
লীলা।
দয়ামৃত বিতরিয়া জীব নিস্তারিলা॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রেমে হইলা বিভোর।
কভু কান্দে কভু নাচে কভু দেয় লোড়॥
তবে সর্ব্ব বনতীর্থ ভ্রমিলা গৌরাঙ্গ।
রাসস্থলী দেখি উথলিল প্রেমোত্তুঙ্গ॥
মহাভাবে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান আরোপিয়া।
গোপীগীতা পড়ি গোরা বুলেন
কান্দিয়া॥
ক্ষণে করে রাধাকৃষ্ণের লীলানুকরণ।
ক্ষণে গীত গায় ক্ষণে করয়ে নর্ত্তন॥
গৌরাঙ্গের প্রেম মহাসাগর নিচয়।
তাহা বর্ণিবারে শ্রীঅনন্ত না পারয়॥
মুঞি মূর্খ ক্ষুদ্রকীট নাহি কিছু জ্ঞানে।
সূত্রমাত্র গণি সাধু বৈষ্ণব বচনে॥
যদ্যপি ছাড়িতে ব্রজ গৌরের ইচ্ছা
নহে।
ভক্ত ইচ্ছায় ব্রজ ছাড়ে অশ্রুধারা বহে॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

—০—

সপ্তদশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
তবে মহাপ্রভু শ্রীপ্রয়াগ ধামে আইলা।
এক দ্বিজ বৈষ্ণবের ঘরে বাসা কৈলা॥
ত্রিবেণীতে স্নান করি মাধব দর্শন।
শুদ্ধ প্রেমানন্দে করে নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
শত অষ্ট অঙ্গ কৈলা মহা ভাবাবেশে।
বহু স্তবন কৈলা নাহি তার শেষে।
তঁহি শ্রীচৈতন্য প্রেমনাম বিস্তারিলা।
যার কোটি ভাগ্য সেই বৈষ্ণব হইলা॥
একদিন শ্রীরূপ গোসাঞি সুপণ্ডিত।
শ্রীপ্রয়াগতীর্থে আসি হৈল উপনীত।
রামকেলিবাসী যিহোঁ রাজমন্ত্রী ছিলা।
চৈতন্য কৃপায় বিষ বিষয় ছাড়িলা॥
তাঁর সঙ্গে আইলা তাঁর ভাই অনুপম।
পরম উদার তিহোঁ ভাগবতোত্তম।
তাঁহা শ্রীগৌরাঙ্গ সহ রূপের মিলনে।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণনে॥
শ্রীগৌরাঙ্গে দেখি রূপ প্রেমার্দ্র হইলা।
শত অষ্ট অঙ্গ করি বহু স্তব কৈলা॥
গৌরে দেখি অনুপমের প্রেমোদ্গম হৈল।
গলে বস্ত্র বান্ধি দণ্ডবৎ স্তুতি কৈল॥
শ্রীচৈতন্য দুহুঁজনে কৈলা আলিঙ্গন।
দোঁহে কহে মোরা হঙ অস্পৃশ্য অধম।
গোরা কহে কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
ভক্তিরস যোগে নীচ দ্বিজত্ব লভয়॥
ব্রাহ্মণের দ্বাদশ গুণ আছে শাস্ত্রে উক্তি
সেই শতগুণ ভক্তির আনুসঙ্গিক বৃত্তি॥
যৈছে প্রভু গমনে তাহার ভৃত্যগণ।
আনুসঙ্গিক রূপে তারা করয়ে গমন॥
শ্রীরূপগোসাঞি কহে এই সত্য হয়।
কাঁহা ভক্তি পাইবাঙ কহ সুনিশ্চয়॥
শ্রীঅচ্যুত কহে ভক্তি মন্দাকিনী তীরে।
বাস করি কোনজন পিপাসায়ে মরে॥
রূপ কহে চাতকের সে ভাগ্য বা কতি।
কৃষ্ণদয়া মেঘ বিনা নাহি তৃপ্তি।
মহাপ্রভু কহে ভক্তি অমূল্য রতন।
সাধু কৃপায় লভ্য হয় কহে শ্রুতিগণ॥
ভাগ্যে তোঁহে হৈল কোন সাধুজনের দয়া।
তাহাতে তেজিলা ভোগ্য সংসারের মায়া॥
ভক্তিদেবীর আবির্ভাবে মায়ার অন্তর্দ্ধান
সিংহ সমাগমে যৈছে হস্তীর প্রস্থান॥
শ্রীরূপ কহয়ে মুঞি সাধু নাহি চিনি।
তুয়া আকর্ষণে আইনু এইমাত্র জানি।
লৌহ যৈছে অয়স্কান্তের শক্তি নাহি জানে।
গমন করয়ে মাত্র আকর্ষণ গুণে।
মহাপ্রভু কহে কাহে কর দৈন্যপণা।
কোন সদ্ভাব হৈল তুয়া হৃদয়ে ধারণা॥
তোরা কৃষ্ণের নিত্য পরিকর অনুমানি।
তাহার লক্ষণ সর্ব্ব সাধুমুখে শুনি॥

জীবে দয়া সাধুসঙ্গ আত্মদৈন্য উক্তি।
এই তিন কৃষ্ণদাসের স্বাভাবিক বৃত্তি॥
তবে সনাতনের বার্ত্তা পুছে ব্যগ্র হঞা।
শ্রীরূপ কহয়ে তাঁরে রাখিলা বান্ধিয়া।
দয়া করি নিজজনে খণ্ডাহ বন্ধন।
তুয়া পদে কৈল মোরা আত্ম সমর্পণ।
গোরা কহে কৃষ্ণভক্তের নাহিক বন্ধন।
ঝাট তব সঙ্গে তার হইব মিলন॥
রূপ কহে তব বাক্য অমোঘ নিশ্চয়।
শ্রীঅচ্যুত কহে সেই মহাবেদ হয়।
তবে গোরা রূপ অনুপম দুইজনে
সাধ্য সাধন শিখাইলা ভক্তানুসন্ধানে॥
শ্রীরূপ গোসাঞি ছিলা মহা কবিবর।
চৈতন্য কৃপায়ে হৈলা ভক্তি রত্নাকর।
একদিন গোরা কহে রূপ অনুপমে।
বৃন্দাবন ধামে দোঁহে করহ পয়ানে।
করজোড়ে রূপ কহে শুন গৌরচন্দ্র।
তোমা ছাড়ি ব্রজে যাইতে না পাও
আনন্দ॥
গোরা কহে ব্রজ হয় চিদানন্দ ধাম
স্বয়ং ভগবানের তাঁহা নিত্যলীলা স্থান॥
কালক্রমে সেই স্থল হৈল লুপ্তাকার।
সাধুর কর্ত্তব্য কার্য্য তাহার উদ্ধার।
ভক্তির প্রচার ভক্তি শাস্ত্রের গ্রন্থন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার তিন মুখ প্রয়োজন।
ইহা লাগি যাহ ঝাট শ্রীবৃন্দাবনে।
কৃষ্ণ কৃপায় হৈব তব অভীষ্ট পূরণে।

রূপ কহে তব দিব্যভঙ্গী বুঝা ভার।
মুঞি ক্ষুদ্রতমে কৈলা আজ্ঞা গুরুতর॥
সকলি সম্ভবে তোমার দয়া মহাবলে।
কুকুর মৃগেন্দ্র হৈতে পারে অবহেলে॥
এত কহি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রণমিয়া।
রূপ অনুপম ব্রজে চলে মৌন হঞা॥
তবে প্রয়াগ হৈতে গৌর বারানসী
গেলা।
চন্দ্রশেখর তাঁহে দেখি নিজঘরে নিলা॥
চন্দ্রশেখর কহে আজি মহাভাগ্য গুণে।
স্বপ্নে তুহুঁ দয়া করি দিলা দরশনে॥
গোরা কহে কৃষ্ণভক্তের অচিন্ত্য মহত্ত্ব।
ভাবাবেশে জানে তারা ত্রিকালের তত্ত্ব॥
চন্দ্রশেখর কহে মুঞি হও নরাধম।
শ্রীচৈতন্য কহে তুহুঁ সাধক উত্তম॥
তাঁহা হৈল তপন মিশ্র সহ সম্মিলন।
সবান্ধবে মিশ্র করে গৌরাঙ্গ সেবন।
দিন কত কাশীধামে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
নাম বিতরিয়া বহুজনে কৈলা ধন্য॥
একদিন তহি মণিকর্ণিকার তীর্থে।
দিগম্বর এক ন্যাসী গেলা স্নান অর্থে।
হেনকালে শ্রীঅচ্যুত গঙ্গাস্নান করি।
তীরে উঠি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামোচ্চরি।
তাঁরে দেখি ন্যাসী কহে তব ঘর বঙ্গে।
ভ্রমজ্ঞানে ঈশ্বরত্বে স্থাপহ গৌরাঙ্গে।
সত্য করিয়াছে তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণ।
ন্যাসী ধর্ম্ম ছাড়ি করে হরি-সংকীর্ত্তন।

শুনিয়াছোঁ তিঁহ ইন্দ্রজাল বিদ্যাগুণে।
ভুলাইলা উড়িষ্যার জ্ঞানী সার্ব্বভৌমে॥
বেদের বিরুদ্ধ কার্য্য করে সর্ব্বক্ষণ।
যবন সংসর্গে নাহি মানসে দূষণ॥
ছলেতেহ ম্লেচ্ছ যদি কহে হরিনাম।
তারে আলিঙ্গিতে নাহি করে ধর্ম্মজ্ঞান॥
এত ভ্রষ্টাচারে লোক তার বশ্য হয়।
ইন্দ্রজাল বিনা ইহা মূল কি আছয়॥
শ্রীচৈতন্যের নিন্দাবাদ শুনি শ্রীঅচ্যুত।
মৃদুভাবে কহে মনে হইয়া ব্যথিত।
অহে দিগম্বর ন্যাসী শুন মোর বাণী।
ঈশ্বর লক্ষণ যাহে তারে ঈশ্বর মানি॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষের হয়
সেই সব গৌরের আনুষঙ্গিক গণয়।
স্বয়ং ভগবত্বে স্বাভাবিক গুণ চিহ্ন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে তাহা আছে পরিপূর্ণ॥
সেইসব গুণ চিহ্ন ভক্তিনেত্রে স্ফুরে।
কোটি পুণ্যে তাহা জীব দেখিতে না পারে॥
ন্যাসী কহে পরব্রহ্ম হয় নিরাকার।
সাকার কল্পনা মাত্র সাধু ব্যবহার।
শ্রীঅচ্যুত কহে সেই কল্পিত অসত্যে।
ভজি কৈছে লভ্য হৈবে পরব্রহ্ম সত্যে।
ন্যাসী কহে সর্ব্বরূপে নিত্যব্রহ্মের সত্তা
তাদেকাত্ম-জ্ঞানে মুক্তির নাহিক অন্যথা।
শ্রীঅচ্যুত কহে বিশ্বে ব্রহ্মে কিবা ভেদ
ন্যাসী কহে জগৎ সর্ব্বব্রহ্মেতে অভেদ॥
শ্রীঅচ্যুত কহে তবে ব্রহ্মৈকাংশ বিশ্ব।
ন্যাসী কহে সত্য সেই সর্ব্বরূপে দৃশ্য॥
শ্রীঅচ্যুত কহে ব্রহ্ম আত্মা ভগবান।
সচ্চিৎ আনন্দময় বেদেতে প্রমাণ॥
স্বেচ্ছাশক্তি দ্বারে তিঁহ হয় বহুরূপী।
নিত্য এক রূপ তাঁর তেজ সর্ব্বব্যাপী॥
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যত চরাচর।
সমস্ত জানিহ ঈশ্বরাংশ অবতার॥
অংশে অবতরে পরিপূর্ণ কৈছে বাধা।
সর্ব্ব শক্তিমানে কিছু না করিও দ্বিধা॥
যাঁহার অবিদ্যা শক্তি কটাক্ষের দ্বারে।
জলৌকার শক্তি দেহ সঙ্কোচ বিস্তারে॥
সেই ষড়ৈশ্চর্য্যপূর্ণ ভগবদ্বিগ্রহে।
ব্যাপ্য ব্যাপকতা শক্তির নাহিক সন্দেহে॥
ধর্ম্ম সংস্থাপন লাগি স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং প্রকটিয়া করে জীবের কল্যাণ॥
ইত্যাদি অনেক যুক্তিশাস্ত্রের প্রমাণে।
ন্যাসীর কুতর্কবাদ করিলা খণ্ডনে॥
বিস্ময় হঞা ন্যাসী কহে করিনু স্বীকার।
জীব হিত লাগি ঈশ্বর করে অবতার॥
কলিতে ঈশ্বরের অবতার কি প্রমাণে।
শ্রীঅচ্যুত কহে তবে শুন সাবধানে॥
ভগবানের অবতার অসংখ্যেয় হয়।
বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
চারিযুগে হয় কৃষ্ণ চারি অবতার।
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত রূপে পরচার॥

কলিতে ভক্তরূপে হৈল অবতীর্ণ।
সেই পীতবর্ণ এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥
দয়া করি নবদ্বীপে হৈলা শুভোদয়।
স্বয়ং ধর্ম্ম আচরিয়া জীবেরে শিক্ষায়॥
মায়াধীশে জীবসম দেখয়ে অভক্ত।
পিত্ত দুষিত নেত্রে যৈছে সঙ্খে দেখে পীত॥
ন্যাসী কহে সেই এই ইথে কি প্রমাণ।
শ্রীঅচ্যুত কহে সাক্ষী রূপ গুণ নাম॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি ডাক একবার।
রোমাঞ্চ হইবে দেহে অতি চমৎকার।
শুনি ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গ নাম উচ্চারিলা।
ভক্ত বাক্যে গৌর কৃপা জ্যোৎস্না বিস্তারিলা॥
কৃষ্ণভক্তের সঙ্গালাপের অবিচন্ত্য গুণে।
পুলক ধরিলা তেঁহ কদম্বের সমে।
আশ্চর্য্য মানিয়া ন্যাসী ফুকারিয়া কয়।
শ্রীচৈতন্য অপ্রাকৃত নাহিক সংশয়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম শুদ্ধপ্রেম রসময়
সিদ্ধ হরিনামাপেক্ষায় মাধুর্য্যাতিশয়॥
এবে কাঁহা রয়ে গোরা তাঁহা মুঞি যাঙ।
তানে দেখি দেহ মন পরাণ জুড়াঙ॥
শ্রীঅচ্যুত কহে তুহুঁ চল মোর সঙ্গে।
জীবন সফল কর দেখি শ্রীগৌরাঙ্গে।
কিন্তু তোঁহে দিগম্বর দেখি গৌরচন্দ্র।
লজ্জিত হইল বড় আর নিরানন্দ।
ন্যাসী কহে অযাচকে কেবা বস্ত্র দিব।
শ্রীঅচ্যুত কহে মোর স্থানে লভ্য হৈব॥
এত কহি অর্দ্ধবস্ত্র ছিণ্ডি দিলা তারে।
ন্যাসী তাহা পরিলা সজ্জা ব্যবহারে॥
তারা দোঁহে শ্রীচৈতন্য পাশে গেলা।
শ্রীঅচ্যুত গৌরপদে দণ্ডবৎ কৈলা॥
ন্যাসী একদৃষ্টে চাহে গৌরাঙ্গের পানে।
গোরা অঙ্গে বিশ্বরূপ দেখে ভাগ্যক্রমে॥
অত্যন্ত অদ্ভুত দিব্য মহিমা দর্শনে।
প্রেম-গঙ্গাধারা ন্যাসীর বহে দু'নয়নে॥
করযোড়ে শ্রীচৈতন্য করয়ে স্তবন।
তুহু সর্ব্বেশ্বর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
লোক শিক্ষাইতে আইলা ভক্তরূপ ধরি।
তোঁহার নির্ম্মল দয়ায় যাঙ বলিহারী।
মুঞি নরাধম তুয়া না জানি মহত্ত্ব।
অনেক নিন্দনু অহঙ্কারে হঞা মত্ত॥
দয়া করি অপরাধ করহ মার্জ্জন।
তব শ্রীচরণে মুঞি লইনু শরণ।
ইত্যাদি অনেক দৈন্য স্তবন করিয়া।
গৌরপদে পড়ে ন্যাসী দণ্ডবত হঞা॥
নমো নারায়ণ বলি গোরা তাঁরে ছুঁইলা।
স্পর্শছলে তাহে আত্মশক্তি সঞ্চারিয়া॥

গৌর স্পর্শমণির স্পর্শে প্রেম উপজিল।
উর্দ্ধবাহু হঞা ন্যাসী নাচিতে লাগিল॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে লোকে ভয়ঙ্কর।
শ্রীচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর বোলে বারে বার।
শ্রীঅচ্যুত নাচে আর নাচে ভক্তগণ।
ধন্য কলিযুগ বলি করয়ে কীর্ত্তন॥
সাধু কৃপায় ন্যাসীবর হইলা উদ্ধার।
সাধুর চরণে মোর কোটি নমস্কার॥
সাধুর চরিত্র লব নারিনু লিখিতে।
যে কিছু লিখিনু শ্রীবৈষ্ণব প্রসাদে॥
কাশীপূর্ণ হৈল গোরার প্রভাব সম্বন্ধে।
অনেক বৈষ্ণব হৈলা সেই অনুবন্ধে॥
তথি ১প্রবোধানন্দ সরস্বতী খ্যাতি।
সন্ন্যাসীর মধ্যে যিঁহ বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
বহু শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতের শিরোমণি।
গৌরাঙ্গ নিন্দিয়ে তিঁহ হঞা অভিমানী॥
দয়াসিন্ধু শ্রীচৈতন্য দয়া প্রকাশিলা।
বহু শাস্ত্রযুক্ত্যে তারে স্বমতে আনিলা॥
শ্রীপ্রবোধানন্দের সব খণ্ডিল সংশয়।
গৌরাঙ্গে ঈশ্বর বলি করিলা নিশ্চয়॥
শ্রীপ্রবোধানন্দে গোরা বড় দয়া কৈলা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে প্রেমভক্তি দিলা।
পরম বৈষ্ণব হৈল শ্রীপ্রবোধানন্দ।
খণ্ডিত কুতর্কবাদ পাইল প্রেমানন্দ॥
সরস্বতী হৈলা গৌরের ভকত প্রবীণ।
কৃত পীতরূপে প্রকট কহে রাত্রিদিন॥
সংকীর্ত্তনে অশ্রুধারা বহে দু'নয়নে।
কভু গড়াগড়ি যায় নাহি স্থানাস্থানে॥
কভু নৃত্য করে প্রেমে উর্দ্ধবাহু হঞা।
আপনারে নিন্দি কভু কান্দে ফুকারিয়া॥
শ্রীগৌরাঙ্গে স্তব করে পদ্য বিরচিয়া।
অদ্ভুত বর্ণনে জীব উঠে শিহরিয়া॥
তার ছাত্র আদি যত পণ্ডিতের গণ।
গৌরাঙ্গ পদারবিন্দে লইয়া শরণ॥
গোরাচাঁদের দিব্যাদ্ভুত লীলার নাহি অন্ত।
মুঞি ছার কি করিমু না পারে অনন্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শুদ্ধ দয়ার ভাণ্ডার।
সনাতনে শিক্ষাইলা ভক্তি তত্ত্বসার॥
গোরাসহ সনাতনের কাশীতে মিলন।
মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিঁহ গেলা বৃন্দাবন॥

প্রবোধানন্দ সরস্বতী—কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী গৌরকৃপা প্রাপ্তিতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে খ্যাত হন তাঁহার প্রথম জীবন বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। তিনি চৈতন্যচন্দ্রামৃত, বৃন্দাবন শতক ও রাধারস সুধানিধি আদি গ্রন্থ রচনা করিয়া গৌরগোবিন্দের প্রতি তাঁহার প্রেমানুরাগের ভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনের কালিদহে অবস্থান করিয়া তথায় অন্তর্দ্ধান হন।

শ্রীমান সনাতন হয় সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাতা।
পরম বৈরাগ্যে শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
ব্রজে ১শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি শ্রীরূপ স্থাপিলা।
সনাতন মদন গোপালে প্রকাশিলা॥
এই দুই ভাই মহা সাধু দয়াবান্।
ভক্তিশাস্ত্রে প্রকাশিয়া ভক্তে কৈলা দান॥
এই দোঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোসাঞি।
ভক্তিশাস্ত্র সুসিদ্ধান্তে তার সম নাঞি॥
২শ্রীগোপালভট্ট শ্রীমান্ ৩ভট্ট রঘুনাথ।
পরম পণ্ডিত আর দাস রঘুনাথ।

১। শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি—শ্রীগোবিন্দ দেব শ্রীধাম বৃন্দাবনের যোগপীঠ হইতে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকটিত। এতদ্বিষয়ে ভক্তিরত্নাকরের ২ তরঙ্গের বর্ণন—

ব্রজবাসী কহে, চিন্তা না করিহ মনে। গোমাটিলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে।
তথা কোন গাভী শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ন সময়। দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস হিয়ায়।
শ্রীগোবিন্দ দেব তথা আছেন গোপনে॥ এত কহি রূপে লৈয়া গেলা সেইস্থানে॥

এইরূপে গোবিন্দ প্রকট হইলে রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর শিষ্য জয়পুর রাজ মানসিংহ শ্রীগোবিন্দের মকর কুণ্ডল সহ শ্রীমন্দির নির্ম্মান করেন। তৎপরবর্ত্তী হরিদাস গোস্বামীর সেবাকালীন ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা স্বপ্নাদিষ্টে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি নির্ম্মান করতঃ ব্রজে পাঠাইয়া গোবিন্দের বামে প্রতিষ্ঠা করেন।

২। গোপাল ভট্ট—ব্রজের গুনমঞ্জরীই গোপালভট্ট গোস্বামী দক্ষিন দেশে রঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কটভট্টের গৃহে প্রকট হন। ত্রিমল্লভট্ট, গোপালভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তিন ভাই।

বেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম। গোপাল ভট্টের পূর্ব্বে গুরু সে প্রমাণ।
অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে। পূর্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে॥

ভট্টগৃহে মহাপ্রভু চতুর্ম্মাস্য যাপনকালে শিশু গোপাল ভট্ট প্রভুর সেবা করিয়া কৃপার ভাজন হন। প্রভু নির্দ্দেশে পিতা-মাতা জ্যেষ্ঠাদির অন্তর্দ্ধানে বৃন্দাবনে আগমন করিয়া রূপ সনাতন সহ মিলিত হন। কৃপস্বরূপ প্রভু আসন ও ডোর কৌপীন প্রেরণ করেন। তিনি শ্রীরাধার রমন সেবা স্থাপন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য। গোপালভট্টের পিতৃপরিচয় বিষয়ে অনুরাগবল্লী

এই সব নির্ম্মৎসর ভক্তি শাস্ত্রে নেতা।
লুপ্ততীর্থ প্রকাশক গোস্বামী আখ্যাতা॥
মহাপ্রভু আর দুই প্রভুর সম্মতে।
ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিবর্ত্ম করিলা বিদিতে॥
মোর প্রভু এই ছয়ের গুণ প্রশংসয়।
কৃষ্ণ নিত্যা সখীর মঞ্জরী বলি কয়।
মহাপ্রভু একমাত্র শ্রীচৈতন্য হয়।
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে প্রভুতে গণয়॥
গদাধর পণ্ডিত শ্রীবাসে কহে তত্ত্ব।
দ্বাদশ গোপাল আধ চৌষট্টি মহান্ত॥
তাহা লিখি যাহা মুঞি সাধুমুখে শুনি।
অসংখ্য গৌরাঙ্গগণের মহিমা না জানি
তবে মহাপ্রভু বারানসী ধাম হৈতে।
পুন ঝারিখণ্ডের পথে আইলা শ্রীক্ষেত্রে॥
মহাপ্রভুর দরশনে যত ভক্তগণ।
প্রেমাবেশে আনন্দাশ্রু কৈলা বরিষণ॥
রায় রামানন্দ আদি দণ্ডবৎ কৈলা।
বাহু পশারিয়া গোরা সভে আলিঙ্গিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দ্বিজরাজের জ্যোৎস্নায়।
সংকীর্ত্তন সুধাসিন্ধুর তরঙ্গ বাঢ়য়॥
সর্ব্বভক্ত মেলি করে মহা সংকীর্ত্তন।
মনুষ্য কি ছার দেবে করে আকর্ষণ॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

—০—

অষ্টাদশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকটে।
সীতা কহে উঘারিয়া মনের কবাটে॥
কত দিন গেল নাহি দেখি গোরাচাঁদে।
নিরবধি তার লাগি মন প্রাণ কান্দে॥

গ্রন্থের প্রথম মঞ্জরীর বর্ণন—
"কাবেরীর তীর দেখি শ্রীরঙ্গনাথ। নৃত্যগীত কৈল বহু ভক্তগণ সাথ॥
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ। শ্রীত্রিমল্লভট্ট নাম ব্রাহ্মণ সমাজ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ দুই ভাই। বেঙ্কট প্রবোধানন্দ ভট্ট বলি গাই॥

* * * * * *

১। রঘুনাথ ভট্ট—রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ষড় গোস্বামীর একজন। রঘুনাথ ভট্ট ব্রজলীলার রাগমঞ্জরী ও কাশীবাসী তপন মিশ্রের পুত্র মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে পিতামাতার অন্তর্দ্ধানে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ সনাতন সহ মিলিত হন এবং শ্রীরূপ সভায় ভাগবত ব্যাখ্যাতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

কবে মোর শুভ ভাগ্যের উপজিবে ফল।
পুন নিরখিমু গোরার শ্রীমুখমণ্ডল॥
তবে প্রিয়তম বস্তু গৌরে সমর্পিয়া।
জুড়াইমু গৌরবিচ্ছেদ দাবদগ্ধ হিয়া॥
কবে গোরার কথামৃত পুনঃ পুনঃ পিয়া।
অসাম্য সংসার ক্ষুধা ফেলিমু ঠেলিয়া॥
মনের যে দুখ মুঞি করিল বিদিতে।
প্রতিকার কর যদি স্নেহ থাকে চিতে॥
এত কহি প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রভু কহে ধন্য ধন্য তোমার জীবন॥
কহিতেই হৈলা প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা।
হুঙ্কার করয়ে ঘন বুলি গোরা গোরা॥
প্রভু কহে শ্রীচৈতন্যগত যার প্রাণ।
তাহারে জানিয়ে সত্য মহাভাগ্যবান॥
গোরা নাম শুনি যার পুলক উদ্গম।
সেইজনে জানোঁ মুঞি সাধক উত্তম॥
গৌরাঙ্গ বলিতে যার বহে অশ্রুধার
সেইজন নিত্যসিদ্ধ ভক্ত অবতার॥
এত কহি কৈলা তিঁহ গভীর গর্জ্জন।
উর্দ্ধবাহু হঞা করে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
কথোগণে সীতানাথ বাহ্য প্রকাশিলা।
গৌর গুণালাপে সীতার সান্ত্বনা করিলা॥
হেনকালে এক বৈষ্ণব প্রভু নমস্করি।
১সেন শিবানন্দের বার্ত্তা কহয়ে ফুকারি॥
অহে প্রভু সীতানাথ কর অবধানে।
শিবানন্দ মোরে পাঠাইলা তব স্থানে।
রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তমে।
তিনি সব চলিবেন লই গৌরগণে॥
প্রভু নিত্যানন্দ আর শ্রীবাস পণ্ডিত।
গদাধর আদি সভে হইল মিলিত॥
শ্রীবৈষ্ণব মুখে প্রভু শুভবার্ত্তা পাঞা।
সীতাসহ সীতানাথ চলিলা সাজিয়া॥
মহাসাধ্বী সীতাদেবী আনন্দিত মনে।
গৌরের প্রিয়বস্তু সভ লইয়া যতনে॥
শ্রীগোপাল দাস নিত্য গৌরগতি প্রাণ।
গৌরাঙ্গ দেখিতে তিঁহ করিলা প্রয়াণ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপায় মুঞি নরাধম।
সেই সঙ্গে ভৃত্যকার্য্যে করিনু গমন॥
শ্রীগৌরাঙ্গগণ সহ প্রভুর মিলনে।
আনন্দ বাড়িল দণ্ডবৎ আলিঙ্গনে॥
সংকীর্ত্তনানন্দে সভে গমন করিলা।
পথে তীর্থক্ষেত্র দেখি নীলাচলে আইলা॥
নিজগণের শুভাগমন শুনি গৌরচন্দ্র।
ভক্তসঙ্গে আগুলিলা পাঞা মহানন্দ॥
দূর হৈতে শ্রীগৌরাঙ্গে দেখি ভক্তগণ।
প্রেমাবেশে চলে করি উচ্চ স কীর্ত্তন॥

১। শিবানন্দ সেন—কাঁচরাপাড়া নিবাসী শিবানন্দ সেন ব্রজলীলায় বীরাদূতী ছিলেন তাঁহার স্ত্রীর নাম বিন্দুমতী। তিন পুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও কবি কর্ণপুর। তিনি চতুর্মাস্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে গৌর দর্শনের জন্য নীলাচলে লইয়া যাইতেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সহ ভক্তের মিলন।
যে আনন্দ হইল তাহা না যায় বর্ণন॥
প্রেমাবেশে গৌরে বেড়ি শ্রীবৈষ্ণবগণ।
নাম সংকীর্ত্তন আর করয়ে নর্ত্তন॥
মহাপ্রভু-প্রেম-মহাসমুদ্রে কল্লোলে।
ডুবাইলা সর্ব্ব ভক্তগণে অবহেলে॥
ক্রমে তাহে আপনার হইল সাঁতার।
নয়ান যুগলে বহে সুরধনীর ধার॥
প্রভু নিত্যানন্দ শুদ্ধ প্রেমেতে মাতিয়া।
হরেকৃষ্ণ বলি নাচে ঊর্দ্ধবাহু হঞা॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রেম না যায় বর্ণনে।
পাষণ্ড দলিমু বলি করয়ে গর্জ্জনে॥
হেনকালে জগন্নাথ রথেতে চড়িলা।
দেখি গোরা গোপী ভাবে এক পদ গাইলা॥
বহুকালে তোরে কালা লাগ পাইলাঙ।
অন্তরে রাখিমু ভরি নাহি ছাড়িবাঙ॥
এই গীত মহাপ্রভু ধরে ভাবাবেশে।
তাহে দুই প্রভু দিব্য আখর পরকাশে॥
ক্রমে ভাবসিন্ধুর তরঙ্গ উথলিল।
স্তম্ভাদি রতন ভক্ত সর্ব্বাঙ্গে পরিল॥
তবে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবের উদ্গমে।
সংকীর্ত্তন মাঝে পড়ে হঞা অচেতনে॥
সেই পদ পুন গীতে চৈতন্য জাগিলা।
বাহু পাশরিয়া নিত্যানন্দে কোল দিলা॥
নিতাই দুই হাতে গৌরের দুই হাত ধরি।
সুমধুর নৃত্য করে অদ্বৈতেরে ঘেরি॥
প্রভু কহে তো দোঁহার রঙ্গ বুঝা ভার।
গৌর নিতাই কহে তুঞি রঙ্গের সূত্রধার॥
তবে পরস্পর করি গাঢ় আলিঙ্গন।
হরি বুলি তিন ঠাকুর করয়ে ক্রন্দন॥
কভু কহে আইস জীব আর ভয় নাই।
হরি বলি নাচি গাই ভবপারে যাই॥
তাহা শুনি ভক্তগণ করয়ে নর্ত্তন।
কেহ প্রেমে কান্দে কেহ করয়ে গর্জ্জন॥
হেনকালে শ্রীগোপাল অদ্বৈত নন্দন।
দুই বাহু তুলি নাচে ভুবন-মোহন॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত
বহু নাম কীর্ত্তনে নহিল সংজ্ঞাপ্রাপ্ত॥
মৃতপ্রায় গোপালদাসে দেখি সীতানাথ
হা কৃষ্ণ কি কৈলা বলি করে আর্ত্তনাদ॥
হেনকালে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন।
উঠহ গোপাল বলি ডাকে ঘনে ঘন॥
যাহার কৃপাতে জগতের সচৈতন্য।
তাঁহার আজ্ঞাতে কেবা থাকে অচৈতন্য॥
শ্রীচৈতন্য কৃপা লবে শ্রীগোপালদাস।
জাগি কহে মুঞি হঙ চৈতন্যের দাস॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি ছাড়য়ে হুঙ্কার।
ভক্তগণ কহে ইহোঁ ভক্ত অবতার॥
স্নেহার্দ্র হইয়া গোরা গোপালেরে ধরি।
আলিঙ্গিলা প্রেমাশ্রুতে অভিষেক করি
শ্রীঅদ্বৈত প্রেমানন্দে অঙ্গজ গোপালে।
কোলে করি নাচি বেড়ায় হরি হরি বৈলে॥
নিত্যানন্দ প্রেমে তার শ্রীঅঙ্গ মর্জ্জয়।
সর্ব্ব ভক্ত গোপালের পদধূলি লয়॥
শ্রীগোপালদাস প্রভুর মহিমা অপার।
তার লব বর্ণিতে নারিনু মুঞি ছার॥
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা মহোৎসব।
দেখি সর্ব্বজনে করে হরি হরি রব॥
কি আনন্দ হৈল তাহে কহনে না যায়।
সর্ব্ব গৌরগণ প্রেমে ধূলায় লোটায়॥
উৎসবান্তে শ্রীমহাপ্রসাদ কিনি খাইলা।
ইষ্ট গোষ্ঠি আলাপিয়া নিজ বাসায় গেলা।
একদিন শুন এক অপূর্ব্ব আখ্যানে।
সীতানাথ কহে তথা সীতাদেবী সনে॥
মনোমত শ্রীগৌরাঙ্গে নারি খাওয়াইতে।
এই দুঃখ দিবানিশি জাগে মোর চিতে॥
যবে যবে গৌরে নিমন্ত্রিয়া আনি ঘরে।
বহুত সন্ন্যাসী তার সঙ্গে সদা ফিরে॥
সব দ্রব্য খাওয়ায় গোরা সন্ন্যাসীরে দিয়া।
মোহর অভিলাষ যায় পণ্ড হঞা।
শুনি সীতা কহে সত্য এই মনকথা।
একা গৌরে পাও যদি যায় মনোব্যথা॥
তার প্রিয়বস্তু পূর্ণ খাওয়াইলে তারে।
তবে মোর চির-হৃদয়ের সাধ পুরে॥
হেনকালে শুন এক অদ্ভুত ঘটনে।
দিনে অন্ধকার হৈল মেঘের সাজনে॥
দেখিতে দেখিতে হৈল অতি বড় ঝড়।
বহু শিলাবৃষ্টি পড়ে লোক ভয়ঙ্কর॥
শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা ইহা কেহ না জানিল।
তাহে ব্যক্তিমাত্রে বাসা ছাড়িতে নারিল॥
হেনকালে শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্ব অন্তর্যামী।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে চলিলা আপনি॥
একলে আসিল অদ্বৈতের বাসা ঘরে।
গৌরে দেখি সীতাদ্বৈত ভাসে প্রেম নীরে॥
সীতাদ্বৈত দোঁহে গৌর প্রেমামৃতের খনি।
আত্যন্তিকী নিষ্ঠা তাহে নিত্যসিদ্ধ জানি॥
গৌরাঙ্গ দেখিয়া দোঁহে উঠে ত্বরা করি।
আইস আইস প্রাণ গোরা কহয়ে ফুকারি॥
তুহুঁ সর্ব্বজ্ঞান ভক্ত-হৃৎপদ্মের ভৃঙ্গ।
শুদ্ধ দয়ামৃত মহার্ণব তোর অঙ্গ॥
এত কহি দিব্যাসনে গৌরে বসাইল।
তাঁর সেবা লাগি বহু আয়োজন কৈলা॥

গৌরের পাদ ধৌত লাগি মুঞি কৌট
গেনু।
তিঁহ কহে রহ রহ বিপ্র বিষ্ণুতনু।
মুঞি কহি হায় হায় কি মোর দুর্ভাগ্য।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদসেবায় হইনু অযোগ্য॥
পুন কহি অনন্তাদ্যের সেব্য যে চরণ।
তাহা মোর প্রাপ্তি শিশুর চন্দ্রস্পর্শ সম॥
পুন মনে হৈল কৃষ্ণ দয়ার সাগর।
পতিত পাষণ্ডোদ্ধারে এই অবতার॥
মো পতিতে কাহে তিঁহ দয়া না
করিবে।
কান্দিয়া পড়িলে পদে দয়া উপজিবে॥
তবে সেবা-বাদী এই যজ্ঞসূত্র হয়।
আর আত্ম অভিমান স্বভাবে জন্মায়॥
ইহা লাগি শ্রীবৈষ্ণবের করয়ে বর্জ্জনে।
এত ভাবি যজ্ঞসূত্র ছিণ্ডিনু তখনে॥
তাহা দেখি মোর প্রভু হাসিয়া কহিলা।
কি লাগি ঈশান বিপ্র ধর্ম্ম বিনাশিলা॥
দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্র চিত্তশুদ্ধি দাতা।
নিরন্তর পরব্রহ্মে হৃদয় নিযোক্তা॥
এত কহি প্রভু পুন পৈতা দিলা মোরে।
প্রভুকে কহিনু মুঞি কাতর অন্তরে॥
কিবা কাজ গৌর সেবা বাদী উপবীতে
না বঞ্চহ বলি মুঞি লাগিনু কান্দিতে।
মোর খেদে প্রভু গৌরে কহে বারেবার
ভক্তমনে দুঃখ দেহ এই অবিচার॥
প্রভু বাক্যে মহাপ্রভুর মৌনাবলম্বনে।
তিঁহ কহে যাহ ঈশান শ্রীপাদ সেবনে॥
শুনি মুঞি ডুবিলাঙ আনন্দ সাগরে।
গুরুকৃপা গৌরসেবায় আজ্ঞা দিলা
মোরে॥
কোটি কোটি জন্মের সুকৃতিতে না পায়
যাহা।
শ্রীগুরু কৃপাতে অবহেলে মিলে তাহা॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপার অনন্ত মহিমা।
মুঞি কোন্ ছার ব্রহ্মা দিতে নারে
সীমা॥
তবে মহাপ্রভু গেলা ভোজনমন্দিরে।
শুদ্ধাসনে বসিলেন আনন্দ অন্তরে॥
গোরা কহে বৈস আসি আচার্য্য
গোসাঞি।
মোর প্রভু কহে গৌর ছাড় চতুরাঞি॥
সব দ্রব্য আজি তুমি করিবা ভোজন।
তবে সে ছাড়িমু মুঞি এ সত্য বচন॥
হাসি মহাপ্রভু তবে ভোজনে বসিলা।
সীতামাতা পায়স করিতে আরম্ভিলা॥
আর আর ব্যঞ্জনাদি দিলা সারি সারি।
পিঠা পানা দিলা যত লিখিতে না
পারি॥
গৌরের প্রিয়বস্তু যত সীতা যত্নে দিলা।
আনন্দে গৌরাঙ্গ সব ভোজন করিলা॥
গোরা কহে আচার্য্য মুঞি কহিতে না
পারি।
জন্মে হেন গুরুতর ভোজন না করি॥

হাস্যমুখে প্রভু কহে শুনহ নিমাঞিঃ।
মোর কাছে ছাপা নাই তোর চতুরাই ॥
তোর জিহ্বায় আছে নিত্য তিন
মহাশক্তি।
ভক্ত শ্লাঘ সাধু উপদেশ দৈন্য উক্তি ॥
শুনি মহাপ্রভু কৈলা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
আচমন করি কৈল তাম্বুল সেবন ॥
আচার্য্য আগ্রহে তিঁহ করিলা শয়ন।
হেনকালে শিলাবৃষ্টি হৈল নিবারণ ॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
ভক্তে নিত্যানন্দাদিরে হৈলা অবতীর্ণ ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময় নাহিক উপমা।
মহাবিষ্ণু আদি যার দিতে নারে সীমা ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণের শুদ্ধভক্তে নাহি কিছু ভেদে
উর্দ্ধবাহু হঞা ফুকারিছে সর্ব্ববেদে ॥
কৃষ্ণ ভক্ত ইচ্ছার স্বতঃসিদ্ধ শক্তি হয়।
তার ইচ্ছায় হয় কৃষ্ণ ইচ্ছার উদয় ॥
আর কবে হৈব মোর শুভ ভাগ্যোদয়।
গুরু বৈষ্ণব কৃপা করি দিবে পদাশ্রয় ॥
কবে গৌর প্রেমামৃত-সাগরের নীরে।
ডুবি সর্ব্বেন্দ্রিয় আত্মার পাপ যাইবে
দূরে ॥
পূর্ব্বতন নারদাদি ভকত প্রধান।
কৃষ্ণ কিবা রাধা ভজি পাইলা পরিত্রাণ
কেহ বা যুগলমূর্ত্তি করিয়া সেবন।
সিদ্ধদেহ পাঞা গেলা নিত্য বৃন্দাবন।

রসরাজ মহাভাব দুই সম্মিলন।
হেন রূপ কভু কেহ না পাইলা দর্শন ॥
এই ধন্য কলিতে সেই রূপের প্রচার।
গৌরাঙ্গ হইয়া কৈলা জীবের উদ্ধার ॥
এইরূপ দেখে ভজে পূজে যেইজন।
অনায়াসে পায় সুদুর্লভ প্রেমধন ॥
হেন দয়াল অবতারি কাঁহা নাহি শুনি।
সর্ব্ব কৃষ্ণ প্রকাশের হয় মূল খনি ॥
হরিনাম দিয়া কুক্কুরাদি নিস্তারিলা।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টের গুণ যেই প্রকাশিলা ॥
সেন শিবানন্দ নামে মহাভাগবত।
গৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত জগত বিখ্যাত ॥
তার গৃহে এক কুক্কুর করিলা বসতি।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাঞা শুদ্ধ হৈল
মতি ॥
শিবানন্দ আইলা যবে শ্রীপুরুষোত্তমে।
তার সঙ্গে সেই কুক্কুর আইলা
ভাগ্যক্রমে ॥
চৈতন্য কৃপায়ে তার কর্ম্ম-বন্ধ গেল।
হরেকৃষ্ণ উচ্চারিয়া সিদ্ধদেহ পাইল ॥
সিদ্ধবস্তু শ্রীবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট নিশ্চয়।
যার এক লব খাইলে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥
বৈষ্ণবের পদরেণুর মহিমা অপার।
তার একবিন্দু স্পর্শি যায় ভবপার।
বৈষ্ণব দর্শনে হয় বিষ্ণুর দর্শন।
বৈষ্ণব সেবাতে হয় কৃষ্ণের ভোজন ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলা ভক্ত আমা হইতে বড়।
অপরাধ খণ্ডে ভক্তে ভক্তি কৈলে দৃঢ়॥
বৈষ্ণবাপরাধীর আর নাহিক নিস্তারে।
কৃষ্ণ সেই অপরাধ খণ্ডাইতে নারে॥
ভাগ্যে যদি শ্রীবৈষ্ণবের দয়া উপজয়।
তার সেই অপরাধ অবশ্য খণ্ডয়।
কৃষ্ণেচ্ছাতে শুদ্ধভক্তে শক্ত্যাধিক হয়।
সেই ভক্তস্থানে কৃষ্ণ আপনি বিকায়॥
স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণদাস আপন আচার।
জীবে শিক্ষাইয়া নিত্য করয়ে উদ্ধার॥
রাধাকৃষ্ণ দুয়ে এবে হঞা ভক্তরূপ
জীবের মঙ্গলে দয়া কৈলা অপরূপ॥
গৌর কৃপায় সেন শিবানন্দের নন্দনে।
অতি বাল্যে সর্ব্বশাস্ত্রে হইল স্ফুরণে॥
কবি কর্ণপুর নামে হৈলা তিঁহ খ্যাত।
জগদ্বিস্মাপক লীলা কৈলা শচীসুত॥
এবে কহি মহাপ্রভুর সেবা বিবরণে।
যার স্মৃতি মাত্রে জীব হয় পরিত্রাণে॥
শ্রীঅদ্বৈত সিংহের কৃপা গঙ্গাব্ধিসঙ্গমে।
অতি সুদুর্লভ সেবা দিলা এ অধমে॥
গৌরের রাঙ্গা পাদপদ্ম অতি সুকোমল।
তাহা সম্বাহনে যোগ্য শ্রীহস্ত কমল॥
তবে মুঞি কীট হর্ষে কহিনু চৈতন্যে।
দয়া করি কহ কিছু এই ভক্তিশূন্যে॥
সহাস্যে মধুর ভাষে গৌরাঙ্গ কহিলা।
শুনহ ঈশান শাস্ত্র যাহা প্রকাশিলা।
সাধুস্থানে করিবে সদ্ধর্ম্মের শিক্ষণ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হরিনাম সংকীর্ত্তন।
তপ জপ হৈতে নামের মহিমা প্রচুর।
নাম লৈলে সর্ব্ব অপরাধ যায় দূর।
প্রকৃত সম্ভাষা উদাসীনের ধর্ম্ম নাশ।
নানা দেব-দেবীর কৃষ্ণে না হয় বিশ্বাস॥
এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মুখ-পদ্ম বাণী
যেই শুনে পড়ে তার বড় ভাগ্য মানি॥
অনন্ত প্রমাণে মোর গৌরাঙ্গ চরণে।
জগৎ শিক্ষাইলা প্রিয় ভক্তের বর্জ্জনে॥
১ গায়ক শ্রীহরিদাস গন্ধর্ব্বের সম।
গৌরগত প্রাণ যিঁহ ভাগবতোত্তম॥
ভিক্ষার তণ্ডুল তিঁহ গৌরসেবা লাগি।
পরিবর্ত্ত করি ভাল তণ্ডুল লৈলা মাগি॥

১। গায়ক হরিদাস—গায়ক হরিদাসই ছোট হরিদাস নামে বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপীর নিকট টগরা গ্রামে তাহার আবির্ভাব। প্রভু অঙ্গসঙ্গীরূপে নীলাচলে বাস করিতেন।

উত্তম তণ্ডুল দেখি গৌরাঙ্গ পুছিল।
হরিদাস কাঁহা এই তণ্ডুল পাইলা॥
হরিদাস কহে ২শ্রীমাধবী মাতা স্থানে।
পরিবর্ত্ত করি ইহা আনিনু যতনে॥
গোরা কহে হরিদাস কি কর্ম্ম করিলা।
উদাসীনের নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্ম বিনাশিলা॥
যদ্যপি মাধবী মহাসাধ্বী ধর্ম্মরতা।
গুরু বৈষ্ণবেতে নিষ্ঠা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তা॥
তথাপি প্রকৃতি তিঁহ তার সম্ভাষণে।
উদাসীনের ধর্ম্ম কৈছে হয় সুরক্ষণে॥
ইহার কারণে তোরে করিনু বর্জ্জন।
শুনি হরিদাস বহু করিল ক্রন্দন॥
গৌরে প্রণমিয়া তিঁহ গমন করিলা।
সর্ব্ব ভক্তগণ মনে চমৎকার হৈলা॥
আহা শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার গুহ্য
অভিপ্রায়।
গৌরভক্ত বিনা তার অন্ত নাহি পায়॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত আদির গৌড়েতে গমন।
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে সবার সুদুঃখিত মন॥
গৌর গৌরগণের লীলার নাহি পার।
মুই ক্ষুদ্র সূত্র মাত্র করিনু প্রচার।
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

—০—

ঊনবিংশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
একদিন শ্রীরূপ দেখিলা স্বপ্নাবেশে।
মহা প্রভু কহে তারে মৃদু মৃদু ভাষে॥
অহে রূপ অপূর্ব্ব নাটক সুন্দর।
শুনিতে মোহর মনে স্পৃহা হৈল বড়॥
এত কহি শ্রীচৈতন্য হৈলা অন্তর্হিত।
জাগি রূপ প্রেমাবেশে হইলা মূর্চ্ছিত॥

২। শ্রীমাধবীমাতা শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় তত্ত্বাবধায়ক শিখি মাইতির ভগ্নি। তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৮৯ শ্লোকের বর্ণন—

রাগরেখা কলাকলৌ রাধাদাস্যৌ পুরাস্থিতে।
তেজ্জ্ঞেয়ে শিখি মাইতি তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ।

তিনি গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদ সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের অর্দ্ধজন। এতদ্বিষয়ে চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তরে ২য় পরিচ্ছেদের বর্ণন—

স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ শিখি মাইতি তিন তার ভগিনী অর্দ্ধজন।

কথোক্ষণে ভক্তরাজ পাইয়া চেতন।
কাঁহা শ্রীগৌরাঙ্গ বুলি করয়ে ক্রন্দন॥
ক্ষণে কহে তোর দিব্যলীলা বুঝা ভার।
ভক্ত মান বাঢ়াইতে কৈলা অবতার॥
স্বভক্তেরে দেখা দিতে দয়া উপজিল।
তেঁই স্বপ্নে আসি মোরে আদেশ করিল॥
এত কহি করে রূপ উদ্দণ্ড নর্ত্তন।
হেনকালে আইলা তথি গোসাই
সনাতন।
তিঁহ কহে কহ রূপ শুভ সমাচার।
আজি বুঝি গোরা প্রেম করিলা বিস্তার
রূপ কহে প্রভু তুহু সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা।
দরশন দিতে গোরা স্বপ্নে দিলা বার্ত্তা॥
সনাতন কহে তোহার কোটি ভাগ্যোদয়
গৌরাঙ্গ দেখিলা প্রভু দেখিবা নিশ্চয়॥
শ্রীরূপ কহয়ে তুয়া আজ্ঞা বেদসমে॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে যাঙ শ্রীপুরুষোত্তমে॥
এত কহি সনাতনে দণ্ডবৎ করি।
শুভযাত্রা কৈলা তিঁহ স্মরি গৌরহরি॥
গৌর প্রেমাবেশে চলি আইলা
শ্রীক্ষেত্রে।
গৌরাঙ্গ দেখিয়া প্রেমধারা বহে নেত্রে।
শত অষ্ট অঙ্গ কৈলা চৈতন্য চরণে।
গোরা শ্রীরূপেরে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
রূপ কহে মুঞি হঙ অস্পৃশ্য পামর।
স্পর্শিয়া মোহরে কাহে অপরাধী কর।
মহাপ্রভু কহে তুহুঁ দয়া রত্নাকর।
তব অঙ্গ হয় মন্দাকিনী গঙ্গা সম॥
শ্রীরূপ কহয়ে তুহুঁ দয়া রত্নাকর।
তব দয়া লব সর্ব্ব মঙ্গল আকর॥
ভাগ্যে তব পদামৃত গনাস্পর্শে সেই।
সুপবিত্র শ্রীবৈষ্ণব দেহ ধরে যেই॥
যৈছে শালগ্রাম স্পর্শে কূপ নন্দোদক।
দেবের দুর্ল্লভ সর্ব্বপাপ বিনাশক॥
মহাপ্রভু কহে এই অতি স্তুতি হৈল।
রূপ কহে ইথে স্তুতির বিন্দু না ছুঁইল॥
তবে গোরা রায় রামানন্দ আদি স্থানে।
রূপের শুদ্ধ বৈরাগ্য কহিলা আপনে।
রূপসঙ্গে গৌরগণের আনন্দ বাঢ়িল।
শ্রীগৌরাঙ্গে ঘেরি সংকীর্ত্তন আরম্ভিল॥
মহানন্দে কেহ গায় কেহ করে নৃত্য।
কেহ গোরা বুলি কান্দে হঞা
প্রেমোন্মত্ত॥
তাহে গৌরপ্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ বাঢ়িল।
হরেকৃষ্ণ বলি তিঁহ নাচিতে লাগিল॥
ক্ষণে হর্ষ ক্ষণে স্তম্ভ ক্ষণে স্বেদোদগম।
ক্ষণে প্রাণনাথ বুলি করয়ে ক্রন্দন।
হেনমতে ভক্তসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥
প্রেমামৃত মেঘে জগতেরে কৈলা ধন্য॥
কতক্ষণে হরি সংকীর্ত্তন নিবর্ত্তিয়া।
স্ব স্ব কৃত্যে গেলা সভে গৌর আজ্ঞা
লঞা॥
একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সঙ্গে।
আনন্দে আছেন বসি সৎকথা প্রসঙ্গে॥

হেনকালে শ্রীরূপ গোসাঞি তথি
আইলা।
অষ্ট অঙ্গে গোরাচাঁদে দণ্ডবৎ কৈলা॥
গোরা তারে আলিঙ্গিয়া বসিতে
কহিলা।
তিঁহ ভক্তে প্রণমিয়া দূরে বসিলা॥
সর্ব্ব অন্তর্য্যামি শ্রীচৈতন্য মহেশ্বর।
শ্রীরূপে করয়ে জানি তাহার অন্তর॥
সাধুমুখে শুনিয়াছোঁ তব বিরচিত।
নাটক আছয়ে এক শ্রীকৃষ্ণ চরিত॥
তাহা শ্রীবৈষ্ণব মাঝে করহ পঠন।
শুনিতে মোহর হৈল উৎকণ্ঠিত মন॥
রূপ কহে কাঁহা মুঞি নীচ নরাধম।
কাঁহা কৃষ্ণলীলা হয় সর্ব্ব উচ্চতম।
পক্ষহীন পক্ষীর শক্তি যৈছে উড়িবারে।
তৈছে এই মূর্খের ক্ষম শাস্ত্র পরচারে॥
শিশু ক্রীড়াসম যাহা করিনু লিখনে।
তাহা প্রকাশিতে হয় লজ্জা ভয় মনে॥
তথাপি শ্রীমুখের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না
পারি।
সভে অপরাধ মোর ক্ষম দয়া করি॥
এত কহি কৈলা রূপ নাটক প্রকাশ।
শুনি সর্ব্বভক্তগণের বাঢ়ে প্রেমোল্লাস॥
রাম রায় আদি কহে প্রেমে মগ্ন হঞা।
পবিত্র হইলুঁ এই নাটক শুনিঞা॥
এ হেন সুরস কৃষ্ণনামের মহিমা
কাঁহা নাহি শুনি পদ্য রচন গরিমা।
মহাপ্রভু প্রেমানন্দে শ্রীরূপেরে কয়।
এই নাটক দুই ভাগে হৈলে ভাল হয়॥
বিদগ্ধ মাধব আর ললিত মাধব।
এই দুই নামে হয় চিত্তের উৎসব॥
শুনি শ্রীবৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করে।
সেই দুই নামে খ্যাত হৈল চরাচরে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গোপাঙ্গের অবিচিন্ত্য
গুণে।
শ্রীরূপের যশ-ঢক্কা বাজে সর্ব্বস্থানে॥
রূপ গোস্বামীর মহাদৈন্যে নাহি ওর।
সগণ গৌরাঙ্গ প্রেমানন্দে হৈল ভোর॥
দিনকত শ্রীরূপ তাহাঞি কৈলা বাস।
জগন্নাথ দরশনে বাঢ়ে প্রেমোল্লাস॥
তবে মহাপ্রভু তারে আদেশ করিলা।
আজ্ঞা শিরে ধরি তিঁহ ব্রজধামে
গেলা॥
শ্রীগৌরাঙ্গ আর তাঁর ভক্তের মহিমা।
চতুর্ম্মুখ আদি কহি দিতে নারে সীমা॥
সাধুমুখে শুনি মনস্থির নাহি হয।
তেঁহ সূত্র মাত্র গনি কহিনু নিশ্চয়॥
একদিন মহাপ্রভু অচ্যুতের স্থানে।
ভাগবতের ভক্তি টিকা করিলা
ব্যাখ্যানে॥
শ্রীঅচ্যুত কহে এই টিকা সর্ব্বোত্তম।
স্বামী ভাষ্য আদির আর নাহি
প্রয়োজন।

সর্ব্ব টিকার সার ইথে ব্যাখ্যাধিক্য
হয়।
শুনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অচ্যুতেরে কয়।
যাহে বহু সাধুর মহত্ত্ব হয় হানি।
তাহ সংগোপন কর মোর আজ্ঞা
মানি।
শুনি শ্রীঅচ্যুত কহে বিস্ময় অন্তরে।
এই আজ্ঞা শুনি মোর পরাণ বিদরে॥
তব কৃত টিকা এই ভক্তি রাজ্যেশ্বর।
শ্লোকের প্রতিপদে হয় রসের ভাণ্ডার।
হেন ভক্তিটিকা প্রচারিতে নিষেধিলা।
সত্য দয়াসিন্ধু নাম আজি প্রকাশিলা।
এত কহি প্রেমানন্দে করয়ে ক্রন্দন
গোরা তারে প্রেমাশ্রুতে করিলা
সেচন॥
আহা শ্রীচৈতন্য দয়া অপার জলধি।
শ্রীঅনন্ত আদি যার না পায় অবধি॥
স্ব গৌরব খণ্ডি গোরা জীবে সুখ
দেয়।
হেন দৈন্য কৃষ্ণ কভু না কৈলা আশ্রয়॥
পূর্ব্বে গোরা যবে শাস্ত্র কৈল
অধ্যয়ন।
তর্কশাস্ত্রের টিকা এক কৈলা বিচরণ।
সেই টিকা লঞা তিঁহ গঙ্গাপরে যায়।
হেনকালে দ্বিজ এক তাহারে পুছয়।
তব কক্ষে কোন গ্রন্থ কহ মহাশয়।
ন্যায়শাস্ত্রের টিকা এই শ্রীগৌরাঙ্গ কয়।

দ্বিজ সেই টিকা দেখি করে হাহাকার।
কহে মোর পরিশ্রম হৈল ছারখার॥
ইহা দেখি মোর টিকায় হৈবে অনাদর।
শ্রীগৌরাঙ্গ কহে ভয় নাহি দ্বিজবর॥
সেইক্ষণে দয়ানিধির দয়া উপজিল।
নিজ কৃত টিকা গঙ্গামাঝে ডারি দিল॥
তাহা দেখি সেই দ্বিজ মহানন্দে কয়।
হেন ত্যাগ স্বীকারিতে জীবে না
পারয়॥
তুমিহ নিশ্চয় সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতার।
তোমার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
এত কহি দ্বিজ হর্ষে করিলা গমন।
গোরাচাঁদের যশ-জ্যোৎস্নায় পুরিল
ভুবন॥
শ্রীচৈতন্যলীলা গান অবিচিন্ত্য জানি।
মুঞি কীট লীলাসূত্র পরমাণ গণি॥
তবে শ্রীঅচ্যুতে কহে শচীর নন্দন।
মোর দক্ষনেত্র কাহে করয়ে স্পন্দন।
শ্রীঅচ্যুত কহে তুহুঁ সুমঙ্গলময়।
সর্ব্বদা মঙ্গলগণ তোঁহে বিরাজয়॥
বুঝি কোন প্রিয় ভক্তের হৈব শুভোদয়।
তেকারণে ভক্তাধীনের নেত্র বিস্ফুরয়॥
হেনকালে ব্রজ হইতে ভাগবতোত্তম।
গৌর আগে আসি দাণ্ডাইলা সনাতন।

তারে দেখি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমানন্দে কয়।
কৃষ্ণ নিত্য ভক্তের সিদ্ধবাক্য সুনিশ্চয় ॥
শ্রীঅচ্যুত কহে তুহুঁ মনের নিয়ন্তা।
নামরূপে স্থিতি কৈলে জীবে হয় কর্ত্তা ॥
শুনি মহাপ্রভু কৈলা শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
গৌরে দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন ॥
স্তম্ভ খেদ রোমাঞ্চাদি করিয়া ধারণ।
প্রেমাশ্রুতে গৌরপদ কৈলা প্রক্ষালন ॥
বাহু পসারিয়া গোরা তারে আলিঙ্গিলা।
তিঁহ কহে মোহে মহাঅপরাধী কৈলা ॥
একে মুঞি হও মহা অস্পৃশ্য অধম।
তাহে গাত্রে কণ্ডুরস ঘৃণার ভাজন ॥
মহাপ্রভু কহে কতি তুয়া কণ্ডুরস।
সুনির্ম্মল দেহ দেখি যৈছে সূর্য্য ভাস ॥
শুনি সনাতন নিজ তনু নিরীখয়।
অরোগ দেখিয়া মনে হইল বিস্ময় ॥
অচিন্ত্য কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা স্বীকারিলা।
ঊর্দ্ধবাহু হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥
সর্ব্ব ভক্তগণে হর্ষে করয়ে গর্জ্জন।
মহাপ্রভু আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন ॥
কেহ খোল বাজায় কেহ বা করতাল।
কেহ প্রেমে হাসে-কান্দে যৈছে মাতোয়াল ॥
ক্রমে সংকীর্ত্তন সিন্ধুর তরঙ্গ বাড়িল।
প্রেমাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহে ডুবি গেল ॥

ক্ষণে অশ্রু ক্ষণে কম্প ক্ষণে অচৈতন্য।
ক্ষণে হরি বুলি কান্দে ক্ষণে করে দৈন্য ॥
বহুক্ষণে নাম সংকীর্ত্তন নিবর্ত্তিয়া।
আসনে বসিলা গোরা ভক্তগণ লঞা ॥
তবে সনাতন গৌরে পুছে মৃদুস্বরে।
ধর্ম্মমধ্যে সনাতন ধর্ম্ম কহি কারে ॥
মহাপ্রভু কহে তুহুঁ ভাগবতোত্তম।
সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা সর্ব্ববুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
তথাপিহ পুছিলা সজ্জন ব্যবহারে।
সৎসঙ্গালাপে সাধুর বাঞ্ছা নাহি পুরে ॥
শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মে কহি সনাতন ধর্ম্ম।
তাহা বিনা আনে কহে উপধর্ম্ম সম ॥
শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মে কহি সনাতন ধর্ম্ম।
শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম নিত্যসিদ্ধ বেদে কয়।
উপধর্ম শিব প্রচারিলা কৃষ্ণাজ্ঞায় ॥
শিবাজ্ঞা বিফল নহে গৌণে কার্য্য সিদ্ধি।
বক্রপথে গতিশীলের যৈছে শ্রম বৃদ্ধি ॥
বহুজন্মে অন্য দেব উপাসনা ফলে।
বিষ্ণুমন্ত্র লভ্য হয় চিত্তশুদ্ধি হৈলে ॥
বিষ্ণু কল্পতরুসম ভক্তইচ্ছা দ্বারে।
অতি সুদুর্লভ মোক্ষাদিক দান করে ॥
সনাতন কহে বুঝিলাঙ স্থূল ধর্ম।
অনাদি সুসিদ্ধ হয় শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম ॥

মহাপ্রভু কহে শ্রীবৈষ্ণব ধর্মোত্তম।
মুখ্য হরিনামে রুচি কহে সাধুগণ।
ইত্যাদি অনেক ভক্তিতত্ত্ব উঘাড়িলা।
সনাতন আজি ভক্ত মহাহর্ষ হৈলা।
তবে শ্রীমজ্জগন্নাথের রথ যাত্রা যোগে।
নানা দেশ হৈতে যাত্রী আইলা একযোগে।
গৌড়দেশী যাত্রী আইলা মহাপ্রভুরগণ।
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত আদি ভক্তজন।
নিজগণ পাঞা গোরা আনন্দিত হৈলা।
ক্রমে সর্ব্ব ভকতের কুশল পুছিলা।
সভে গৌরে প্রণমিয়া মঙ্গল কহিলা।
ক্রমে শ্রীচৈতন্য সভাকারে আলিঙ্গিয়া॥
মহাপ্রভু তবে সর্ব্ব ভক্তগণ সঙ্গে।
তীর্থরাজ সিন্ধুস্নান কৈলা অতি রঙ্গে।
গণসহ কৈলা জগন্নাথ দরশন।
সভে মেলি কৈলা মহাপ্রসাদ ভক্ষণ॥
কি আনন্দ হৈল তাহে কহনে না যায়।
যার কোটি ভাগ্য সেই দেখিবারে পায়।
তবে মহাপ্রভু বক্তা শ্রোতা ভক্তগণ।
ব্রজগোপীর ভাবশ্রেষ্ঠ করয়ে বর্ণন।
শুনি ভক্তগণ শুদ্ধ প্রেমেতে মাতিলা।
গৌরসঙ্গে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভিলা।
বহু সম্প্রদায়ে বাজে খোল করতাল।
উর্দ্ধবাহু হঞা কেহ নাচয়ে রসাল।
অদ্বৈত নাচয়ে ভাল আগে তাঁরে দিলা।
মধ্যে গৌর নিত্যানন্দ নাচিয়া চলিলা।
পিছে ভক্তগণ নাচে রোমাঞ্চিত হঞা।
অঙ্গভঙ্গী করে কত প্রেমেতে মাতিলা॥
অপূর্ব্ব করিলা নৃত্য লোকের বিস্ময়।
গন্ধর্ব্ব নিছিয়া সভে হরিগুণ গায়॥
সংকীর্ত্তন সুধা পিয়া ভকত চকোর।
কেহ প্রেমাবেশে কান্দে কেহ দেয় কোর
কেহ ভাবাবেশে মাতি অট্ট অট্ট হাসে।
মূর্চ্ছা হঞা পড়ে কেহ মহাপ্রেমাবেশে॥
অদ্ভুত কীর্ত্তনানন্দে দেবে আকর্ষয়
কত পাপী তরি গেল নামের ভেলায়।
রথযাত্রা দিনে হৈল মহামহোৎসব।
বর্ণিতে নাহিক ক্ষম তার এক লব।
আগে চলে সুভদ্রা মায়ের রথখানি।
পিছে বলরামের রথ চলয়ে আপনি।
জগন্নাথের রথ টানে লক্ষ লক্ষ জনে।
নড়াইতে নাহি পারে তার এক কোণে।
আশ্চর্য্য মানয়ে তাহে সর্ব্ব যাত্রিগণ।
হাসি মহাপ্রভু ডুরি কৈলা আকর্ষণ॥
তান স্পর্শমাত্র রথ বেগেতে চলিল।
সর্ব্বজনে মহানন্দে হরিধ্বনি কৈল।
করয়ে অপূর্বলীলা জগন্নাথ হরি।
যেই তাঁরে দেখে সেই যায় ভবতরি।
যে যৈছে ভাবয়ে জগন্নাথের স্বরূপ
দয়া করি তারে হরি দেখায় তৈছে রূপ।
কেহ দেখে কৃষ্ণমূর্ত্তি কেহ ত বামন।
বেদে কহে পুন তার নাহিক জনম।

যদি কেহ মায়াবশে বিষয় চিন্তয়।
তাহাই দেখয়ে কৃষ্ণে দেখিতে না পায়॥
শ্রীজগন্নাথের দিব্যলীলার নাহি পার।
মহাপ্রসাদের শক্তি দেব অগোচর।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়।
দ্বিধা করিলে মহাব্যাধি তখনই জন্ময়॥
শ্রীমহাপ্রসাদ যদি কুকুরাদি খায়।
তার মুখভ্রষ্ট প্রসাদ দেবভোগ্য হয়॥
মহাপ্রসাদের গুণ অচিন্ত্য অক্ষয়।
শ্রীঅনন্ত আদি তার অন্ত না জানয়॥
যে জন মহাপ্রসাদ লবমাত্র খায়।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হঞা শ্রীবৈকুণ্ঠে যায়॥
শ্রীপুরুষোত্তমে যৈছে প্রসাদ মহিমা।
ঐছে কাঁহা নাহি শুনি প্রসাদ গরিমা॥
মুঞি অতি ক্ষুদ্র কীট নাহি মোর ক্ষম।
সূত্র পরমাণু মাত্র করিনু লিখন॥
রথযাত্রা অন্তে গৌর ভক্তগণে ডাকি।
কহে তোরা বহু দুঃখ পাইলা মোর লাগি॥
পুন পুন হেথা আসি নাহি প্রয়োজন।
দেশে বসি কর সদা নাম বিতরণ॥
নিত্যধর্ম্ম প্রচারিতে তোমা সভার জন্ম।
জীবন সফল কর প্রচারিয়া ধর্ম্ম।
দিনকত গূঢ় স্থানেতে করিমু সেবন।
তবে মোর হয় সর্ব্ব অভীষ্ট পূরণ॥
১নিত্যানন্দে বিবাহ করিতে আদেশিলা
গৌর আজ্ঞায় ভক্তবৃন্দ নিজদেশে গেলা
নিগূঢ় স্থানেতে গোরা প্রবেশ করিয়া।
হরিনাম করে সদা প্রেমে মগ্ন হঞা॥
প্রিয় ভক্তে দেখি কহে হরিনাম সার।
হরিনাম বিনা জীবের গতি নাহি আর॥
নাম কর নাম চিন্ত নাম কর সার।
নামের সহিত হরি করয়ে বিহার॥
যেই নাম সেই হরি নাহি কিছু ভেদে।
ইহা সপ্রমাণ কহে পুরাণাদি বেদে॥
এবে শুন ২ব্রহ্ম হরিদাসের নির্যাণ।
যিঁহ প্রতিদিন করে তিনলক্ষ নাম॥
হরিনামে ঐছে রুচি নাহি দেখোঁ আর।
সর্ব্ব ভক্তমনে জন্ম ইলা চমৎকার॥
হরিদাস মনে নিজ নির্যাণ জানিয়া।
সংকীর্ত্তন মাঝে আসি পড়িলা শুতিয়া॥
মহাপ্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি পরাণ তাজিলা॥
দেখি শ্রীগৌরাঙ্গ করে উচ্চ হরিধ্বনি।
ভক্তগণ কহে ইহোঁ সাধু শিরোমণি॥

১। নিত্যানন্দ বিবাহ—প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ আদেশে—সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করেন।

চৌদিকে শ্রীহরি নামের বাতাস উঠিল।
সংকীর্ত্তন ঢেউ তবে বাড়িতে লাগিল॥
শ্রীচৈতন্য প্রেমানন্দে সিন্ধুতে ডুবিলা।
সর্ব্ব ভক্তগণ তাহে সাঁতার খেলিলা॥
তবে গোরা হরিদাসের সমাধি করিয়া।
মহা মহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা॥
দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।
হেন দয়াল অবতার নাহি শুনি কভু।
সর্ব্ব অবতারি গোরা সর্ব্বশক্তিমান্।
লোক নিস্তারিনে এই লীলার নিদান॥
ব্রহ্মার সুদুর্লভ শুদ্ধপ্রেম আর নাম।
দয়া করি যাচি দিলা নাহি স্থানাস্থান॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদে কোটি নমস্কার।
তাঁর দয়ালব প্রার্থী হও নিরন্তর॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে
উনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:—

বিংশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
এবে শুন নিত্যানন্দ প্রভুপাদ লীলা।
মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিঁহ গৌড়দেশে গেলা।
১উদ্ধারণ দত্ত হয় প্রভুর কৃপাপাত্র।
নিজ প্রভুর সেবা তিঁহ করে অহোরাত্র
ক্রমে শ্রীমান্ নিত্যানন্দ আইলা ২অম্বিকায়।
ধরিলা মোহন রূপ দেহের বিস্ময়।

১ উদ্ধারণ দত্ত দ্বাদশ গোপালের একজন। আদি সপ্তগ্রামে তাঁহার শ্রীপাট। ব্রজের সুবাহু গোপালই উদ্ধারণ দত্তরূপে প্রকট হন।

তথাহি—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—১২৯ শ্লোকের।

সুবাহু র্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যঃ।

সুবর্ণ বনিককুলে তাঁহার আবির্ভাব। পিতা শ্রীকর দত্ত, মাতা ভদ্রাবতী, তিনি হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র ও নিত্যানন্দ সঙ্গে সর্বতীর্থ ভ্রমণ করেন। নিত্যানন্দ বিবাহে তাহার অবদান ছিল।

২। অম্বিকা—অম্বিকার বর্ত্তমান নাম কালনা। কালনা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল—কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী অম্বিকা কালনা ষ্টেশনের দেড় মাইল দূরে সূর্য্যদাস পণ্ডিত ও গৌরীদাস পণ্ডিতের সেবা বিরাজিত। এখানে সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী মহারাজের সেবা বিরাজিত।

সেই রূপে সর্ব্বচিত্ত হইল মোহন।
সভে কহে এই কোন রাজার নন্দন॥
হেনকালে ১সূর্য্যদাস পণ্ডিত আইলা।
নিত্যানন্দের রূপ দেখি আশ্চর্য্য মানিলা॥
সূর্য্যদাস কহে তানে বিনয় করিয়া।
কাঁহা তব ধাম নাম কহ বিবরিয়া॥
উদ্ধারণ কহে ইহোঁ ব্রাহ্মণ উত্তম।
রাঢ়ীশ্রেণী সর্ব্বশাস্ত্রে অতি উচ্চতম॥
ন্যায় চূড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি।
নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি॥
শুনি হর্ষে কহে সূর্য্যদাস মতিমান্।
মোহর আশ্রমে আসি করহ বিশ্রাম।
শুনি নিত্যানন্দ হাসি তার ঘরে গেলা।
যত্নে দ্বিজ প্রভুরে ভোজন করাইলা॥
গ্রামের রমণীগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আইলা।
নিত্যানন্দের রূপ দেখিতে সভে প্রশংসিলা॥

সূর্য্যদাস পত্নীস্থানে নারীগণ কয়।
এই পাত্র হৈলে তোর কন্যার যোগ্য হয়॥
সূর্য্যদাসের দুই কন্যা কমলার সমা।
বসুধা জাহ্নবা রূপেগুণে নিরুপমা॥
শ্রীককুদ্মি মহারাজ সূর্য্যদাস পণ্ডিত।
তার পত্নী সাধ্বী সতী গুণে বিভূষিত॥
তিঁহ কহে তোরা সভে কর আশীর্ব্বাদ।
সৎপাত্রে দুহিতা দিতে নাহি কার সাধ॥
কিন্তু পণ্ডিতের কিবা ইচ্ছা নাহি জানি।
তার মন হৈল তবে শুভ করি মানি॥
হেনকালে আইলা সূর্য্যদাস সুপণ্ডিত।
নারীগণ কহে তাঁরে হঞা হরষিত॥
বিবাহের যোগ্যা দুই কন্যা তুয়া ঘরে।
বিধি দয়া করি হেথা মিলাইল বরে॥
কিবা বুদ্ধি করিয়াছ কহ দেখি শুনি।
পণ্ডিত কহয়ে সর্ব্ব মত হৈলে মানি॥

---

১ সূর্য্যদাস পণ্ডিত—প্রভু নিত্যানন্দের শ্বশুর, জন্মভূমি শালীগ্রাম হইতে কালনায় আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বলীলার বলরাম পত্নী রেবতীর পিতা ককুদ্মি রাজাই সূর্য্যদাস নামে প্রকট হন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের পরিচয় বিষয় সুবল মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণন—

কংসারি মিশ্রের পত্নী নাম যে কমলা।
তাঁহার গর্ভেতে ছয় পুত্র জনমিলা।
দামোদর বড় জগন্নাথ তাঁর ছোট।
সূর্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাহার কনিষ্ঠ।
তাহার কনিষ্ঠ হয় পণ্ডিত গৌরীদাস।
অনুজ কৃষ্ণদাস যেই পুরে মন আশ।
তাহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য।
প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য।

এত কহি সূর্য্যদাস গেলা বহির্দ্বারে।
আত্মীয় কুটুম্বগণে আনে নিজ ঘরে॥
পণ্ডিত সভারে কহে বিনয় করিয়া।
আগন্তুকে কন্যা দান কর সমুঝিয়া॥
সভে কহে কতি ইহার ঘর নাহি জানি।
অজ্ঞাত কুলশীল লোকে না পুছয়ে জ্ঞানী॥
কন্যাদানের যোগ্যপাত্র সহজ না হয়।
শিবে কন্যা দিয়া দক্ষ ছাগমুণ্ড পায়॥
হেনমতে নানা কথা করে আলাপন।
তাহা বুঝে নিত্যানন্দ করিলা গমন॥
গঙ্গাতীরে প্রভু নিত্যানন্দ চলি গেলা।
ভাবাবেশে ১গৌরীদাস তাঁহারে চিনিলা॥
নিত্যানন্দে প্রণমিয়া কহে গোরীদাস।
অনন্ত অর্ব্বুদ তুয়া লীলার প্রকাশ॥
শুনি অট্টহাসি প্রভু গঙ্গাতীরে গেলা।
তাহার নিরাশে গৌরীদাস দুঃখী হৈলা॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত নহে সাধারণ।
ব্রজে যেই কৃষ্ণপ্রিয় সখাতে গমন॥
মোর প্রভু কহে যারে সুবল গোপাল।
রাধাকৃষ্ণের গূঢ়লীলা জানয়ে সকল॥
এবে রাধাকৃষ্ণ অবতীর্ণ নদীয়ায়।
সখাগণ হৈলা আসি লীলার সহায়॥
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত গৌরীদাস।
যবে গৌর সঙ্গে কৈলা কীর্ত্তন বিলাস॥
গৌরনিতাই সঙ্গ বিনু ঘরে নাহি রয়।
তার বন্ধুগণ মহাপ্রভুরে কহয়॥
এই বালকেরে আজ্ঞা কর দারগ্রহে।
সভার আনন্দ যদি থাকে নিজগৃহে॥
মহাপ্রভু কহে ভাল কহিমু ত হাঞি।
সুস্থ হয়া থাক সভে কোন চিন্তা নাই॥
তবে সন্ধ্যায় পণ্ডিত ঠাকুর গৌরীদাস।
পুষ্পমালা লঞা আইল মহাপ্রভু পাশ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠে মালা নিজে পরাইলা।
প্রেমে গদ গদ হঞা দণ্ডবৎ কৈলা॥
ব্রজের শুদ্ধভাব গৌরের উদ্দীপন কৈলা।
আইস প্রাণসখা বলি তারে কোলে হৈলা॥
অবিশ্রান্ত অশ্রু গোরার বহে দুনয়নে।
বস্ত্র দ্বারে গৌরীদাস মুছায় আপনে॥
শ্রীরাধার ভাব মহাসমুদ্র গম্ভীরে।
ডুবিলা শ্রীগোরাচাঁদ নাহি বাহ্য স্ফুরে॥
প্রহরেক পরে তান হইল চেতন।
গৌরীদাসের হস্ত ধরি করয়ে নর্ত্তন॥

১ গৌরীদাস—গৌরীদাস সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা। ব্রজের সুবল সখাই গৌরীদাস পণ্ডিত নামে প্রকট।

নিত্যানন্দ আদি প্রেম করয়ে গর্জ্জন।
সর্ব্বভক্ত মেলি করয়ে মহাসংকীর্ত্তন ॥
হইল অদ্ভুত নৃত্যগীত, মহোৎসব।
বর্ণিতে নাহিক ক্ষম তার এক লব ॥
সংকীর্ত্তন অন্তে গৌর নিতাই বসিলা।
নির্জ্জনে শ্রীগৌরীদাসে ডাকিয়া কহিলা ॥
মহাপ্রভু কহে শুন প্রাণ প্রিয়তম।
বিবাহ করিয়া তুহুঁ বহ নিজাশ্রম ॥
গৌরীদাস কহে তুয়া আজ্ঞা বেদসার।
তাহা যেই লঙ্ঘে সেই অতি দুরাচার ॥
কিন্তু তুয়া বিনু মুঞি রাখিতে না পারি।
সলিল বিহনে যৈছে মীন প্রাণত্যাগী ॥
শুনি হাসি গোরা চাহে নিত্যানন্দ পানে।
তিঁহ কহে গৌরমূর্ত্তি করহ নির্ম্মাণে ॥
গোরা কহে এক মূর্ত্তি নহে সুশোভন।
নিত্যানন্দের প্রতিমূর্ত্তি করহ স্থাপন ॥
ইথে পাইবা মো দোঁহার সদ পরকাশ।
আনে না কহিবা মোর এই গূঢ় ভাষ ॥
শুনি গৌরীদাস প্রেমানন্দে পূর্ণ হৈল।
গৌর নিত্যানন্দ পদে দণ্ডবৎ কৈল ॥
শ্রীমান গৌরীদাস শিল্পকার্য্যে পটতর।
ঐছে শিল্প নাহি জানে দেবশিল্পীবর ॥
সাক্ষাতে রাখিয়া তিঁহ গৌর নিত্যানন্দে।
[1]দারুব্রহ্মে দুই মূর্ত্তি গড়িলা আনন্দে ॥
গৌর নিত্যানন্দের সেই অবিকল মূর্ত্তি।
দৃষ্টিমাত্র জীবে হয় প্রেমানন্দ স্ফূর্ত্তি ॥
তবে গৌর নিতাই আলিঙ্গিয়া গৌরীদাসে।
নামপ্রেম প্রচারিতে গেলা অন্যদেশে ॥
সেই দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতে গৌরীদাস।
যুক্তি করি গেলা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পাশ ॥
সীতানাথ পদে তিঁহ কৈলা নমস্কার।
প্রভু তারে যত্ন করি পুছে সমাচার ॥
হেথা কিবা লাগি বাছা কৈলা আগমন।
গৌরীদাস আদ্যোপান্ত কৈলা নিবেদন ॥
প্রভু কহে শিশু তুহুঁ মহাভাগ্যবান।
গৌর নিত্যানন্দ মূর্ত্তি কৈলা নির্ম্মাণ ॥
প্রতিষ্ঠা করিমু মুঞি সেহ মোর ভাগ্য।
উদ্যোগ করহ যাঞা দ্রব্য যথাযোগ্য ॥
আজ্ঞা শুনি শ্রীঅচ্যুত কহে জোড়হাতে।
মোরে আজ্ঞা কর প্রভু যাঙ অম্বিকাতে ॥
কিবা ধ্যান মন্ত্রে পূজা হৈব নির্ব্বাপণ।
দয়া করি কহ সত্য না কর গোপন ॥

১। দারুব্রহ্মে দুই মূর্ত্তি—দুই মূর্ত্তি অর্থাৎ নিতাই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকট বিষয়ে ভক্তিরত্নাকরের ১২ তরঙ্গের বর্ণন—
এই বটবৃক্ষতলে পুত্রে কোলে লৈয়া।
গৌরীদাস পণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
ষষ্ঠী পূজে আই নানা উপহার দিয়া ॥
তেঁহো সেই বৃক্ষে দুইমূর্ত্তি প্রকাশিলা ॥

হাসি সীতানাথ কহে জানিয়া না জান।
স্বয়ং কৃষ্ণ নদীয়ায় হৈলা অবতীর্ণ।
রাধা অঙ্গ কান্ত্যে ঢাকা সর্ব্ব কলেবর।
যৈছে বস্ত্র আবরণে দৃশ্য রূপান্তর॥
তেঁই গোপালের দশাক্ষরী মন্ত্র ধ্যানে।
মহাপ্রভুর পূজা হৈব কহিনু সন্ধানে॥
কৃষ্ণ আবরণী বলি পুছিহ রাধায়
পূজা সিদ্ধি হৈব ইথে নাহিক সংশয়॥
নারায়ণে মন্ত্রেতে পূজিবা নিত্যানন্দ।
হইবে পূজন সিদ্ধ পাইবা আনন্দ।
শুনি শ্রীঅচ্যুতানন্দ কহয়ে বিনয়ে
তুয়া আজ্ঞামতে কার্য্য করিমু নিশ্চয়ে॥
কিন্তু খণ্ডবাসী সুপণ্ডিত নরহরি।
সরকার ঠাকুর যেঁহ প্রেমের গাগরি॥
শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্তেতে গণন।
যাঁরে কৃষ্ণের নিত্যসাথী কহে সাধুগণ॥
তিঁহ মোরে কহে গৌরের পূজা
মতান্তরে।
ইহার কারণ কিবা কহ প্রভু মোরে॥
প্রভু কহে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রমার্ণবে।
ভক্তি অনুসারে পূজা সকলি সম্ভবে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আছে ভক্তমাঝে।
যে যৈছে ভজয়ে কৃষ্ণ তারে তৈছে ভজে॥
শুনি শ্রীঅচ্যুতানন্দ আনন্দে মাতিলা।
গৌরীদাস সঙ্গে তিঁহ অম্বিকাতে
গেলা॥

মহা সমারোহে দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিলা।
গৌরীদাস প্রেমানন্দে মহোৎসব
কৈলা॥
গৌরীদাস সর্ব্বভক্তের প্রিয়তম বড়।
মহাপ্রভু প্রভুদ্বয়ে যার প্রেম গাঢ়॥
এই গূঢ়তত্ত্ব কিবা জানেঁ মুঞি ক্ষুদ্র।
অচ্যুত প্রভুর আজ্ঞায় লিখি সূত্রমাত্র॥
হেথা প্রভু নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে বসি।
উদ্ধারণে তত্ত্বকথা কহে হাসি হাসি।
হেনকালে বসুধার মৃতদেহ লঞা।
গঙ্গাতটে আইলা পণ্ডিত দুঃখী হঞা॥
সৎকার করিতে সভে উদ্যোগ করিলা।
তঁহি প্রভু আসি সূর্য্যদাসেরে কহিলা॥
এই কন্যা যদি মুঞি জীয়াইতে পারি।
তবে মোরে কন্যা দিবা কহ সত্য করি॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে তার বন্ধুগণ।
জীয়াইলে কন্যা দিব করিলাম পণ॥
তাহা শুনি নিত্যানন্দ আনন্দিত মনে।
মৃত-সঞ্জীবন নাম দিলা তার কানে॥
হরিনামামৃত পিয়া বসুধা উঠিলা।
অলৌকিক কার্য্যে সভে বিস্ময় মানিল।
সূর্য দাস হর্ষে কন্যা লঞা গেল ঘরে।
মহানন্দে সর্ব্বজন হরিধ্বনি করে।
নিত্যানন্দে কেহ কহে ইঁহে মহামুনি।
কেহ কহে মায়ারূপী দেব অনুমানি।

সূর্য্যদাস নিত্যানন্দে ঘরে লঞা গেলা।
লক্ষণে প্রভুরে চিনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
মহাভাগ্য মানি তিঁহ নিত্যানন্দ চান্দে।
সমারোহে কন্যাদান কৈলা মহানন্দে ॥
বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা।
যৌতুক ছলে জাহ্নবারে আত্মসাথ কৈলা ॥
তাঁহা হৈতে প্রভু ১খড়দহ গ্রামে গেলা।
তঁহি ২শ্যামসুন্দরের সেবা প্রকাশিলা ॥
মহাপ্রভুর অপ্রকটে শ্রীবসুধা-মাতা।
শুভক্ষণে এক পুত্র প্রসবিলা তথা ॥
নিত্যানন্দাত্মজ তিঁহ হয় সদানন্দ।
জগতে বিখ্যাত নাম হৈল ৩বীরচন্দ্র ॥
মোর প্রভু কহে যারে সঙ্কর্ষণের ব্যূহ।
তাঁর রূপ দেখি জীবমাত্রে হয় মোহ ॥
সাধু মুখে শুনি আর যে কিছু দেখিনু।
তার সূত্র বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিনু ॥
হেথা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে।
কাঁহা প্রাণনাথ বলি ফুকারিয়া কান্দে ॥
ক্রমে গৌর-প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ বাঢ়িল।
ভক্ত-কল্পবৃক্ষ সীতানাথে ডুবাইল ॥
তিন দিন পরে প্রভু ভাসিয়া উঠিলা।
গৌরাঙ্গ দেখিতে মনে যুক্তি স্থির কৈলা

১। খড়দহ—খড়দহ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ—রাণাঘাট রেলপথে খড়দহ রেল ষ্টেশন।

২। শ্যামসুন্দর সেবা—শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রকট বিষয়ে প্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন—
"পাৎসহ পাথর খোলি বীরচন্দ্রে দিল। পাথর লইয়া বীর খড়দহে গেল ॥
সেই পাথরে গড়াইল শ্যামসুন্দর বিগ্রহ।"
গৌড়ের নবাবকে ত্রাণ করিয়া তাহার ভবন হইতে প্রস্তর খণ্ড আনিয়া শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকট এক সন্ধিহান সৃষ্টি করে। ভক্তিরত্নাকর প্রমাণে গোবর্দ্ধনে ভক্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলা লইয়া গৌড়দেশে আসেন। এই গোবর্দ্ধন শিল কেই শ্যামসুন্দর বলা হইয়াছে কিনা বিচার্য্য। নিত্যানন্দের বিগ্রহ স্থাপনের ইতিহাস পাওয়া যায় না।

৩ বীরচন্দ্র নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রের পূর্ব্বাবস্থার বিষয়ে গৌরগণোদ্দেশ

হা গৌরাঙ্গ তুয়া চির-বিচ্ছেদ অনলে।
ভক্ত-মন-প্রাণ পোড়াইলি অবহেলে॥
ভক্তি বিলাইতে তোর হৈল প্রকটনে।
জ্ঞান প্রকাশিয়া তাপ দিমু তোর মনে॥
একবার জ্ঞান ব্যাখ্যা করি পাইনু তোরে।
পুনঃ শুষ্কজ্ঞান শিক্ষাইমু সভাকারে॥
দেখিমু ইহাতে কর কিবা ব্যবহার।
না পাও চরণ যদি নাশিমু সংসার॥
এত ভাবি শিষ্যগণে ডাকি নিজ পাশে।
জ্ঞানযোগ উপদেশ দেয় মৃদুভাষে।
ভক্তি হৈতে জ্ঞান বড় জ্ঞানিগণে কয়॥
ভক্তির চরমে হয় জ্ঞানের উদয়।
জ্ঞানযোগে যেই জন ঈশ্বরে ভজয়।
দিব্য পুষ্পরথে সেই ভব পারে যায়॥
পূর্ব্বতন ঋষিগণ জ্ঞানযোগ দ্বারে।
ভক্তি মুক্তি পাইলা নিজ বাঞ্ছা অনুসারে॥
ইত্যাদি অনেক জ্ঞান উপদেশ দিলা।
গুরুবাক্য শিষ্যগণ স্বীকার করিলা॥
যদ্যপি মৌখিকে প্রভু জ্ঞান প্রকাশিলা।
দ্বিগুণ নিয়ম কৃষ্ণ-সেবার করিলা॥
গাঢ় অনুরাগে শ্রীতুলসী কৃষ্ণে দিলা।
নানাবিধ মিষ্ট অন্ন ভোগ লাগাইলা॥
নয়ন মুদিয়া করে গৌরাঙ্গ চিন্তন।
মর্ম্ম না বুঝিয়া কান্দি বেড়ায় গৌরগণ॥
মুক্তি ব্যাখানিল শুনি শ্রীশচীনন্দন।
অন্তর্য্যামী অন্তরে জানিলা ভক্তমন॥
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে পুরুষোত্তম হৈতে।
অদ্বৈতের ঘরে গোরা আইলা আচম্বিতে॥

গ্রন্থের ৬৭ শ্লোকের বর্ণন—

সঙ্কর্ষনস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়ি নামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহ॥

সঙ্কর্ষণ ব্যূহ পয়োব্ধিশায়ি বীরচন্দ্র রূপে প্রকট হইয়াছেন তাহা অভিরাম ঠাকুর প্রণামের মাধ্যমে জগতে প্রতিভাত করিয়াছেন। ২০ বৎসর বয়সে অদ্বৈত প্রভুর আদেশে মাতা জাহ্নবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন অগণিত ভক্তসহ সংকীর্ত্তন সহকারে বীরচন্দ্র বৈভব প্রকাশ করতঃ প্রেম প্রচার করিয়াছেন। খড়দহের শ্যামসুন্দর সাঁইবনায় নন্দদুলাল ও মাহেশে রাধাবল্লভ সেবা স্থাপন বীরচন্দ্রের অমর কীর্ত্তি। অদ্যাবধি মাঘী পূর্ণিমা দিবসে অগণিত ভক্ত একই দিনে তিন বিগ্রহ দর্শন করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া থাকে।

গৌর অঙ্গ গন্ধ পাঞা চাহে সীতানাথ।
দেখে অগ্রে স্ফূর্ত্তি পায় সচল জগন্নাথ॥
অচিন্ত্য চৈতন্য-কৃপা দেখি ভক্ত প্রতি।
মহাপ্রেমে শ্রীঅদ্বৈত করে দৈন্যস্তুতি॥
শত অষ্ট-অঙ্গ করি গৌরাঙ্গ চরণে।
কহে মোর সম ভাগ্য নাহি ত্রিভুবনে॥
গোরা কহে তুহুঁ নিত্য-ভক্ত-অবতার।
শুদ্ধি ভক্তি বলে মোহে করিলা প্রচার॥
মোর কার্য্য হৈতে সত্য তোর কার্য্য বড়।
বাঞ্ছা পূরাইতে তোর হইনু গোচর॥

তবে গোরা আচার্য্যের বাঞ্ছা অনুসারে।
আনন্দে ভোজন কৈলা নানা উপহারে॥
ভোজনান্তে করি তিঁহ তাম্বুল চর্ব্বণ।
মিষ্ট ভাবে শ্রীঅদ্বৈতে করয়ে ভৎর্সন॥
মোরে দেখিবারে দিলা জ্ঞানযোগ শিক্ষা
জীবের ভাবীক্লেশে তুহুঁ না কৈলা অপেক্ষা॥

মোরে দেখিবারে যদি তব মন হয়।
চিন্তামাত্র তাঁহা মুঞি হইমু উদয়॥
আর কভু জ্ঞানযোগ মুখে না আনিবা।
শুদ্ধভক্তি শিক্ষাইয়া জীব নিস্তারিবা॥
শ্রীঅদ্বৈত কহে বাঞ্ছামতে পাইনু বর।
এবে দয়া করি অপরাধ ক্ষমা কর॥
মহাপ্রভু কহে ভক্তের কোটি অপরাধ।
দয়া করি ক্ষমি কৃষ্ণ করয়ে প্রসাদ।

হেনকালে সেই স্থানে সীতামাতা আইলা।
গৌরে দেখি প্রেমাশ্চর্য্য আনন্দে ডুবিলা॥
ফুকারিয়া কান্দে মাতা গৌরে কোলে করি।
গোরা কহে মাতা মোর তৃষ্ণা হৈল ভারি॥
শুনি সীতা ক্ষীর সব গঙ্গাজল আনি।
বাৎসল্যে গৌরাঙ্গ মুখে দিলেন আপনি॥
সুধাধিক্য সেই সব মহানন্দে খাঞা।
অন্তর্দ্ধান কৈলা গোরা দোঁহে প্রবোধিয়া॥
সীতাদ্বৈত দোঁহে গৌর দয়া সঙরিয়া।
সকল দিবস রহে প্রেমেতে মাতিয়া॥

তবে প্রভু প্রেম সম্বরিয়া সন্ধ্যাকালে।
শিষ্যগণে ডাকি কহে শুনহ সকলে॥
পূর্ব্বে জ্ঞান বড় কহি চিত্তের বৈষম্যে।
এবে বিচারিয়া দেখি নাহি ভক্তির সাম্যে॥

জ্ঞানেতে ঈশ্বর জানি ভক্ত্যে তাঁরে পাই
জ্ঞান হৈতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ বহু শাস্ত্রে গাই॥
জ্ঞানের চরমে মুক্তি জানিহ নিশ্চয়।
মুক্ত জনের শেষে হয় অভিমানোদয়॥

মুক্তি অভিমানী কৃষ্ণসেবা নাহি করে।
সেই অপরাধ পুনঃ ডুবয়ে সংসারে।
অতএব ভক্তিযোগ হয় সর্ব্বোত্তম।
ভক্তিপথে প্রবর্ত্তকের নাহিক পতন।
ভক্তি মহিমার অন্ত অনন্ত না জানে।
ভক্তিদেবীর দাসী মুক্তি শাস্ত্র পরিমাণে
নিষ্ঠাভক্তি দ্বারা কর শ্রীকৃষ্ণ সেবন।
অনায়াসে ভব বন্ধন হইবে মোচন।।
ইত্যাদি অনেক ভক্তি উপদেশ দিলা।
তিন শিষ্য বিনা সভে ভক্তিবর্ত্মে গেলা।
কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
এই তিনে নাহি মানে আচার্য্যের বোল।
এই তিনে কহে শুন আচার্য্য গোসাঞি
তব উপদেশের ইয়ত্তা কিছু নাঞি।
ক্ষণে কহ জ্ঞান বড় ক্ষণে ভক্তি বড়।
জ্ঞানবর্ত্মে মোরা চিত্ত করিয়াহোঁ দড়।
প্রভু কহে যদি তোরা আজ্ঞা না মানিলি।
মুখ না দেখিমু আর মোর ত্যজ্য হৈলি।
যে আজ্ঞা বলিয়া তারা পূর্ব্বদেশে গেলা।
আচার্য্য হইয়া নিজ মত চালাইলা।
গৌর লীলাগণে মোর কোটি নমস্কারে।
অলৌকিক খেলা গৌরের দেখে-ভক্তি দ্বারে।
নিত্যলীলা শ্রীগৌরাঙ্গ করে ভক্তদেশে।
মহাভাগ্যে শুদ্ধভক্তি চক্ষেমাত্র ভাসে।
মোরে কোটি দয়া কৈলা অদ্বৈত ঈশ্বর।
তেঁই দিব্যলীলাসূত্র করিনু প্রচার।
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত্য পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ।
ইতি শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে বিংশোঽধ্যায়ঃ।

—•—

একবিংশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ।
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নির্জ্জনে।
অতি প্রিয়তম শ্রীজগদানন্দে ভণে।
গৌড়দেশে চল তুহুঁ ত্বরিত গমনে।
পহিলে নদীয়া যাইবা মোর জন্মস্থানে।
মাতৃপদে কহিবা মোর কোটি নমস্কার।
যাঁহা তাঁহা থাকোঁ মুঞি তাঁহান কিঙ্কর।
পুত্র হঞা পুত্রধর্ম্ম পালিতে নারিনু।
ইথে তান পদে মহাঅপরাধী হৈনু।
কোটিযুগে তান ঋণ নারিমু শোধিতে।
অপরাধ ক্ষমে যদি নিজ দয়ামৃতে।
তবেহ পাইমু রক্ষা নতুবা পতন।
তাহান শ্রীপাদপদ্মে লইনু শরণ।
কৃষ্ণ ভক্তগণে মোর কহিবা সন্দেশ।
আচার্য্যের নিকট কহিবা সবিশেষ।

শ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাঞা।
গৌড়ে যাত্রা কৈলা গৌরচন্দ্রে প্রণমিয়া
ক্রমে নবদ্বীপগ্রামে উপনীত হৈল।
শচীমাতার পদে যাঞা দণ্ডবৎ কৈল॥
শ্রীগৌরাঙ্গের দৈন্য উক্তি কৈলা নিবেদন।
শুনি শচী আশিস করয়ে পুন পুন॥
শ্রীজগদানন্দ গৌরের ভক্ত কণ্ঠহার।
শচী মায়ের সেবা কৈলা বিবিধ প্রকার॥
ভক্তগণে কহিলা শ্রীগৌরাঙ্গ সংবাদ।
শুনি শুদ্ধ ভক্তগণের হৈল প্রেমোন্মাদ॥
কেহ কহে হা গৌরাঙ্গ কাহে ন্যাসী হৈলি।
পদছায়া দিয়া কেনে দুঃখে ভাসাইলি॥
কেহ কহে মোর মহাভাগ্য উপজিল।
দয়া করি প্রাণগোরা মোরে সঙরিল॥
ভক্ত বেদে দুখী হঞা পণ্ডিত চলিলা।
শান্তিপুরে যাঞা প্রভুপদে প্রণমিলা॥
প্রভু তারে কৈলা প্রেমে দৃঢ় আলিঙ্গন।
বসিবারে দিলা ঝাট উত্তম আসন॥
গৌরাঙ্গের কুশল পুছে প্রেমে পূর্ণ হঞা
গৌরের তত্ত্ব পণ্ডিত কহে বিবরিয়া॥
এবে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সদা প্রেমোন্মাদ।
ক্ষণে রাধা রাধা বলি করয়ে বিষাদ॥
ক্ষণে কাঁহা প্রাণনাথ বলিয়া গর্জ্জয়।
সেই রবে সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয় দ্রবয়।
শুনি মোর প্রভুর হৈল শুদ্ধ প্রেমোন্মাদ
হা নাথ গৌরাঙ্গ বিনু নাহি অনুবাদ॥
প্রহরেক পরে প্রভু স্তম্ভিত হইলা।
দ্বিতীয় প্রহরে উচ্চ হুঙ্কার করিলা॥
ক্ষণে উচ্চহাস্যে ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন।
প্রকটাপ্রকট মন্ত্র করি উচ্চারণ॥
হেনমতে কত ভাবের হৈল উদ্গম।
মো অধমের তাহা বর্ণিবারে নাহি ক্ষম॥
যাহা দেখি তাহা লিখি না বুঝিনু মর্ম্ম।
যৈছে শুক গীত গায় শিক্ষণের ধর্ম্ম॥
তবে পণ্ডিতেরে প্রভু বহু সৎকার কৈলা।
গৌরগুণ আলাপিয়া নিশি পোহাইলা॥
প্রভাতে জগদানন্দ শ্রীঅদ্বৈত স্থানে।
যাইবারে আজ্ঞা মাগে বিনয় বচনে॥
তরজা প্রহেলী প্রভু কহিলা ইঙ্গিতে।
গৌর বিনু অন্যে তাহা না পারে বুঝিতে॥
প্রভু কহে শ্রীগৌরাঙ্গ মোর প্রাণধন।
তার রাঙ্গা শ্রীচরণে এই নিবেদন॥
বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিছে বাউল॥
শুনি শ্রীজগদানন্দ ঈষৎ হাসিয়া
নীলাচলে যাত্রা কৈল প্রভু সম্ভাষিয়া॥

কতদিনে উপনীত হইলা শ্রীক্ষেত্রে।
গৌরে দেখি প্রেমধারা বহে দুইনেত্রে ॥
অষ্ট অঙ্গে শ্রীচৈতন্যে দণ্ডবৎ কৈলা।
তিঁহ উঠি শ্রীজগদানন্দে আলিঙ্গিলা ॥
তব করযোড়েতে পণ্ডিত ক্রমে বলে।
নদীয়ার ভক্তগণ আছয়ে কুশলে।
শচীমাতার বৎসলতা নিরুপম হয়।
তোমার মঙ্গল লাগি দেবে আরাধয় ॥
সাধুস্থানে আশীর্ব্বাদ লয়ে মাগিয়া।
আশিস করয়ে নিজে উর্দ্ধবাহু হয়া ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার কথা কি কহিমু আর।
তান ভক্তি নিষ্ঠা দেখি হৈনু চমৎকার ॥
শচীমাতার সেবা করেন বিবিধ প্রকারে।
সহস্রেক জনে নারে ঐছে করিবারে ॥

প্রত্যহ প্রত্যুষে গিয়া শচীমাতা সহ।
গঙ্গাস্নান করি আইসেন নিজগৃহ ॥
দিনান্তেহ আর প্রভু না যান বাহিরে।
চন্দ্র-সূর্য্যে তান মুখ দেখিতে না পারে ॥
প্রসাদ লাগিয়া যত ভক্তবৃন্দ যায়।
শ্রীচরণ বিনা মুখ দেখিতে না পায়।
তান কণ্ঠধ্বনি কেহ শুনিতে না পারে।
মুখপদ্ম ম্লান সদা চক্ষে জল ঝরে।
শচীমাতার পাত্র শেষ মাত্র সে ভুঞ্জিয়া।
দেহ রক্ষা করে ঐছে সেবার লাগিয়া।

শচী সেবাকার্য্য ছাড়ি পাইতে অবসর।
বিরলে বসিয়া নাম করে নিরন্তর ॥
হরিনামামৃতে তান মহারুচি হয়।
সাধ্বী শিখামণি শুদ্ধ প্রেমপূর্ণ কায় ॥
তব শ্রীচরণে তাঁর গাঢ় নিষ্ঠা হয়।
তাহান কৃপাতে পাইনু তাঁর পরিচয় ॥
তব রূপ সাম্য চিত্রপট নির্ম্মাইলা।
প্রেমভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা ॥
সেই মূর্ত্তি নিভৃতে করেন সুসেবন।
তব পাদপদ্মে করি আত্মসমর্পণ ॥
তান সদ্‌গুণ শ্রীঅনন্ত কহিতে না পারে।
একমুখে মুঞি কত কহিমু তোমারে ॥
মহাপ্রভু কহে আর না কহ ঐ বাত।
শান্তিপুরে আচার্য্যের কহ সুসংবাদ ॥
প্রভুর মঙ্গল আগে পণ্ডিত কহিলা।
তরজা প্রহেলী তান পরে প্রকাশিলা
তরজা শুনিয়া হাসি কহে শ্রীচৈতন্য।
তাঁর যেই অনুমতি সেই মোর মান্য ॥
এত কহি শ্রীগৌরাঙ্গ স্তম্ভিত হইলা।
১স্বরূপাদি ভক্তগণ তাহানে পুছিলা ॥
কহ মহাপ্রভু এই তরজার অর্থ।
মোরা সভে বুঝিবারে হৈনু অসমর্থ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ কহে সেই অদ্বৈত আচার্য্য।
কৃষ্ণসিদ্ধি কৈলা তিঁহ অলৌকিক কার্য্য॥
তাঁর প্রেম রজ্জু বদ্ধ স্বয়ং ভগবান।
তাঁর ইচ্ছায় কৃষ্ণের অকপট অধিষ্ঠান॥
তাঁর তরজার অর্থ কে বুঝিতে পারে।
তার অর্থ সেই বুঝে আনে নাহি স্ফুরে॥
সাধুগণে কহে তাঁরে দেবতার আর্য্য।
ভক্তি কল্পতরু তিঁহ জগতের পূজ্য॥
শুনি ভক্তগণ মনে লাগে চমৎকার।
সেইদিন হৈতে গোরার হৈল দেশান্তর॥
শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ হৈল উদ্দীপন।
হা নাথ হা কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান মহা ভাবাবেশে।
ত্রাস লাগয়ে ভক্তগণের মানসে॥
একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা হা নাথ বলিয়া॥
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল॥
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা।
গৌরাঙ্গাপ্রকট সবে অনুমান কৈলা।
যদ্যপি চৈতন্যাপ্রকট নহে ভক্তস্থানে।
লোকসিদ্ধ মহাখেদ কৈলা গৌরগণে॥
সেই খেদ রুদ্রবহ্নি মহা তেজীয়ান।
সর্ব্বজীবের পোড়াইল দেহ-মন-প্রাণ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা হয় সমুদ্র পাথার।
অনন্ত বর্ণিতে নারে তার একধার॥
ক্ষুদ্রতম কীট হৈতে মুঞি অতি ক্ষুদ্র।
চিত্তানন্দে কহি পরমাণু সূত্রমাত্র॥
হেথা মোর প্রভু অলৌকিক ভাবাবেশে।
মহাপ্রভুর অপ্রকট বুঝিলা মানসে॥
দিব্যোন্মাদ হৈল প্রভুর নাহি বাহ্যজ্ঞান।
নিমাই নিমাই বলি করয়ে আহ্বান॥
ক্ষণে কহে আহারে নিমাই পুস্তক লইয়া।
গৃহকৃত্য আছে ঝাট যাও পড়াইয়া॥
ক্ষণে কহে তোর জারিজুরি মুঞি জানি।
কার ভাবে গৌর হৈলি কহ দেখি শুনি॥
ক্ষণে কহে নিমাঞি তুঁহু রহ মোর ঘরে।
শচীমায়ের দুঃখ হৈব গেলে দেশান্তরে।

১। স্বরূপ—স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর ক্ষেত্রলীলার অন্তরঙ্গ সঙ্গী নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম পণ্ডিত গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে বিরহান্বিত হইয়া কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ যোগপট্ট না লইয়া নীলাচলে প্রভুর সমীপে গমন করেন। যোগপট্ট না গ্রহণ কারণেই স্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হন।

ক্ষণে কহে গৌর তুহুঁ বিধাতার ধাতা।
কলিযুগে হৈলি নামসংকীর্ত্তনের পিতা॥
কভু কহে ব্রজের বস্তু ব্রজে লুকাইলি।
খুঁজি নাহি পাও একি কর চতুরালী॥
হেনমতে বহুত প্রলাপ ফুকারিল।
বহুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যস্ফুর্ত্তি হৈল॥
হরি হরি বুলি তিঁহ ছাড়য়ে হুঙ্কার।
সভে কহে ব্যাধি এবে হইব অন্তর॥
এই শুদ্ধ মহাভাব কে বুঝিতে পারে।
শুদ্ধ ভক্তগণ মাত্র বুঝয়ে অন্তরে॥
মুঞি ক্ষুদ্রতম কীটের নাহি জ্ঞানাভাস।
যে দেখিনু তার সূত্র করিনু প্রকাশ॥
একদিন সীতানাথ বসি বহির্দ্বারে।
হরেকৃষ্ণ নাম ডাকে আনন্দ অন্তরে॥
ক্ষেত্রবাসী ভক্ত এক তথায় আইলা।
দেখি প্রভু সমাদরে তারে বসাইলা॥
লোকাচার মতে তেহোঁ অশ্রু বিমোচিয়া।
গৌরাঙ্গের কুশল পুছে অতি ব্যগ্র হঞা॥
শ্রীবৈষ্ণব কহে জানোঁ চৈতন্যের সংবাদ।
অপ্রকট হৈলা তিঁহো হঞাছে প্রবাদ॥
তাহা শুনি দেখে প্রভু সর্ব্ব শূন্যায়িত।
বুঝিনু বুঝিনু বৈলা হইলা মূর্চ্ছিত॥
বহুক্ষণ পরে তেঁহো পাইলা চেতন।
কত ভাব হৈল প্রভুর না যায় বর্ণন॥
ক্ষণে স্তম্ভ ক্ষণে হুঙ্কার ক্ষণে গড়াগড়ি।
ক্ষণে গোরা গোরা বুলি কান্দয়ে ফুকারি॥
ক্রন্দন শুনিয়া তহি সীতামাতা আইলা।
কারণ শুনিয়া তিঁহো মূর্চ্ছিত হইলা॥
বহুক্ষণে সীতাদেবী পাইয়া চৈতন্য।
ফুকারিয়া কান্দে বহু বলিয়া চৈতন্য॥
শ্রীঅচ্যুত কান্দে আর কান্দে কৃষ্ণদাস।
শ্রীগোপালদাস কান্দে হইয়া হতাশ॥
সীতার নন্দন মধ্যে এ তিন প্রধান।
শুদ্ধভক্ত হয় তিনের গৌরগত প্রাণ॥
তা সভার বিলাপ বর্ণিতে নাহি ক্ষম।
সূত্র পরমাণু মাত্র করিনু বর্ণন॥
দিবারাত্র গেল প্রভু নাহি বাহ্যাভাস।
সপরিবারে আচার্য্য কৈলা উপবাস॥
পরদিনে প্রভু মহামহোৎসব কৈলা।
বহু দ্বিজ শ্রীবৈষ্ণবে সেবা করাইলা॥
শত শত দরিদ্রেরে কৈলা অন্নদান।
বস্ত্র কৌড়ি দান কৈলা পর্ব্বত প্রমাণ॥
হরি সংকীর্ত্তন সুধা শুদ্ধ গঙ্গানীরে।
শান্তিপুর ভাসি গেল প্রেমার্য্যসাগরে॥
তার তরঙ্গেতে কত গ্রামবাসীজন।
সপরিবারেতে কৈলা স্নানাবগাহন॥
সেইদিন হৈতে প্রভু মহাযোগেশ্বর।
শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ ধ্যান করে নিরন্তর॥
স্বপ্নে মহাপ্রভু আসি কহে অদ্বৈতেরে।
মো বিচ্ছেদে নাঢ়া দুঃখ না ভাব অন্তরে

তো প্রেমাকর্ষণে মুঞি আইনু তোর
ঘরে।
কৃষ্ণমিশ্রের পুত্ররূপে দেখিবা আমারে॥
প্রভু নিত্যানন্দ চাঁদে দিনকত পরে।
কৃষ্ণমিশ্রের পুত্ররূপে পাইবা নিজঘরে।
তব প্রাণ-প্রিয়তম পুত্র কৃষ্ণদাস
যাহার হৃদয়ে মোর সর্ব্বদা বিলাস।
যেই নিত্যভক্ত মোর নিযুক্ত সেবাতে।
পুন প্রকট হৈমু তার বাঞ্ছা পূরাইতে॥
অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখি প্রভুর বিস্ময়।
সেই দিনে কৃষ্ণমিশ্রের হইল তনয়॥
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিকৃতি ভুবনমোহন।
রূপ দেখি হৈলা প্রভু প্রেমেতে মগন॥
রঘুনাথ নাম তান তিঁহ প্রেমাকর।
গৌরগুণ শুনি যার বহে অশ্রুধার॥
তবে যথাকালে কৃষ্ণের দোলপূর্ণিমায়।
কৃষ্ণমিশ্র প্রভুর হৈল দ্বিতীয় তনয়॥
নিত্যানন্দের প্রতিকৃতি দয়ার সাগর।
গৌরাঙ্গ মহিমা সেই কহে নিরন্তর॥
শ্রীদোলগোবিন্দ নাম প্রভু তার থুইলা।
শুনি ভক্তগণ প্রেমে হরিধ্বনি কৈলা॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত ডাকি পুত্রগণে।
নির্জ্জনে কহয়ে অতি মধুর বচনে॥
অহে বৎসগণ সভে স্থির কর মন।
গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সার করহ শ্রবণ॥
সন্ধ্যাবন্দনা আর পঞ্চ মহাযজ্ঞ।
যেইজন করে নিত্য সেই মহাবিজ্ঞ॥
পরদার পরধনে লোভ ন করিবা।
ইথে ইহ পরকালে যাতনা পাইবা॥
জীবমাত্রে দয়া রাখি না করিহ হিংসা।
নিন্দা না করিহ সাধুর করিহ প্রশংসা॥
গৃহাঙ্গনে শ্রীতুলসী করিবে স্থাপন।
তুলসী বিহনে গৃহ শ্মশানের সম॥
নিতি হরি সংকীর্ত্তন হয় সর্ব্বোত্তম।
পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইথে পলায় শমন॥
অপরাধ খণ্ডে নিত্য সাধুসঙ্গ হয়।
কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় নাহিক সংশয়॥
আর এক কথা মোর স্মরণ রাখিবা।
আত্মসুখ লাগি কোন কর্ম্ম না করিবা॥
কৃষ্ণসেবা লাগি যদি সংসার করয়।
কর্ম্ম-জন্য পাপ পুণ্য ভাগী নহি হয়॥
কাম্যকর্ম্মে বিষয় বাসনা ক্রমে বাড়ে।
সেই সূত্রে সংসারে জীব গতাগতি
করে॥
অতএব কাম্যকর্ম্ম সর্ব্বদা ত্যজিবে।
কৃষ্ণার্থ করিলে কর্ম্ম অভীষ্ট পূরিবে॥
হেনমতে বহুবিধ উপদেশ দিলা।
শুনি শ্রীঅচ্যুত আদি আনন্দিত হৈলা॥
শ্রীঅচ্যুত কৃষ্ণমিশ্র আর গোপালদাস।
এ তিনের কৃষ্ণসেবায় সতত উল্লাস॥
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবেতে সদা গাঢ় অনুরাগ।
শ্রীঅচ্যুতের সংসারেতে সম্পূর্ণ
বিরাগ॥

প্রভু আজ্ঞায় প্রেমগঙ্গার কল্লোল
বাঢ়িল।
নানা উপচারে কৃষ্ণের সেবা আরম্ভিল॥
যদ্যপি এই তিনের হয় কৃষ্ণৈকান্ত মন।
কৃষ্ণমিশ্রে সেবা দিতে প্রভুর হৈল মন॥
আশ্রমী শ্রীকৃষ্ণমিশ্র শুদ্ধ ভক্তিমান।
কৃষ্ণসেবায় যোগ্য পাত্র করি অনুমান॥

অচ্যুতের প্রতি কহে লাভার নন্দন।
শুন বাছা শ্রীঅচ্যুত আমার বচন॥
তুমি মোর জ্যেষ্ঠপুত্র বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
তোমা হেন পুত্র পাঞা হৈনু মুঞি ধন্য॥
পরম পবিত্র তুহুঁ শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
ধার্ম্মিকের শিরোমণি অতি শুদ্ধমতি॥

বাল্যকাল হৈতে তুমি সংসারে বিরক্ত।
পরম বৈরাগ্যধনে সদা অনুরক্ত॥
তেঞি দার পরিগ্রহে হইয়া বিমুখ।
তুচ্ছ কৈলা জীবপ্রিয় বাহ্যেন্দ্রিয় সুখ॥
অতএব শ্রীবিগ্রহের সেবাধিক ক্রিয়া।
তোমা হইতে না চলিবে দেখিনু
বুঝিয়া॥

কৃষ্ণদাসমিশ্র এই তোমার কনিষ্ঠ।
দেব-দ্বিজ অনুরক্ত বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ॥
সুপণ্ডিত শুদ্ধবুদ্ধি ভক্তির ভাণ্ডারী।
প্রেমিকের শিখামণি সদা শুদ্ধাচারী॥

মোর মতগ্রাহী সদা মোর অনুগত।
গৌরগত প্রাণ তেঞি গৌরপ্রিয়পাত্র॥
বিবাহ করিয়া তাহে হঞাছে আশ্রমী।
মোর মতে তারে কৃষ্ণসেবার যোগ্য
মানি॥
বিশেষতঃ কৃষ্ণদাসের পুত্র দুইজন।
পরম ধার্ম্মিক শ্রীগৌরাঙ্গ-পরায়ণ॥

জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ ছোট শ্রীদোলগোবিন্দ।
শ্রীকৃষ্ণসেবনে দোঁহার পরম আনন্দ॥
একদিন শ্রীমান রঘুনাথ কহে মোরে।
বেদব্যাস বাক্য স্থির রহে কি প্রকারে॥
কলিকালে চৌরাশি নরক হৈল পূর্ণ।
সেই পথ রুদ্ধ কৈলা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য॥
হরিনাম মহামন্ত্রে উদ্ধারিলা জীবে।
কহ শুনি কৈছে জীবের নরক পূরিবে॥

শুনি শ্রীদোলগোবিন্দ কহিলা হাসিয়া।
পূর্ণ হৈব গৌরদ্বেষী পাপী সভ দিয়া॥
ঐছে বাত শুনি মোর হৈল চমৎকার।
সেই হৈতে জানি দুহু দেব অবতার॥

ধন্য কৃষ্ণদাস মোর ধন্য তার পুত্র।
শ্রীমদনগোপাল সেবার যোগ্য পাত্র॥
সেই মোর আত্মীয় গৌরাঙ্গ ভজে যেই।
মোর প্রাণধন সেবার অধিকারী সেই॥
অতএব কৃষ্ণমিশ্রে এই সেবা ভার।
অর্পণ করিতে চাও কি ইচ্ছা তোমার॥

শুনি হর্ষে শ্রীঅচ্যুত কহে যোড়করে।
যে আজ্ঞা করিলা ঐছে মোর মনে ধরে॥
তবে শ্রীঅদ্বৈত কহে কৃষ্ণমিশ্র প্রতি।
মদনগোপাল হয় মোর প্রাণপতি॥
ভক্তিভাবে নিতি তানে করিহ সেবন।
বহির্মুখে নাহি দিবা করিতে পূজন॥
নাস্তিক পাষণ্ডগণে বহির্মুখ জানি।
সন্ন্যাসী অদ্বৈতবাদী আর যোগী জ্ঞানী॥
ভুক্তিমুক্তি অভিলাষী ভক্তি বাঞ্ছাহীনে।
কৃষ্ণ বহির্মুখ মানি অবৈষ্ণব জনে॥
বৈষ্ণবের মধ্যে যেই সম্প্রদায় হীনে।
সম্প্রদায়ী মধ্যে যেই গৌরাঙ্গ না মানে॥
কৃষ্ণ বহির্মুখ সেই করিমু নির্য্যাস।
আর এক কথা মোর শুন কৃষ্ণদাস॥
মোর নিজগণ মধ্যে দুর্ম্মতি যাহারা।
মোর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে নাহি মানে গোরা॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মোর প্রভু মুঞি তাঁর দাস।
তাঁর শ্রীচরণরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
গোরা মোর প্রাণপতি গোরা মোর পূজ্য।
সে গৌরাঙ্গ যে না মানে সেই মোর ত্যাজ্য॥
কৃষ্ণ বহির্মুখ সেই সব নীচ হয়।
শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সেবায় যোগ্য কভু নয়।
পিতৃ সদ্ধর্ম্মের রক্ষা করে যেইজন।
সেই সে যথার্থ পুত্র বেদের বচন॥
এত কহি শ্রীমদন-গোপাল বিগ্রহ।
কৃষ্ণমিশ্রে সমর্পিলা করিয়া আগ্রহ॥
কৃষ্ণসেবা পাঞা কৃষ্ণমিশ্র প্রেমানন্দে।
দণ্ডবৎ কৈলা প্রভুর চরণারবিন্দে॥
দৈন্যস্তুতি করি মাতৃপদে প্রণমিলা।
সীতাদ্বৈত দোঁহে তাঁরে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
শ্রীঅচ্যুতে তবে প্রণমিলা দৈন্য করি।
অচ্যুত কহে তুয়া ভাগ্যের যাঙ বলিহারি॥
কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল তুঁহে দয়া করিবারে।
সেই ইচ্ছা প্রকাশিলা আত্মভক্ত দ্বারে॥
যৈছে ব্রহ্মাদ্বারে কৃষ্ণ বেদ প্রকটিলা।
এত কহি তিঁহ কৃষ্ণমিশ্রে আলিঙ্গিলা॥
গোপাল কহে কৃষ্ণ হয় বড় দয়াবান্।
তুঁহে কৃপা করি বংশের করিব কল্যাণ॥
যৈছে বৃক্ষের মূলে জল করিলে সেচন।
শাখা পল্লবাদির হয় সুখের উদ্গম।
অহো ভাগ্যে বুলি কৃষ্ণমিশ্রে প্রণমিলা।
কৃষ্ণমিশ্রে তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥

তাহে আর আচার্য্যসুত প্রভু বলরাম।
আর প্রভু জগদীশ মহা তেজীয়ান।
রোষাবেশে নিজগণ লৈঞা যুক্তি করি।
এক কৃষ্ণমূর্ত্তি আনাইলা যত্ন করি।
অভিষেক করি সেই মূর্ত্তি স্থাপিলা।
আপনার গণ লঞা মহোৎসব কৈলা॥

শ্রীঅদ্বৈতের লীলা হয় সমুদ্র দুস্পার।
তান সূত্র বিন্দুমাত্র করিনু প্রচার॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥
ইতি অদ্বৈত প্রকাশে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—•—

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় সীতানাথ।
জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
মহাপ্রভুর অপ্রকটে প্রভু দুইজন।
বিরহে আকুল হঞা করেন ক্রন্দন।
যে সকল দশা চক্ষে করিনু দর্শন।
মুঞি ছার কীট তাহা লিখিতে অক্ষম।
কৃষ্ণ বিনু যৈছে দশা ব্রজগোপীকার।
তৈছে দশা দোঁহাকার স্ফুরে অনিবার।
কভু উপবাসী রহে কভু কিছু খান।
কভু দুই চারিদিনে করে জলপান॥
বিরহে বিরশ তনু কভু নাহি স্ফুরে।
হা গৌরাঙ্গ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
এক দিবসেরে করে শতযুগ জ্ঞান।
দোঁহাকার দশা দেখি গলয়ে পরাণ॥
কেবল গৌরাঙ্গ নাম উল্লাস অন্তর।
হেনমতে গত হৈল অষ্টম বৎসর॥

একদিন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।
গৌরগুণ স্মরি প্রেমে হইলা অধৈর্য্য।
হেনকালে পত্রী আইল খড়দহ হৈতে।
লিখিলা শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্যে যাইতে॥
পত্রী পাঞা শ্রীঅদ্বৈত হই ত্বরান্বিত।
নিত্যানন্দ পুরে গিয়া হৈলা উপনীত।
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতের শুভ সম্মিলনে।
মহানন্দে পরস্পর কৈল আলিঙ্গনে॥
দুহুঁ দোঁহা দেখি হঞা প্রেমেতে মগন।
গোরা বুলি ফুকারিয়া করয়ে ক্রন্দন॥
কতক্ষণে দোঁহাকার বাহ্যস্ফুর্ত্তি হৈলা।
তবে দোঁহে একাসনে নির্জ্জনে বসিলা।
ক্রমে সপ্তরাত্রি দুঁহে বসিয়া নির্জ্জনে
কিবা কথাবার্ত্তা কহে কেহ নাহি জানে॥
অষ্টম দিবসে শ্রীঅদ্বৈত মহারঙ্গে
গৌরগুণ কীর্ত্তন করয়ে ভক্তসঙ্গে॥

মধ্যে নাচে নিত্যানন্দ প্রেমে,
আগোয়ান।
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম করিয়া ধেয়ান॥
যতেক মোহান্ত প্রেমে বাহ্য পাশরিলা।
অলক্ষ্যেতে নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান হৈলা॥
বাহ্যস্ফুর্ত্তি পাই যত মহান্তের গণ।
নিত্যানন্দে না দেখিয়া করে অন্বেষণ।
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাত প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর
বুঝিলা শ্রীনিত্যানন্দ হৈলা অগোচর॥
হাহাকার করি বুলে যৈছে উনমাদ।
কহ কি লাগিয়া কৈলা ঐছে পরমাদ॥
একে মুঞি গোরাচাঁদের বিষয়
বিচ্ছেদে।
মৃতপ্রায় হঞা আছি মনের বিষাদে॥
তবু ছিনু বাঁচিয়া তোমার মুখ চাই।
তুমিহ ছাড়িলা যদি এবে কাঁহা যাই॥
ঐছে এত কহি প্রভু বিলাপ করিল।
তার একবিন্দু মুঞি লিখিতে নারিল॥
নিত্যানন্দের অপ্রকট জানি ভক্তগণ।
কাঁহা নিত্যানন্দ বুলি করয়ে ক্রন্দন॥
কান্দি প্রভু বীরভদ্র ধূলায় লোটায়।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সভাকারে প্রবোধয়॥
মহামহোৎসবের উদ্যোগ করাইলা।
যাঁহা যাহা ভক্ত তাঁহা পাতি পাঠাইলা॥
যথাকালে আইলা যত মহান্তের গণ।
খড়দহে হৈল পুন হর্ষ উদ্দীপন॥

মহোৎসব দিনে করি স্নান সমাপন।
সভে মিলি আরম্ভিলা মহা-সংকীর্ত্তন॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চতুর্দশ মাদল।
শত শত বাজে সুমধুর করতাল॥
প্রতি সম্প্রদায়ে নাচে এক একজন।
সর্ব্ব সম্প্রদায়ে নাচে কুবের নন্দন॥
যৈছে সেই কীর্ত্তন নয়ন প্রত্যক্ষ করিনু।
বাহুল্যের ভয়ে তৈছে লিখিতে নারিনু॥
সংকীর্ত্তন অন্তে যত শ্রীবৈষ্ণবগণ।
গৌরাঙ্গের লীলারস করে আস্বাদন॥
তবে প্রভু বীরভদ্র স্থান উপস্করি।
একস্থানে তিন ঠাঁই কৈলা যত্ন করি॥
তিন ভোগ সাজাইয়া তাঁহাহি রাখিলা।
তবে শ্রীঅদ্বৈত স্থানে কহিতে লাগিলা॥
মোর এক অভিলাষ কহি তব ঠাঁঞি।
বালকের বাঞ্ছা পূর্ণ করহ গোসাঞি॥
যৈছে মহাপ্রভুর আর প্রভু দুইজনে।
একত্রে বসিয়া পূর্ব্বে করিলা ভোজনে॥
তৈছে আজি কর মোর গৃহেতে
ভোজন।
দেখিয়া সফল হোক এ ছার নয়ন॥
ভাব বলি সকল মহান্ত সায় দিলা।
ভোগ লাগাইতে তবে মোর প্রভু
গেলা॥

পহিলে শ্রীমহাপ্রভুর ভোগ লাগাইলা।
তাহান দক্ষিণে নিত্যানন্দের ভোগ দিলা॥
গৌরাঙ্গের বামে প্রভু বসিলা আপনে।
দেখি হরিধ্বনি করে শ্রীবৈষ্ণব গণে।
ভোজন আরতি করে প্রভু বীরচন্দ্র।
ধুপ-দীপ জ্বালি নেহারয়ে মুখচন্দ্র।
নব অনুরাগে যত মোহান্তের গণ।
গৌরাঙ্গের ভোজনারতি করয়ে কীর্ত্তন॥
কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা আনন্দের কন্দ।
তাহা সব বর্ণিতে না পারো মুঞি ভাগ্য মন্দ॥
সভা মধ্যে বীরভদ্র বাহু তুলি বলে।
মোর এক কথা শুন বৈষ্ণব সকলে।
যেবা কেহ করিবেক অন্ন মহোৎসবে।
ঐছে আগে তিন প্রভুর ভোগ লাগাইবে।
পরে সেই মহাপ্রসাদ লইয়া যতনে।
সমর্পিবে সাধু দ্বিজ বৈষ্ণবের গণে।
তিন প্রভু ভোজনে হয় মহাযজ্ঞ পূর্ণ।
তিন প্রভুর ভোজনে হয় ভদ্রাসন ধন্য।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোসাঞি।
তিনে এক একে তিন ভিন্ন ভেদ নাই।
তিনে ভেদ বুদ্ধি করিবেক যেইজন।
কভু সেই না পাইবে চৈতন্য চরণ॥
গৌরকৃপা বিনু প্রেমভক্তি না লভিবে।
এ হেন দুর্লভ জন্ম বিফলে যাইবে।
যে উৎসবে তিন প্রভুর ভোগ না লাগিবে।
দক্ষযজ্ঞ সম তার যজ্ঞ না পূরিবে।
অন্নদান ফললাভ নারিবে করিতে।
সর্ব্বনাশ হৈবে যজ্ঞ যাইবে অধঃপাতে।
পরকালে হৈব তার নরকে বসতি।
চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে না পাইবে অব্যাহতি।
বীরচন্দ্রের মুখে তেন বাক্য শুনি সবে।
তথাস্তু তথাস্তু কহে সকল বৈষ্ণবে॥
তবে উঠিলেন প্রভু করিয়া ভোজন।
আচমন করি কৈলা তাম্বুল সেবন।
তবে বীরভদ্র প্রভু হরষিত হঞা।
সেই মহাপ্রসাদান্ন দিলা বিবর্ত্তিয়া।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু মহান্তাদি যত।
মহাপ্রসাদ পাঞা সভে মানিলা কৃতার্থ।
উৎসব অন্তে বীরচন্দ্র প্রভুর আজ্ঞা পাঞা।
পশারের উদ্যোগ করিলা হর্ষ হঞা॥

হরিদ্রা মিশ্রিত দধি নবীন হাণ্ডীতে।
শোভা করে নব আম্রপল্লব তাহাতে॥
নূতন বস্ত্রেতে তাহা করি আচ্ছাদন।
অদ্বৈতের আগে তিঁহ করিলা স্থাপন॥
মোর প্রভুর আজ্ঞামতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
পশার করিলা করি কীর্ত্তন আনন্দ॥
দধিমঙ্গল করি যত শ্রীগৌরাঙ্গের গণ।
গোকুলীয়া গোপভাবে করয়ে নর্ত্তন॥
যে আনন্দ হৈল তাহার কূল নাহি দেখি।
আত্মশোধিবারে সূত্র লবমাত্র লিখি॥
উৎসবান্তে ভক্তগণ নিজস্থানে গেলা।
মো সভারে লঞা প্রভু শান্তিপুরে আইলা॥
নিজঘরে আসি প্রভু বিষাদিত মনে।
আন বোল নাহি মুখে হরেকৃষ্ণ বিনে॥
একদিন মুঞি কীট প্রভু আজ্ঞাদ্বারে।
নবদ্বীপের তত্ত্ব জানি আইনু শান্তিপুরে॥
প্রভুপদে কৈনু দণ্ডবৎ নমস্কার।
প্রভু কহে ঈশান দাস কহ সমাচার॥
মুঞি কহিলাঙ নবদ্বীপবাসী গণ।
গৌরাঙ্গাপ্রকটে সভার সুদুঃখিত মন॥
ভাগ্যে পণ্ডিত দামোদরে পাইনু দর্শন।
তিহোঁ কহে কাঁহা ইহা কৈলা আগমন॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচীদেবীর অন্তর্দ্ধানে।
ভক্তদ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈল স্বেচ্ছাক্রমে॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শনে।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে॥
প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা।
হরিনাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখয়।
হেনমতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥
জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুলমাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া।
অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিয়া॥
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে।
বজ্রাঘাত সম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভাবিনু মাতারে কৈছে পাইমু দর্শন॥
হেনকালে আইলা তঁহা ১দাস গদাধর
শ্রীরামপণ্ডিত আদি ভকত প্রবর।

১। দাস গদাধর—দাস গদাধরের শ্রীপাট আড়িয়াদহ তাহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৫৪/১৫৫ শ্লোকের বর্ণন—

রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরাস্থিতা।
সাত্ত গৌরাঙ্গ নিকটে দাসবংশ গদাধরঃ।

প্রসাদ লইতে সভে দামোদর সনে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিলা সজল নয়নে॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার আজ্ঞা অনুসারে
মো অধমে লঞা পণ্ডিত গেলা অন্তঃপুরে॥
যাঞা দেখি কাণ্ডা পটে মায়ের অঙ্গ ঢাকা।
কোটিভাগ্যে শ্রীচরণমাত্র পাইনু দেখা॥
ভক্তকৃপা লবে কিঞ্চিৎ পাইনু প্রসাদ।
কৃতার্থ হইনু মনের ঘুচিল বিষাদ॥
যে কষ্ট সহেন মাতা কি কহিমু আর।
অলৌকিক শক্তি বিনা ঐছে সাধ্য কার॥
তাহা শুনি মোর প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
কৃষ্ণ ইচ্ছা মানি করে খেদ সম্বরণ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার দশা চক্ষে যে দেখিনু।
কহিতে পরাণ ফাটে লিখিতে নারিনু॥
তবে কিছুদিন পরে প্রভু সীতানাথ।
শ্রীঅঙ্গনে বসি পড়ে শ্রীমদ্ভাগবত॥
হেনকালে এক শুদ্ধ বৈষ্ণব আইলা।
প্রভুর আগে তিঁহো অষ্ট অঙ্গে প্রণমিলা॥
প্রভু তারে কহে এবে কাঁহা হৈতে আইলা।
তিহোঁ কহে প্রভু বীরভদ্র পাঠাইলা॥
বিংশতি বৎসর তান বয়স এখনে।
অদীক্ষিত আছেন গুরু যোগ্য পাত্র বিনে॥
তেঞি তব স্থানে মন্ত্র লইবার আশে।
নৌকাযোগে তিহোঁ আসিতেছে প্রেমাবেশে॥

পূর্ণানন্দ ব্রজেযাসীদ্বলদেব প্রিয়াগ্রনী।
সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরং॥

শ্রীরাধার বিভূতি চন্দ্রকান্তি সখিও বলদেবের প্রিয়াগনী পূর্ণানন্দা একত্রে মিলনেই দাস গদাধরের আবির্ভাব। শেষ জীবনে কাটোয়ায় বাস করেন বলিয়া অনুমেত হয়। যেহেতু কাটোয়ায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। তাঁরই শিষ্য বিদ্যানন্দ পণ্ডিত কাটোয়ায় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সেবা স্থাপন করেন।

প্রভু কহে বীরের এই বুদ্ধি নহে শুদ্ধ।
ইহা তার নিজগণের সম্মতি বিরুদ্ধ।
মোর কথা বুঝাইয়া কহ যাঞা বীরে।
জাহ্নবা মাতার স্থানে মন্ত্র লইবারে॥
তাহা শুনি শ্রীবৈষ্ণব খড়দহে গেলা।
জাহ্নবার স্থানে প্রভুর আজ্ঞা নিবেদিলা
শুনি শ্রীজাহ্নবা এক সাধু পাঠাইলা।
ফিরাইয়া আনি বীরে দীক্ষিত করিলা॥
এবে শুন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধান।
যে কথা লিখিতে মোর ফাটয়ে পরাণ॥
একদিন প্রভুর হৈল মহাভাবাবেশ।
কাঁহা নিমাই বলি বুলে করিয়া উদ্দেশ॥
বহুক্ষণে আচার্য্যের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল।
তবে নিজ প্রিয় পুত্রগণে বোলাইল॥
প্রভু কহে মোর দুঃখ শুন বৎসগণ
মোর দুষ্টগণে করে গৌরাঙ্গ নিন্দন॥
ইহা মোর পরাণে নাহিক সহ্য হয়।
তার প্রায়শ্চিত্তে দেহ ত্যজিমু নিশ্চয়॥
অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্তগণে।
মোর আজ্ঞা জানাইয়া আনহ এখানে।
এত কহি মোর প্রভু হইলা স্তম্ভিত।
ঝাট সর্ব্বস্থানে তত্ত্ব দিলা শ্রীঅচ্যুত॥
প্রভুর আজ্ঞা পাতি পাঞা প্রভু বীরচন্দ্র।
শান্তিপুরে আসিলেন লঞা ভক্তবৃন্দ॥
অম্বিকা হইতে আইলা পণ্ডিত গৌরীদাস।
নবদ্বীপের ভক্ত যত আইলা প্রভুর পাশ॥
ভক্তগণ লঞা আইলা সরকার ঠাকুর।
পণ্ডিতপ্রবর আইলা ১কবি কর্ণপুর॥
শ্যামদাস বিষ্ণুদাস শ্রীযদুনন্দন।
আর যত অদ্বৈতের প্রিয় শিষ্যগণ॥
শান্তিপুরে আসি সভে প্রভুর চরণে।
অষ্ট অঙ্গে প্রণমিয়া করিলা স্তবনে॥
প্রভু কহে তোরা সভে মোর প্রিয়তম।
মোর এক বাক্য সত্য করিহ পালন॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ আর ধর্ম্ম।
যথাসাধ্য প্রচারিয়া এই মোর মর্ম্ম॥
শ্রীগৌরাঙ্গদ্বেষী যত পাষণ্ডী অসভ্য।
তা সভার সঙ্গ ত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য॥
এবে তোরা সভে করি গৌর সংকীর্ত্তন।
মোর চির মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ॥
শুনি সর্ব্বভক্তগণের প্রেম উপজিল।
গৌর নাম গুণ সংকীর্ত্তন আরম্ভিল॥
শ্রীঅচ্যুত কৃষ্ণমিশ্র গোপাল ঠাকুর।
প্রভু বীরচন্দ্র নরহরি রসপুর॥
গৌরীদাস পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
সাতজনে নৃত্য করে অতি মনোহর॥
গৌরগুণ শুনি প্রভুর প্রেম উথলিল।
সংকীর্ত্তন মধ্যে আসি নাচিতে লাগিল॥

ক্রম সংকীর্ত্তন সিন্ধুর তরঙ্গ বাড়িলা।
মহাভাবে শ্রীঅদ্বৈত তাহাতে ডুবিলা॥
স্তম্ভ আদি রত্ন প্রভু সর্ব্বাঙ্গে পরিলা।
কাঁহা প্রাণগোরা বলি কান্দিতে লাগিলা॥
প্রভুর অদ্ভুত ভাব জীবে না সম্ভবে।
প্রভুরে ঘিরিয়া প্রেমে কান্দে ভক্ত সবে॥
তবে প্রভু কহে এই পাইনু গৌরাঙ্গ।
কদম্ব কুসুম সম হৈল তান অঙ্গ॥
হঠাৎ মদনগোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।
প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর হইলা॥
প্রভু চাহি ভক্তগণ ইতি উতি ধায়।
তানে নাহি পাঞা কান্দি ধূলায় লোটায়॥
শ্রীঅচ্যুত বুঝি শ্রীঅদ্বৈত অন্তর্দ্ধানে।
ফুকারিয়া কান্দি কহে সর্ব্ব গৌরগণে॥
গৌর প্রেম কল্পবৃক্ষের এক স্কন্ধ ছিল।
তাহে গৌরের অপ্রকট সম্পূর্ণ নহিল॥
আজি সে গৌরলীলা হৈল সমাধান।
শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ কান্দে অবিশ্রাম॥
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা নিত্যানন্দ।
হায় ভক্ত অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥
এই বোল বিনু সভার মুখে নাহি আন
সেই বেদে সত্য সত্য গলয়ে পরাণ।
দিবারাত্রি গেল কার নাহি বাহ্যজ্ঞান।
দ্বিতীয় দিবসে সবে কৈলা গঙ্গাস্নান।

শ্রীঅচ্যুত প্রভু মহামহোৎসব কৈলা।
মহাপ্রসাদ পাঞা সভে নিজস্থানে গেলা॥
সওয়া শতবর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥
সে লীলা অমিয়সিন্ধু দুর্গম্য দুষ্পার।
অনন্ত না পায় অন্ত মুঞি কোন ছার॥
আত্ম শোধিবারে এই দুঃসাহস কৈনু।
লীলাসিন্ধুর একবিন্দু ছুঁইতে নারিনু॥
বিদ্যা-বুদ্ধি নাহি মোর কৈছে গ্রন্থ লিখি।
কি লিখিতে কি লিখিনু ধরম তার সাথী॥
লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র।
যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥
যে পড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস মুখে।
পদ্মনাভ শ্যামদাস যে কহিলা মোকে॥
পাশচক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন।
প্রভু আজ্ঞামতে তাহা করিনু গ্রন্থন॥
চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥
শ্রীধাম লাউড়ে মুঞি আইনু যে কারণে।
সংক্ষেপে সে দৃঢ়তত্ত্ব কহি সাধুস্থানে॥
একদিন প্রভু মোরে কহে সংগোপনে।
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ আর সহেনা পরাণে॥

ঝাট মুঞি জীবলোকের হৈমু অগোচর।
গৌরনাম গৌরগুণ কহ নিরন্তর।
আর এক কথা কহি শুন সাবধানে।
তুঞি মোর প্রিয়শিষ্য আত্মজ সমানে।
মোর অগোচরে দুঃখ না ভাবিহ মনে।
গৌরনাম প্রচারিহ মোর জন্মস্থানে।
এই মোর আজ্ঞা সত্য করিহ পালন।
এত কহি কৈলা প্রভু মৌনাবলম্বন।
মুঞি ভাবো যদি গুরু আজ্ঞা রক্ষা হয়।
তবে মোর জন্ম-কর্ম্ম সফল নিশ্চয়।
তবে প্রভুর অন্তর্দ্ধানে সীতাঠাকুরাণী।
কি ভাবি এই আদেশিলা কিছু নাহি জানি।
অরে ঈশানদাস তোরে করি বড় স্নেহ।
মোর তুষ্টি হয় তুই করিলে বিবাহ।
মুঞি কহিলাঙ মাতা বুঝি আজ্ঞা কর।
এই আজ্ঞা পালিতে নাহিক সাধ্য মোর।
সপ্ততি বৎসর প্রায় মোর বয়ঃক্রম।
ইথে কোন দ্বিজ কন্যা করিবে অর্পণ।
মাতা কহে কৃষ্ণ সদা ভক্তবাঞ্ছা পূরে।
তেঞি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু নাম ধরে।
পূর্ব্বদেশে যাহ শ্রীজগদানন্দ সনে।
বিয়া করাইবে ইঁহো করিয়া যতনে।
তাঁহা গৌর গৌর-মর্ম্ম করিয়া প্রচার।
তাহে বহু জীবগন হইবে নিস্তার।
তোহার সন্ততি হৈব মহাভাগবত।
হরিনাম দিয়া জীব করিবেক মুক্ত।
শিরে ধরি এই সীতামাতার আদেশ।
জগদানন্দ রায় সঙ্গে আইনু পূর্ব্বদেশ।
বংশরক্ষা করি প্রভুর আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইনু মুঝি শ্রীধাম লউড়ে।
ইহাঁ রহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন।
গুরু-আজ্ঞা মাত্র মুঞি করিনু রক্ষণ।
সূত্রমাত্র লিখিনু মুঞি ঐছে আজ্ঞা মতে।
ইথে কিছু দোষ গুন নারহু আমাতে।
এই ভিক্ষা মাগোঁ শ্রোতা বৈষ্ণবচরণে।
মো অধমের অপরাধ ক্ষম নিজগুণে।
মুঞি অতিবৃদ্ধ মোর নাহি কিছু জ্ঞান।
শ্রীচৈতন্য পদে গ্রন্থ কৈমু সম্প্রদান।
মোর যাহা সাধ্য তাহা করিনু লিখন।
দয়া করি শোধন করিবে সাধুগণ।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের শ্রীচরণ সার।
সবাকার পদে মোর কোটি নমস্কার।
এই তিন একবস্তু ভিন্নমাত্র কায়।
জীব নিস্তারিতে নানারূপে প্রকটয়।
কুণ্ডল হারাতে যৈছে দৃশ্য রূপান্তর।
স্বর্ণ এক কারণ তাহা জীবের গোচর।

এই তিন হয় দয়াসিন্ধু অবতরী।
এই তিনের পদে মোর ভবপারের তরী।
এই তিনের পদে মোর এই নিবেদন।
মহা অপরাধী মুঞি না যায় গণন॥
নিজগুণে অপরাধ করহ মার্জ্জন।
পতিত-পাবন নাম কর প্রকটন॥
মো সম পতিত আর ত্রিজগতে নাই।
অন্তে যেন পাঙ রাঙ্গা শ্রীচরণে ঠাঁই॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত-প্রকাশ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাপ্রভু শচীসুত শ্রীগৌর-গোবিন্দ।
তাঁর স্কন্ধ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ॥
এই তিন এক আত্মা মোর প্রাণধন।
এই তিনের পদে সদা রহু মোর মন॥

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রেভ্যো নমঃ।

॥ সমাপ্ত ॥

শ্রীঅদ্বৈত মহিমা

(১)

পঃ কঃ তঃ—৪/২৪/১ পদ—শ্রীরাগ

অদ্বৈত বন্দিব শিরে যে আনিল ধীরে ধীরে মহাপ্রভু অবনী মাঝার।
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে নিত্যানন্দ চাঁদ সখা যার॥
প্রভু মোর অদ্বৈত গোসাঞি।
উত্তম অধম জনে তরাইলা ভক্তি দানে এমন দয়াল দাতা নাই॥ ধ্রু॥
উত্তম অধম মেলি করাইলা কোলাকুলি অন্ধ বধির যত আছে।
পঙ্গুরা চলিল ধাঞা হরি হরি বোলাইয়া দুবাহু তুলিয়া তারা নাচে॥
প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে চৈতন্য বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিয়া ঢেউ স্বর্গে নাহি বাঁচে কেউ সপ্ত পাতাল ভেজি গেল॥
ডুবিল সে নাগলোক নরলোক সুরলোক গোলোক ভরিল প্রেমবন্যা।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ হাসে কেহ ধায়, বিশেষে ধরণী হৈলো ধন্যা॥
হেন লীলা করে যেই, অদ্বৈত আচার্য্য সেই, অনন্ত অপার রসধাম।
এমন প্রেমের বন্যা, স্থাবর জঙ্গম ধন্যা, বঞ্চিত হইল বলরাম॥

(২)

গৌঃ পঃ তঃ—২/৩৬ পদ—সুহই

ভাবের আবেশে বহু, সীতাপতি মোর পহু, যোগাসনে বসিয়া আছিলা।
হঠাৎ কি ভাব মনে, হুহুঙ্কার গরজনে, অকস্মাৎ উঠি দাণ্ডাইলা॥
আনিয়াছি আনিয়াছি অবনীমণ্ডলী।
জগত তারিতে যেই, নদীয়া উদয় সেই, ইহা বলি নাচে বাহু তুলি॥ ধ্রু॥
তাঁহার উদ্দণ্ড নৃত্যে, ভূ-কম্পন হইল মর্ত্তে, ধরণী ধরিতে নারে ভার।
শান্তিপুর নাথ সঙ্গে, নরনারী নাচে রঙ্গে, যেন ভেল আনন্দ বাজার॥
অদ্বৈতের হুহুঙ্কারে, সপ্ত স্বর্গ ভেদ কৈরে, পরব্যোমে লাগিল ঝঙ্কার।
মহাপ্রভু আগমন, জানিলেক ত্রিভুবন, বলরামের আনন্দ অপার॥

(৩)

জয় সীতানাথ, আচার্য্য অদ্বৈত, শান্তিপুর গ্রামে বাস।
স্নান করি নিতি, তীরে ভাগীরথী, মনে করি অভিলাষ।।
দেই গঙ্গাজল, পরম নির্ম্মল, ঝারি ভরি বারে বার।
করে আকর্ষণ শ্রীনন্দ নন্দন, হবে গোরা অবতার।।
তুলসী মঞ্জরী, করাঙ্গুলে ধরি, তাঁহে করে সমর্পণ।
পুলকে পূরিত, লোচন মুদিত, হৈয়া আনন্দিত মন।।
হরে কৃষ্ণ ভনে, অদ্বৈত কারণে, চৈতন্য প্রকট লীলা।
দেখ সর্ব্বজন, সঙ্গে ভক্তগণ, গৌরাঙ্গের চাঁদের মেলা।

(৪)

।। তথারাগ ।।

জয় সীতানাথ প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য।
পরম মঙ্গল তিন লোকে শিরাচার্য্য।
চৈতন্য ভকতি দাতা জগতের পতি।
অচিন্ত্য মহিমা প্রভুর অচিন্ত্য শকতি।।
অদ্বৈত জয় জয় প্রভু অদ্বৈত জয় জয়।
যাঁহার কৃপাতে গৌর ভকতি উদয়।।
যাঁহার হুঙ্কারে গোরা কৈলা আগমন।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নবদ্বীপ বিলসন।
চৈতন্য ভকতি জানে প্রভু সীতানাথ।
যাঁর অভিলাষে কৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ।।
দাস হরে কৃষ্ণ কহে অদ্বৈত চরণে।
শরণ লইলা প্রভু জীবনে মরণে।।

(৫)

পঃ কঃ তঃ—৪/২৪/৩ পদ—আশাবরী

জয় অদ্বৈত, দয়িত করুণাময়, রসময় গৌরাঙ্গ রায়।
নিত্যানন্দচন্দ্র, কন্দ যছু মানস, মানুষ সো করুণায়॥
অজভব দেব, দেবগণ বন্দিত, যছু সঙ্গ এক পরাণ।
সুর মণিগণ, নারদ শুক স্তব স্তুত, যাক মরম নাহি জান॥

দেখ দেখ! দীন দয়াময় রূপ।

দরশনে দুরিত, দূর করু তুইজনে, দেয়ত প্রেম অনুপ॥ ধ্রু॥

অখিল জীবন জন, নিমগন অনুখন, বিষয় বিষানল মাঙ্গ।
যার কৃপায়ে, সোহ অব জনে জনে, প্রেম করুণা অবগাহ॥
ঐছন পরম, দয়াময় পহুঁ মোর, সীতাপতি আচার্য্য।
কহে শ্যামদাস, আশ পদ পঙ্কজ, অনুখন হউ শিরোধার্য্য॥

(৬)

পঃ কঃ তঃ—৪/২৪/৫ পদ—ধানশী

কেহ কহে পরম, ভাগবত কেহ কহে, পরম উত্তম দ্বিজরাজ।
সকল ভুবন, মঙ্গলময় ধাম এই, বৈকুণ্ঠ শান্তিপুর মাঝ॥

সীতানাথের অবতার বেদের নিগূঢ়।

আনিয়া চৈতন্য ধনে, উদ্ধারিলা ত্রিভুবনে, পরম পাষণ্ডী মূঢ়॥ ধ্রু॥

ক্ষণে ক্ষণে সোঙরি, বৃন্দাবন হুহুঙ্কৃত, কোই না বুঝে ইহ রঙ্গ।
ক্ষণে নিরবেদ, খেদ ক্ষণে হাসই, ক্ষণে পূজই নিজ অঙ্গ॥
কত কোটি চন্দ্র, সুশীতল বিগ্রহ, সঙ্গহি সীতারাণী।
কলি ভব তাপ, নিবারণ কারণ, শ্যামদাস কহ বাণী॥

(৭)

গৌঃ পঃ তঃ—৬/২/৪ পদ—ভূপালী

অদ্বৈত আচার্য্য গুণ কে কহিতে পারে।
যে আনিল গৌরচন্দ্র জগত মাঝারে॥
হুঙ্কার করি তুলসী দেয় বারে বারে।
নবদ্বীপে গৌর আনি তারিল সংসারে॥
নিত্যানন্দ আসি মিলে প্রভুর আগারে।
তিনজন একভাবে নাচয়ে অপারে॥

হরি বোল হরি বোল ভাবেতে উচ্চারে।
আবেশে পড়িলে ভূমে একে ধরে আরে॥
আনন্দ উৎসব করে ভক্তে ঘরে ঘরে।
সঙ্কর্ষণ পন্থ পাছে ফিরে দ্বারে দ্বারে॥

(৮)

ভঃ বঃ—১২ তরঙ্গ—কর্ণাট

শ্রীমদ্ অদ্বৈত মধুসূদন গুণ ভূপ।
কনক ভূধর গরবহারী বররূপ॥

ঝলকত সুললিত অবিরল পুলক কীর্তি।
সঘনে গরজত গৌরপ্রেমরসে মাতি॥

বিদিত ব্রহ্মাণ্ডাবধি বিক্রম অপার।
প্রবল পাষণ্ডকুল দলই অনিবার॥

ভবভয় বিভঞ্জন মহাকরুণ ধাম।
পতিত পাবন পন্থকো নিছনি ঘনশ্যাম॥

(৯)

ভঃ রঃ—১২ তরঙ্গ (গীঃ—১ আঃ)

জয় জয় সীতাপতি পহুঁ মোর।
কনকাচল জিনি মূরতি উজোর॥

অবিরত গৌর প্রেমরসে মাতি।
ঝলমল অবিরল পুলক কপাঁতি॥

গরগর অঙ্গ অধীর অনিবার।
ঝরই নয়ন জনু সুরধনী ধার॥

হসই মধুর মৃদু গদগদ বাণী।
জপই কি কোই মরম নাহি জানি॥

দীনহীন পামর পতিত নেহারি।
করই কোরে ভুজ যুগল পসারি॥

বিতরত সেই রতন অনুপাম।
বঞ্চিত করম দোষে ঘনশ্যাম॥

(১০)

ভঃ রঃ —১২ তরঙ্গ—সুহই

কিভাবে অদ্বৈত, চাঁদ অদ্ভুত, লম্ফ দেই বীরদাপে।
হুঙ্কার গর্জ্জন, করে ঘন ঘন, ভয়েতে পাষণ্ড কাঁপে॥
অট্ট অট্ট হাসে, কি রস প্রকাশে, কেহ না পায় রে আ।
অরুণ নয়ানে, চায় চারি পানে, পুলকে ভরয়ে গা॥
ভুবন মোহন, গোরা গুণ গান, শুনয়ে যাহার মুখে।
দুবাহু পসারি, তারে ক্রোড়ে করি, নাচয়ে পরম সুখে॥
পদতলে তালে, মহীতল হালে, ভঙ্গী কি উপমা তায়।
নিজ বাহুবলে, বলী কলি কালে, ঘনশ্যাম যশ গায়॥

(১১)

ভঃ রঃ ১২ তরঙ্গ—আশাবরী

আজু সীতাপতি, অদ্বৈত নাচয়ে, গোপীভাবে অতি মধুর ছাঁদে।
বিপুল পুলক, ময় হেমতনু, শোভা হেরি কেবা ধৈরজ বাঁধে॥
বারিজ নয়নে, বহে বারি ধারা, নারে নিবারিতে না রহে ধৃতি।
লহু লহু হাসি, মাখা মুখখানি, ঝলমল করে চন্দ্রমা জিতি॥
ভুজ ভঙ্গী করু ধরু পদতল. তালে টলমল করয়ে মহী।
মন্দ মন্দ কিবা, মৃদঙ্গ মন্দির, বায় কেহ কেহ চৌদিকে রহি॥
মনের উল্লাসে, প্রিয়গণ গায়, সে চারু চরিত অমিয়া ঝরু।
ভনে ঘনশ্যাম. গুণে কেবা ঝুরে, জয় জয় রবে ভুবন ভরু॥

(১২)

ভঃ রঃ ১২ তরঙ্গ—মায়ুর

মাঘে শুক্লা তিথি, সপ্তমীতে অতি, উথলয়ে মহা আনন্দে সিন্ধু।
লাভগর্ভ ধন্য, করি অবতীর্ণ, হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত ইন্দু॥
কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত, নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া।
সুতিকা মন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে, দেখি পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া।
নবগ্রামবাসী, লোক ধায়া আসি, পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে, পাইলেন পুত্র রতন যেন॥
পুষ্প বরিষণ, করে সাধুগণ, অলখিত রীতি উপমা নহু।
জয় জয় ধ্বনি, ভরল অবনী, ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল রহু॥

(১৩)

গৌঃ পঃ তঃ- ১/২/৩৬ পদ—সুহই

শান্তিপুরের বুড়ামালি, বৈকুণ্ঠ বাগান খালি, করিয়া আনিল এক চারা।
নিতাই মালিরে পায়া, চারা তার হাতে দিয়া, যতনে রোপিতে কৈল নাড়া॥

নদীয়া উত্তম স্থান, তাহাতে করি উদ্যান, রোপিল চৈতন্য তরুমালী।
বাড়ে তরু দিনে দিনে, শাখাপত্র অগণনে, গজাইল যত্নে জল ঢালি॥
পাইয়া ভকতি জল, নাম প্রেম দুই ফল, প্রসবিল সে তরু সুন্দর।
সেই দুই ফলের আশে, জীব পাখী নিত্য ভাসে, কোলাহল করে নিরন্তর॥
আনন্দে নিতাই মালী, লইয়া মাথায় ডালি, দুই ফল সবারে বিলায়।
নাই জাতি ভেদাভেদ, সবার মিটিল খেদ, ফলাস্বাদ সকলেতে পায়॥
ধর লও লও বলি, আনন্দে নিতাই মালী, আচণ্ডালে ফল বিলাইল।
যেই চায় সেই পায়, যে না চাহে সেহ পায়, যবনেও ফল আস্বাদিল।
কি মোর করম ফেরে, না হেরিনু সে তরুরে, না চিনিনু সে মালী দয়াল।
কৃষ্ণদাস দুরাশয়, দন্তে তৃণ ধরি কয়, ধিক্ ধিক্ এ পোড়া কপাল॥

(১৪)

পঃ কঃ তঃ—৪/২৪/২ পদ—তুড়ী

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাহার হুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা সাগর।
যার প্রেমবশে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর॥
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্য গুণ গায়॥
তাহার চরণে যেবা লইলা শরণ
সে জন পাইলা গৌর প্রেম মহাধন॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ॥

(১৫)

গৌঃ পঃ তঃ—৬/২/৩০ পদ—তুড়ী

নাস্তিকতা অপধর্ম্ম জুড়িল সংসার।
কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি নাহি কোথা আর॥

দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু বিষাদিত হৈলা।
কেমনে তরিবে জীব ভাবিতে লাগিলা॥

নেত্র বুজি তুলসী প্রদানি বিষ্ণুপদে।
হুঙ্কারি দিলেন লম্ফ আচার্য্য আহ্লাদে॥

জিতিলুঁ জিতিলুঁ মুখে বলে বার বার।
জীব নিস্তারিতে হবে গৌর অবতার॥

একথা শুনিয়া নাচে সাধু হরিদাস।
লোচন বলে খসিল জীবের মোহ পাশ॥

(১৬)

পঃ কঃ তঃ—৩/১৭/৩ পদ—সুহই

বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণ নাম তত্ত্ব, ভক্তি শূন্য হইল অবনী
কলি কাল সর্প বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যা রসে, না জানয়ে কেবা সে আপনি।
নিজ কন্যা পুত্রোৎসবে, মাতিয়া আছয়ে সবে, নাহি অন্য শুভ কর্ম্মলেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে, নানারূপ জীব হিংসে, এইমত হেন সর্ব্বদেশ।
দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি, অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজ কুমার, সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার, করাইব এই অভিলাষে।
সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবেরে করিতে ত্রাণ, শান্তিপুরে হইলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণ নাম পাবে. কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥

(১৭)

গৌঃ পঃ তঃ—৫/২/২৯ পদ—ভাটিয়ারী

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়।
অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া সদয়॥
মাঘ মাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুর আসি প্রভু হইলা প্রকাশে॥
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম॥
কলিকাল সাপে জীবে করিল গরাস।
দেখি বিষ বৈদ্যরূপে হইলা প্রকাশ॥
যাহার হুঙ্কারে গোরা আইলা অবনী।
বৈষ্ণব মরিবে তার লইয়া নিছনি॥

(১৮)

পঃ কঃ তঃ—৩/১৭/২ পদ—কল্যাণ

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত, দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাত কর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম, বাড়য়ে মনের সুখ॥
সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন, কনক কমল শোভা।
আজানু লম্বিত, বাহু সুবলিত, জগজন মন লোভা॥
নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর, নয়ন কমল মনি
অরুণ চরণ, নখ দরপণ, জিনি কত বিধুমনি॥
মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর, দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হৈতে, জগত তরিবে, এই করে অনুভবে।

যত পুরনারী, শিশু মুখ হেরি, আনন্দ সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া, নিরখয়ে অনিমিষে॥
তাহার মাতারে, করে পরিহরে, কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্য সীমা, কি দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার॥

এ ভেক বচন, সব নারী গণ, কহে গদ গদ ভাষ।
জগত তারণ, বুঝল কারণ, দাস বৈষ্ণবের আশা॥

(১৯)

পঃ কঃ তঃ—৩/১৭/১৭ পদ—সিন্ধুড়া

এ তিন ভুবন মাঝে, অবনী মণ্ডল সাজে, তাহে পুনঃ অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপ ত্রয়, যার নামে শান্ত হয়, হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥

কুবের পণ্ডিত তায়, শুদ্ধসত্ত্ব দ্বিজরায়, লাভা দেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করি স্থিতি, কৃষ্ণপূজা করে নিতি, ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥

কলি হত জীব দেখি, মনো দুঃখ পায় অতি, ভক্তে আরাধিয়ে ভগবান।
সেই আরাধন কাজে, লাভাদেবী গর্ভমাঝে, মহাবিষ্ণু কৈলা অধিষ্ঠান॥

মাঘ মাস শুভক্ষণে, শুক্লাসপ্তমী দিনে, অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি, হৈলা হরষিত মতি, নয়নে আনন্দ ধারা বয়॥

আচম্বিতে জগজনে, আনন্দ পাইল মনে, কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণব দাস বলে, উদ্ধার হইবে হেলে, পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥

(২০)

ভঃ রঃ ১২ তরঙ্গ—ধানশী

শ্রীগৌর অভিন্ন তনু অদ্বৈত আমার।
জগত জননী সীতা ঘরণী যাহার॥

যে আনিল গোরাচাঁদে হুঙ্কার করিয়া।
গাওয়ায় গৌরাঙ্গ গুণ ভুবন ভরিয়া॥

হইয়া ঈশ্বর আপনাকে মানে দাস।
তিলে তিলে হৃদয়ে কত না অভিলাষ॥

দেবের দুর্লভ প্রেমভকতি বিলাসে।
বলী কলি দমন করয়ে অনায়াসে॥

সংকীর্ত্তনানন্দ দাতা দয়ার অবধি।
না জানি কতেক গুণে গড়াইল বিধি॥

অধম দুঃখিতে সে না সুখে মাতাইল।
নরহরি পহুঁ যশে জগত ভরিল॥

(২১)

ভঃ বঃ—১২ তরঙ্গ—ধানশী

সীতানাথ মোর অদ্বৈত চাঁদ।
প্রেমময় মহামোহন ফাঁদ॥

যাহার হুঙ্কারে প্রকট গোরা।
নিত্যানন্দ সহ আনন্দে ভোরা॥

অনুপম গুণ করুণা সিন্ধু।
পতিত অধম জনার বন্ধু॥

ত্রিজগত মাঝে দ্বিতীয় ধাতা।
সংকীর্ত্তন ধন দুলহ দাতা॥

ব্রজলীলা রসে ভাসিবে যে।
অচ্যুত জনকে ভজুক সে॥

নরহরি পহুঁ যে নাহি ভজে।
সেই অভাগিয়া ভুবন মাঝে॥

(২২)

ভঃ রঃ—১২ তরঙ্গ—ভূপালী

মাঘী সপ্তমী শুক্লপক্ষ, শুভক্ষণ ক্ষণ ভুরী।
প্রকট প্রভু অদ্বৈত সুন্দর, করল কলিমদ দূরী॥

ধাই চলু সব লোক পৈঠি, কুবের ভবন মাঝার।
বিপুল পুলক নিরখি বালক, দেত জয় জয় কার॥

ভাটগণ ঘন ভনত যশ, গায়ত গুণীমুদ মাতি।
সুঘর বাদক বৃন্দ বানত, বাদ্য কত কত ভাঁতি॥

ঝরত নর্ত্তন নৃত্য উঘটত, থৈতা তক তক থোন।
দাস নরহরি পহুঁক জনম, বিলাস বর নব কোন॥

(২৩)

ভঃ রঃ —১২ তরঙ্গ—কামোদ

শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র পহুঁ মোর।
গৌর প্রেমভরে, গর গর অন্তর, অবিরত অরুণ নয়ানে ঝরে লোর॥ ধ্রু॥
পুলকিত লোলিত, অঙ্গ ঝল ঝল কত, দিনকর নিকর নিন্দিবর জ্যোতি।
কুঞ্জর দলন গমন মনোরঞ্জন, হসত সুলসত দশম জনু মোতি॥

সিংহ গরব হর, গরজত ঘন ঘন, কম্পিত কলি দূরে দূরজন গেল।
প্রবল প্রতাপে, তাপত্রয় কুণ্ঠিত, জগজন পরম হরিষ হিয় ভেল॥

করুণা জলধি, উমড়ি চলু চাহুঁ দিশ, পামর পতিত ভকতি রসে ভাসি।
নরহরি কুমতি, কি বুঝব রঙ্গনব, গৌর চরিত গুণ ভুবনে প্রকাশি॥

(২৪)

ভঃ রঃ—১২ তরঙ্গ—কামোদ

শ্রীঅদ্বৈত গুণমণি, সকল রসের খনি, নাভা গর্ভে জনম লভিলা।
জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে, তথা বিলাসিয়া রঙ্গে, কিছুদিনে শান্তিপুরে আইলা॥
পিতামাতা অদর্শনে, গিয়া তীর্থ পর্য্যটনে, আসিয়া রহিলা শান্তিপুরে।
হৈয়া শ্রী সীতার পতি, কত তপ করি নিতি, আনিলেন কৃষ্ণ হলধরে॥
নদীয়া বিহার দেখি, সদা জুড়াইল আঁখি, নাচিলা কীর্ত্তনে নানা ছাঁদে।
আপনার ঘরে পায়া, সেবিলা আনন্দ হৈয়া, ন্যাসী শিরোমনি গোরাচাঁদে॥
নীলাচলে প্রভু স্থিতি, তথা কৈলা গতাগতি, সবে মাতাইলা গোরা গুণে॥
দাস নরহরি কয়, শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়, এ যশ ঘোষয়ে ত্রিভুবনে॥

(২৫)

ভঃ রঃ—১২ তরঙ্গ—কামোদ

শান্তিপুর পতি, পরম সুন্দর, চরিত বর নিনা যতি।
ভাব ভরে অতি, মত্ত অনুখন, বিপুল পুলকিত গতি॥
প্রবল কলিমদ, দমন ঘন ঘন, ঘোর গরজি বিভোর।
গৌর হরি হরি, ভনত কম্পই, গিরত সহচর কোর।
অবনী ঘন গড়ি, যাত নিরুপম, ধূলি ধূসরিত দেহ।
কঞ্জ লোচন, ঝরই ঝর ঝর, যনু স শাওন মেহ।
দীন দুঃখিত, নেহারি করু, করুণা ভুবনে পরচার।
দাস নরহরি, পহুঁক বলি, বলিহারি পরম উদার।

(২৬)

ভঃ রঃ—১২ তরঙ্গ—গুর্জ্জরী

কিভাবে বিভোর মোর, অদ্বৈত গোসাঞি রে, ও দুটি নয়ানে বহে লোরা।
মধুর মধুর হাসি, ও চাঁদ বদনে রে, সঘনে বলয়ে গোরা গোরা॥
শিরীষ কুসুম জিনি, তনু অনুপামরে, বিপুল পুলক তাহে শোহে।
কি ছার কুঞ্জর গতি, অতিশয় শোভা রে, ভঙ্গীতে ভুবন মনমোহে॥
শিরেতে সুন্দর শিখা, পবনে উড়ায়রে, মালতীর মালা গলে দোলে।
আজানু লম্বিত দুটি, বাহু পসারিরে, পতিতে ধরিয়া করে কোলে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম, ভকতি রতন রে, জনে জনে যাচে কত রূপে।
নরহরি হেন কৃপা, নয় প্রভু পয় রে, না ভজি মজিনু ভব কূপে॥

(২৭)

ভঃ রঃ—১২ তরঙ্গ—ধানশী

নাচয়ে অদ্বৈত প্রেমরাশি।
গোরা গুণ গরবে না জানে দিবানিশি॥
গোরা গোরা বলিতে কি সুখ।
বিহিরে মাগয়ে কত লাখ লাখ মুখ॥
গোরা গোরা বলি মায়ে মালসাট।
ভয়ে কাঁপে কলি পলাইতে নাহি বাট॥
গোরা নামে কি ভাব হিয়ায়।
পুলক বলিত তনু সঘনে দোলায়॥
পরি কর সে না রসে মাতি।
গায় গোরাচাঁদের চরিত কত ভাঁতি॥

কিবা খোল করতাল ধ্বনি।
কুলের বৌহারি কাঁদে সে শব্দ শুনি॥

ভুবন ভরিল ও না যশে।
দীন হীন পতিত পামর প্রেমে ভাসে॥

নরহরি জীবনে কি সুখ।
হেন দয়াময় পহুঁ চরণে বিমুখ॥

(২৮)

ভঃ রঃ ১২ তরঙ্গ—আশাবরী

দেখ অদ্বৈত গুণের মণি।
ভকতি রতন, করি বিতরণ, জগতে করয়ে ধনী॥
কিবা ভাবে পুলকিত হিয়া।
গোরা গোরা বুলি, নাচে ভুজ তুলি, ঘন কাঁখ তালি দিয়া॥
ছুটি নয়নে আনন্দ ধারা।
পুলক বলিত, তনু সুবলিত, ঝলকে কনক পারা॥
মুখে ঝরয়ে অমিয়া রাশি।
কি নব ভঙ্গীতে, চাহে চারিভিতে, মধুর মধুর হাসি॥
পহুঁ বেড়ি পরিকর সাজে।
মধুর সু-স্বরে, গায় ধীরে ধীরে, খোল করতাল বাজে॥
তাহা শুনি কি ধৈরজ বাঁধে।
দীন হীন যত, তাঁহা উনমত, নরহরি পড়ু ধাঁদে॥

(২৯)

গৌঃ পঃ তঃ—৬/২/১৩ পদ—ধানশী

জয় দেবদেব মহেশ্বর রূপ।
অদ্বৈত আচার্য্য লীলারস ভূপ।

যার হুহুঙ্কারে গৌরাঙ্গ প্রকাশ।
যার লাগি গৌরলীলা বিকাশ॥
শুক্ল সপ্তমীতে শুভ মাঘ মাসে।
জনমিলা যেহ কুবের ঔরসে॥
লাভা নন্দন শ্রীমদদ্বৈত পহুঁ॥
দাস নরহরি পদে মতি রহুঁ॥

(৩০)

গৌঃ পঃ তঃ—৬/২/১৭—কামোদ

দেখ মোর অদ্বৈত গুণনিধি।
না জানিয়ে কত, সাধে সুধা দিয়া, এ তনু গড়ল বিধি॥ ধ্রু॥
কনক কেতকী, কুম্‌কুম্‌ জিনি, সুচারু রূপের ছটা।
গর গর গোরা, প্রেমে অতিশয়, শোভয়ে পুলক ঘটা॥
নিরুপম বিধু, বদন ঝলকে, ঘন গোরা গোরা বুলি।
দু'নয়নে ধারা, বহে অবিরত, নাচয়ে দুবাহু তুলি॥
পতিত পামরে, ধরি করে কোরে, অমূল রতন যাচে।
নরহরি পহুঁ, বিনে কি এমন, দয়াল ভুবনে আছে॥

(৩১)

গৌঃ পঃ তঃ—৬/২/২০ পদ—টোরী

অদ্বৈত গুণ মণি, অবনী করুধনি, ভকতি ধন ঘন বিতরণে।
সঙ্গেতে প্রিয়গণ, আনন্দে নিমগন, নাচয়ে গোরাগুণ কী রতনে॥
কি নব ভঙ্গি ভবে, মদন মদ হবে, ঝলকে নিরুপম রুচি ছটা।
শিরীষ ফুল জিনি, মৃদুল তনুখানি, তাহে বিপুল পুলকের ঘটা॥

তিলক শোভে ভালে, মালতী মালা গলে, দোলয়ে যজ্ঞসূত্র নেত্রলোভা।
অতুল ভুজ তুলি, ফিরয়ে হেলি দুলি, চরণ চারু চালনি কি শোভা।
সঘনে গৌরহরি, বোলয়ে উচ্চ করি, ঝরয়ে সুধা জানি মুখ চাঁদে।
করুণ চাহনিতে, কে পারে থির হৈতে, পতিত নরহরি হেরি কাঁদে।

(৩২)

গীতচন্দ্রোদয়

প্রভু মোর শ্রীঅদ্বৈত উদার।
কলিযুগ গরব হারী অবতার।

চম্পক দাম দমন তনু কাঁতি।
অবিরল বিপুল পুলক কুল ভাঁতি।

গৌর প্রেমভরে পরম বিভোর।
অনুখন কমল নয়নে বহে লোর।

নিরুপম সংকীর্ত্তন সুখে মাতি।
নিজগণ সঙ্গে বিহরে দিনরাতি।

পামর দূরগত দুখিতে নিহারি।
করই কোরে ভুজ যুগল পসারি।

জনে জনে ভকতি রতন করু দান।
বঞ্চিত রহু নরহরি অগেয়ান।

(৩৩)

আরে মোর ঠাকুর অদ্বৈত দয়াময় ।
ভুবনমোহন রূপ গুণের আলয় ॥

কিভাবে ভাবিত কিছু বুঝিতে না পারি ।
গোরা গোরা বলি কান্দে দুবাহু পসারি ॥

কত ধারা বহে দু'টি নয়ান কমলে ।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া খেনে পড়ে ভূমি তলে ॥

খেনে হাসে খেনে খেনে দিয়া করতালি ।
জিতিলুঁ জিতিলুঁ বলি ধায় দিগদলি ॥

যারে দেখে তারে পুন ধরি দেয় কোর ।
পরশ পাইয়া তারা আনন্দে বিভোর ॥

প্রেমের বাদরে সব জগত ভাসায় ।
নরহরি দিবস রজনী যশ গায় ॥

শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা

পিন -৭৪৩১৩৪। ফোন :- (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫

১।শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য [মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনী সহ - পঁচিশ টাকা। ২।জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত [শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী]- চল্লিশ টাকা। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পারিচয় [১০৮ জন লেখক পরিচিতি] - দশ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন - এক শত পঁচিশ টাকা। ৫। শ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী [পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরের জীবনী -দশ খন্ড একত্রে]-চার শত টাকা। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী [শ্রীরাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ওগৌরাঙ্গের পার্ষদ বর্গের পূর্ব্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী] - পঁয়ত্রিশ টাকা। ৭।গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ [শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ] - পঁচিশ টাকা। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত - ষাট টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশবিস্তার - কুড়ি টাকা। ১০। সংকল্প কল্পদ্রুমের পদ্যানুবাদ- ত্রিশ টাকা। ১১। ব্রজমন্ডল পরিচয় - কুড়ি টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত - ত্রিশ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ- দশ টাকা। ১৪। সাধক স্মরণ [অষ্টক, প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি প্রভৃতি -কুড়ি টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় - আশী টাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি [বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক, প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন]- আশী টাকা।১৭। পাণিহাটীর দন্ডোৎসব - পনের টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি -কুড়ি টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় [ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপাল মহিমা] - পঁচিশ টাকা। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ-দশ টাকা। ২১।গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী [গৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ] -কুড়ি টাকা।

২২।বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ-দশ টাকা।২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য [শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারনের বৈচিত্রময় রহস্যাদি] - কুড়িটাকা । ২৪। শ্যামানন্দপ্রকাশ - পয়ত্রিশ টাকা । ২৫।সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলারহস্য - আশি টাকা । ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা - কুড়ি টাকা ।২৭। অভিরাম বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় [অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা] - কুড়ি টাকা । ২৮। জগদীশ চরিত্র বিজয় [জগদীশ পন্ডিতের জীবন কাহিনী] - পঁচিশ টাকা। ২৯। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা [ইংরাজী] - সাত টাকা । ৩০। বৈষ্ণব ইতিহাস সারসংগ্রহ - সত্তর টাকা । ৩১। মনঃশিক্ষা - কুড়ি টাকা । ৩২। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া [কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়], ১ম খন্ড - চল্লিশ টাকা, ২য় খন্ড - ত্রিশ টাকা, ৩য় খন্ড - ত্রিশ টাকা । ৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন -ত্রিশ টাকা ।৩৪। রসিক মঙ্গল [প্রভু রসিকানন্দের জীবনী] - পঞ্চাশ টাকা। ৩৫। চৈতন্য শতক [সার্ব্বভৌম ভট্ট াচার্য্যকৃত] - দশ টাকা । ৩৬। অদ্বৈত প্রকাশ [অদ্বৈত প্রভুর জীবনী] - ষাট টাকা । ৩৭। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম-কাঁচরাপাড়া - পাঁচ টাকা। ৩৮। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখন্ড - পঁচিশ টাকা। ৩৯। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী -দুই শত পঞ্চাশ টাকা । ৪০। চৈতন্য চন্দ্রামৃত [প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত] - কুড়ি টাকা । ৪১।অদ্বৈত আচার্য্য বিষয়করচনাবলী - [অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা, অদ্বৈত স্বরূপামৃত, অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত বিলাস প্রভৃতি] - একশত টাকা। ৪২। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা - পঁয়ত্রিশ টাকা । ৪৩। চৈতন্য চরিতামৃত [ব্যাখ্যা সহ] - তিন শত টাকা ।৪৪। নেড়ানেড়িসৃষ্টি রহস্য - পনের টাকা । ৪৫। অষ্টকালীন লীলা স্মরনের ক্রমবিন্যাস [অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ] - দশ টাকা । ৪৬। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামটপুর - কুড়ি টাকা । ৪৭। শ্রীভক্তি রত্নাকর - তিন শত টাকা ।৪৮। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ - পনের টাকা । ৪৯। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য - পঁচিশ টাকা । ৫০। শ্রীপাট কুলিয়া পাট মাহাত্ম্য - কুড়ি টাকা । ৫১। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন কাহিনী - দশ টাকা । ৫২। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ [জয়দেব, বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণবপদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী] - ত্রিশ টাকা । ৫৩। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশীশিক্ষা-ত্রিশ টাকা। ৫৪। চৈতন্য মঙ্গল [লোচন দাস বিরচিত] - এক শত পঞ্চাশ টাকা ।

৫৫। শ্রীরূপ-সনাতনের রামকেলি লীলা - কুড়ি টাকা। ৫৬। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব - দশ টাকা । ৫৭। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ - কুড়ি টাকা । ৫৮। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান - কুড়ি ভটাকা । ৫৯। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী [শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়নাটকের প্রেমদাস কৃত বঙ্গানুবাদ] - ষাট টাকা । ৬০। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ লীলা - পঁচিশ টাকা। ৬১। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ লীলা - পঁচিশ টাকা । ৬২।শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা [ব্যাখ্যা সহ] - ত্রিশ টাকা । ৬৩। নরোত্তম বিলাস - ষাট টাকা । ৬৪। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী [শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশ সূচক,কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি] - একশত টাকা । ৬৫। অদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতাদেবী বিষয়ক রচনাবলী [শ্রীসীতা চরিত্র ও সীতা গুণকদম্ব]- পঞ্চাশ টাকা। ৬৬। ছোট হরিদাসের শ্রীপাট টগরা - কুড়ি টাকা। ৬৭। শ্রীনিবাস নরোত্তমেরব্রজমন্ডল ও নবদ্বীপ দর্শন - কুড়ি টাকা । ৬৮। গুরুতত্ত্ব - [শ্রী কিশোরী দাসবাবাজীর জীবন চরিত] - একশত টাকা । ৬৯। শ্রীপ্রেম বিলাস - তিন শত টাকা। ৭০। শ্রীগুরুদেবই প্রেমকলপতরু - পঁচিশ টাকা ।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচার মূলক পত্রিকাটিতে ত্রৈমাসিকভাবে আজ আটত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রভূত অপ্রকাশিত বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গবেষণা মূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে । আপনি বার্ষিক চাঁদা বাবদ ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিন শত টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হউন । প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে আঠারো বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে । বার্ষিক চাঁদা বাবদ ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিন শত টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হউন ।

যোগাযোগ – শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

চৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

ফোন:- (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫ মো:- ৯৬৮১ ৭০৪ ৮০১

শ্রীগৌরগোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে
বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। নরহরি সরকারের পদাবলী [শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ] - ষাট টাকা।২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী [শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ] - ষাট টাকা। ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী [শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯টি পদ] - চল্লিশ টাকা। ৪। ঘণশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী [শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫টি পদ] - ত্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী - পঁচিশ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী [১৮৫টি পদ] - পঞ্চাশ টাকা।৭। শ্রীখন্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী [১১জন পদকর্ত্তার পদাবলী] - কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী [১৬৮টি পদ] - পঁচিশ টাকা। ৯। গোবিন্দদাসের পদাবলী - একশত কুড়ি টাকা। ১০। সপার্ষদ নরোত্তমের পদাবলী - কুড়ি টাকা। ১১। জ্ঞানদাসের পদাবলী - আশী টাকা। ১২। সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পদাবলী [রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণব দাস]- একশত টাকা। ১৩। নিতাই-অদ্বৈত পদ মাধুরী [প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহিমা মূলক প্রাচীন পদাবলী] - কুড়ি টাকা।১৪। বংশীবদনের পদাবলী - কুড়ি টাকা।

:বিশেষ আকর্ষন :

প্রকাশিত হইয়াছে মহাতীর্থ

শ্রীচৈতন্যডোবা সৃষ্টির পঞ্চশত বার্ষিকীস্মরণিকা।

[শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীবাস পন্ডিত, শ্রীচৈতন্যডোবা বিষয়ক সুধীবৃন্দের গবেষণা মূলক তথ্যের সমাবেশ] - পঞ্চাশ টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে— ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয়
শান্তিপুর নাথ অদ্বৈত আচার্য্য বিষয়ক গবেষণার অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

শ্রী অদ্বৈত আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রী অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীঅদ্বৈত স্বরূপামৃত, শ্রী অদ্বৈত মঙ্গল, শ্রী অদ্বৈত বিলাস, অদ্বৈত মহিমামূলক পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

ভিক্ষা - একশত টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক গবেষণার অদ্বিতীয় গ্রন্থ, শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশ সূচক, শ্রীনিবাস আচার্য্য বিরচিত পদাবলীও তাঁহার মহিমামূলক পদাবলী, অনুরাগ বল্লী, শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখা নির্ণয়, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থাবলী সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

ভিক্ষা - একশত টাকা

পাঠকবৃন্দ সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

মহাতীর্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য ডোবা

যোগাযোগ ঃ—

শ্রী কিশোরী দাস বাবাজী
শ্রী চৈতন্যডোবা,
পোঃ- হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা

ফোন- ০৩৩-২৫৮৫০৭৭৫
মোবাইল ৯৬৮১৭০৪৮০১